উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,১০৬.৮৫ (+৭৮৭.৩০)
নিফটি : ২২,৯৬৮.২৫ (+২৫৫.১৫)

ইডেনে বৃষ্টির খেল দেখলেন 'বাজিগর'
ভুলভুলাইয়ায় নাইটরা ১২

হরমুজ নিয়ে চরম হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন

'সংঘের ছায়া ছেড়ে মহীরুহ বিজেপি' ৭

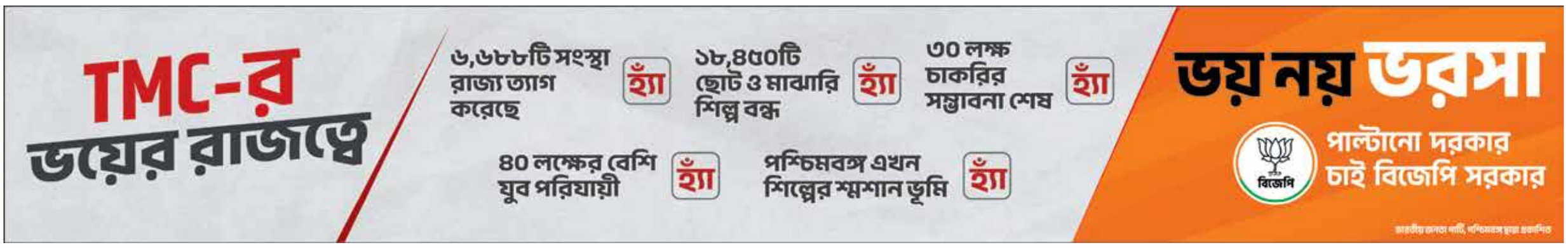

শিলিগুড়ি ২৩ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 7 April 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 317

TMC-র ভয়ের রাজত্বে
৬,৬৮৮টি সংস্থা রাজ্য ত্যাগ করেছে হ্যাঁ
১৮,৪৫০টি ছোট ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হ্যাঁ
৩০ লক্ষ চাকরির সম্ভাবনা শেষ হ্যাঁ
৪০ লক্ষের বেশি যুব পরিযায়ী হ্যাঁ
পশ্চিমবঙ্গ এখন শিল্পের শ্মশান ভূমি হ্যাঁ
ভয় নয় ভরসা
বিজেপি
পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার
ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

ভোট থেকে বঞ্চিতই

আপিলেই সার বাতিলদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : যতই ট্রাইবিউনাল হোক, ভোটার তালিকা থেকে যাঁরা বাদ পড়লেন, তাঁরা অন্তত ২০২৬-এ আর ভোট দিতে পারবেন না। তাঁদের আবেদন কবে ট্রাইবিউনাল বিচার করবে, কী পদ্ধতিতে বিচার করা হবে, কতদিনের মধ্যে কাজটি হবে, তা স্পষ্ট নয়। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সোমবারের রায়ে বাংলার অন্তত ২৭ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার হারিয়ে ফেললেন। ভবিষ্যতে ফিরে পাবেন কি না, তারও স্থিরতা নেই।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাংলায় প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য শেষ অতিরিক্ত ভোটার তালিকা সোমবার রাতে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই তালিকা নির্বাচন কমিশনকে প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপিন পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চ।

ওই নির্দেশের পর কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'শুনেছি বিচারাধীনের ৪৫ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ২৭ লক্ষ নাম বাদ পড়ছে তালিকা থেকে। ৫৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৩৩ লক্ষ নাম চূড়ান্ত তালিকায় যুক্ত হবে। যাঁদের নাম যুক্ত হবে, তাঁরাই শুধু ভোট দিতে পারবেন।' বাকিদের ভাগ্যে কী আছে? ট্রাইবিউনালে আবেদন করলেই বা কী হবে?

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ইতিমধ্যে গঠিত ১৯টি ট্রাইবিউনাল একই পদ্ধতি মেনে কাজ করবে। সেই পদ্ধতি এখনও ঠিক হয়নি। পদ্ধতি ঠিক করবে তিনজনের একটি কমিটি। সোমবার ওই কমিটি ঠিক করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যে কমিটিতে থাকবেন হাইকোর্টের তিনজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বা প্রাক্তন সিনিয়ার বিচারপতি। ওই কমিটির বেঁধে দেওয়া পদ্ধতি মেনে ট্রাইবিউনাল কাজ করবে। কমিটি গঠন করবেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

কবে সেই পদ্ধতি ঠিক হবে? প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, 'আদালত আশা করছে, এই কমিটি আগামীকালের (মঙ্গলবার) মধ্যে প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত করবে।' ট্রাইবিউনাল কাজ শুরু করলেও যে তালিকা থেকে বাতিলরা ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না- তা আদালত ও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যে স্পষ্ট। বিচারাধীন ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ নাম। তাঁদের মধ্যে ২৭ লক্ষের নাম পাকাপাকিভাবে ডিলিটেড তালিকায় উঠে গেল আপাতত।

- বিচারাধীনের ৪৫ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ২৭ লক্ষ নাম বাদ পড়ছে তালিকা থেকে
- ট্রাইবিউনাল কাজ শুরু করলেও তালিকা থেকে বাতিলরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না, তা স্পষ্ট
- সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ইতিমধ্যে গঠিত ১৯টি ট্রাইবিউনাল একই পদ্ধতি মেনে কাজ করবে
- পদ্ধতি ঠিক করবে তিনজনের একটি কমিটি

এছাড়া আগে আরও যাঁদের নাম বাদ গিয়েছিল, সেই সংখ্যাটি ধরলে ডিলিটেড ভোটার প্রায় ৯০ লক্ষ। কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকও কোনও আশার আলো দেখাতে পারেননি। তাঁর ভাষায়, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ট্রাইবিউনাল গঠিত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনও তার পরিকাঠামো ও কীভাবে কাজ করবে- তা স্থির হয়নি। বিচারপতিদের ইচ্ছা জেনে রাজ্য সরকার পরিকাঠামো তৈরি করবে।'

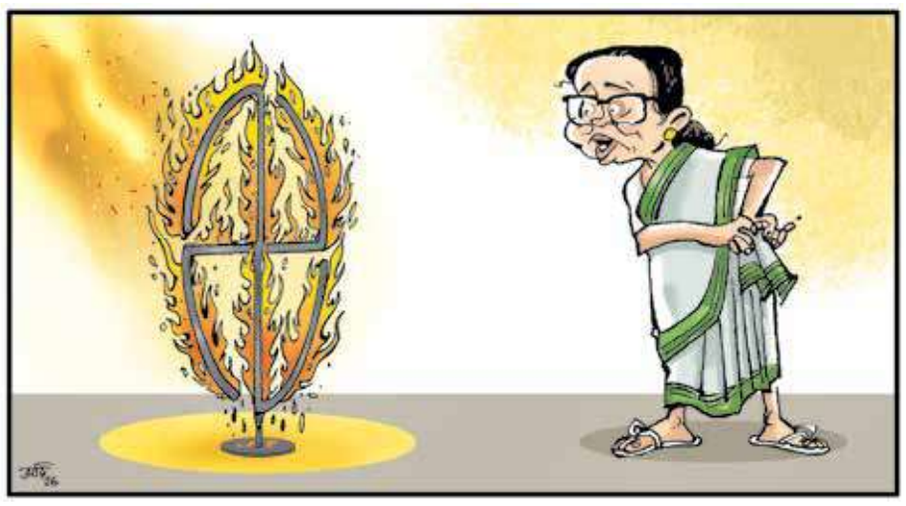

এরপর দশের পাতায়

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

অগ্নিকন্যার কঠিন অগ্নিপরীক্ষা

জনমত সমীক্ষায় ভোট ও আসন দুইয়ের নিরিখেই তৃণমূলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে বিজেপি। এ কোন কঠিন লড়াইয়ের ইঙ্গিত!

দীপ সাহা

চার দশকেরও বেশি দীর্ঘ ও বর্ণময় রাজনৈতিক জীবন। বিরোধী নেত্রী হিসেবে সামলেছেন বহু ঝড়ঝাপটা। নেতৃত্ব দিয়েছেন একাধিক আন্দোলনে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আরও কত কী! এই বাংলা তাঁকে চিনেছে 'ফায়ার ব্র্যান্ড লিডার' হিসেবেই। তৃণমূলের একনিষ্ঠ সৈনিকরা ভালোবেসে নাম দিয়েছেন 'অগ্নিকন্যা'। সেই 'অগ্নিকন্যা' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নাকি এবারের ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে অগ্নিপরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে। অন্তত বাংলার রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ সেই আভাসই দিচ্ছে।

এক হাতে দামি স্মার্টওয়াচ, আরেক হাতে হেলথ ব্যান্ড। বাহু শীর্ণ হয়ে এসেছে অনেকটাই। মুখের বলিরেখাও স্পষ্ট। সঙ্গে চোখেমুখের উদ্বেগও। বাংলায় দু'দফায় ভোট ঘোষণা হতেই এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী। কিন্তু হাবভাবে-কথাবার্তায় চেনা ঝাঁঝটা উধাও। উত্তরের এক দাপুটে তৃণমূল নেতার কথায়, 'এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই, একুশের ভোটেও নেত্রীর মুখ চেয়ে বহু মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছেন। এবার সেই ক্যারিশমাটা দেখতে পাচ্ছি না।'

উদ্বেগ আরও গভীর হচ্ছে বেসরকারি জনমত সমীক্ষায়। একদিকে, দীর্ঘ পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেস, অন্যদিকে বাংলা জয়ে মরিয়া বিজেপি- দুইয়ের লক্ষ্য একটাই নবান্ন। আর সেই লড়াই যে এবার একপেশে নয়, সেই ইঙ্গিত মিলছে 'ম্যাট্রিজ'-এর মতো সংস্থার সমীক্ষায়।

জনমত সমীক্ষার ফল

শতকরা ভোটপ্রাপ্তি

৪৩ শতাংশ	তৃণমূল
৪১ শতাংশ	বিজেপি
১৬ শতাংশ	অন্য

আসনপ্রাপ্তি (২৯৪)

তৃণমূল	১৪০-১৬০
বিজেপি	১৩০-১৫০
অন্য	০৮-১৬

ম্যাজিক ফিগার : ১৪৮

**সমীক্ষক সংস্থা : ম্যাট্রিজ*

সংস্থাটির সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, এবারের হাই ভোল্টেজ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও, বিজেপি একেবারে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। হিসেব বলছে, তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে ৪৩ শতাংশ ভোট, আর অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের ঝুলিতে যেতে পারে ৪১ শতাংশ। অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ভাগে থাকতে পারে ১৬ শতাংশ ভোট। মাত্র ২ শতাংশ ভোটের এই সামান্য ব্যবধানই স্পষ্ট করে দেয় যে, লড়াই এবার কতটা কঠিন। আসন সংখ্যার নিরিখে ম্যাট্রিজের পূর্বাভাস আরও চমকপ্রদ। সমীক্ষা বলছে, রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে ১৪০ থেকে ১৬০টি আসন। অন্যদিকে, বিজেপি পেতে পারে ১৩০ থেকে ১৫০টি আসন। অন্যদের দখলে যেতে পারে ৮ থেকে ১৬টি আসন। এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে, তৃণমূল ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়ে ফেললেও মমতাকে স্বস্তিতে সরকার গড়তে দেবে না গেরুয়া শিবির।

এটা ঠিক যে, জনমত সমীক্ষার ফল যে সবসময় ভোটবাক্সে প্রভাবিত হয়, তা নয়। কিন্তু শাসক বা বিরোধী উভয়েরই রক্তচাপ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তা যথেষ্ট। *এরপর দশের পাতায়*

গৌতমের ধর্না, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শংকরের

শিলিগুড়ি ব্যুরো

৬ এপ্রিল : তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে শাসক-বিরোধী তর্জায় সরগরম শহর শিলিগুড়ির রাজনীতি। এই ঘটনায় নতুন মাত্রা পেল তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের অবস্থান বিক্ষোভ এবং বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনা। পোস্টার ছেঁড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই প্রার্থীর এমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। অযথা ঝামেলা তৈরি করে প্রচারে থাকার চেষ্টা নাকি রাজনৈতিক অবক্ষয়, সেটাও চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে গৌতম বিরোধীদের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে গত রবিবার রাতেই ক্ষোভ দেখিয়েছেন। রাতে ঘটনাস্থল ঘুরে

পোস্টার ছেঁড়া নিয়ে তুলকালাম শহরে

এসে সোমবার সকালেই প্রধান ডাকঘরের সামনে বসে পড়েন তিনি। ঘণ্টাখানেক ধরে অবস্থান চলে। এদিন শিলিগুড়িতে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা হয়েছে। তার আগে গৌতমের এমন রাজনীতি কি শুধু ভোটের দৌড়ে টিকে থাকার মরিয়া চেষ্টা, সেই প্রশ্ন উঠছে।

গৌতম বলেন, 'বিজেপি বাইরে থেকে লোক এনে বেশকিছু জায়গায় আমাদের ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলছে। ফেস্টুনে থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বিকৃত করা হয়েছে। অন্যদিকে, গেরুয়া পতাকায় শহরকে ঢাকছে। আমরা এনিয়ে কমিশনে জানিয়েছি। জেলা শাসককেও জানিয়েছি। পুলিশেও জানানো হয়েছে।'

এদিন পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্জাবিপাড়া এলাকার শাসকদলের ব্যানার ছেঁড়ার

এরপর দশের পাতায়

এনবিইউতে পিএইচডি কেলেঙ্কারি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : আইন ভেঙে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে পিএইচডি ডিগ্রি দিয়ে আগেই কলঙ্কের কালি লেগেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ে। পার্থর অনুকরণে ফের একবার পিএইচডি'র কোর্সওয়ার্ক নিয়ে বড়সড়ো অনিয়মের অভিযোগ উঠল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর নির্দেশিকা অগ্রাহ্য করে রিসার্চ এলিজিবিলিটি টেস্ট (রেট)-এর মাধ্যমে নেট পাশ নন এমন একাধিক তৃণমূল যুব নেতাকে কোর্সওয়ার্কে ভর্তি নেওয়া হয়েছে। নেট ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তৃণমূল শিক্ষাকর্মী নেতার মেয়েকেও সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোট প্রচারে বিরোধীদের অন্যতম হাতিয়ার তৃণমূলের শিক্ষা দুর্নীতি। তারমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কেচ্ছা নিয়ে সরব হয়েছে বাম, বিজেপি দু'পক্ষই। কোর্সওয়ার্কের ভর্তি বাতিলের দাবি তুলেছেন বিরোধী নেতারা।

ইউজিসি'র নির্দেশিকা অনুসারে রেট নেওয়া যায় না তা স্বীকার করে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন বিকাশচন্দ্র পাল। তাহলে সব জেনেবুঝেও রেট নিলেন কেন? বিকাশের কথা, 'যেহেতু উপাচার্য নেই তাই আগের পদ্ধতি মেনেই রেট-এর মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হয়েছে।' ইউজিসি'র নির্দেশিকা অমান্য করার দায় নিতে চাননি বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতও। তাঁর বক্তব্য, 'ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের নির্দেশেই কোর্সওয়ার্ক সংক্রান্ত নির্দেশিকা দিয়েছিলাম। বোর্ড অফ রিসার্চ স্টাডিতে আলোচনা করেই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়েছে।' ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাসকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই একের পর এক বিতর্কে জড়িয়েছেন ভাস্কর। এর আগেও ইউজিসি'র পরীক্ষা এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাতেও নিয়ম ভাঙার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। কোর্সওয়ার্কের অনিয়ম নিয়ে ভাস্করের বিরুদ্ধে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি তুলেছেন শিলিগুড়ির বিদায়ি বিধায়ক ও বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ।

পিএইচডি'র কোর্সওয়ার্কে ভর্তির ক্ষেত্রে ২০২৪ সালের ২৭ মার্চ ইউজিসি নতুন নির্দেশিকা জারি করে।

এরপর দশের পাতায়

মুখ্যসচিব, ডিজি-কে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা

মোথাবাড়ির ১২ মামলা হস্তান্তর এনআইএ-কে

নয়াদিল্লি ও মালদা, ৬ এপ্রিল : মোথাবাড়িতে বিচারকদের আটকে রাখার ঘটনায় আরও কড়া সুপ্রিম কোর্ট। এনআইএ তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সোমবার জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে আদালত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।' তবে সেই পদক্ষেপ কী, তার স্পষ্ট আভাস দেওয়া হয়নি।

রাজ্য পুলিশের ওপর আর মোথাবাড়ির ঘটনায় তদন্তের দায়িত্বই রাখল না আদালত। পুলিশ ১২টি মামলা দায়ের করে তদন্ত চালাচ্ছিল। ওই ১২টি মামলাই এনআইএ'র হাতে তুলে দিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, 'স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। এফআইআরগুলির কারণ যাই হোক না কেনও, সবগুলি এনআইএ'র তদন্তের আওতায় আসবে। সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদের ক্ষমতা ব্যবহার করে আমরা এই নির্দেশ দিচ্ছি।'

১২টি মামলাই পুলিশ সোমবার রাতে এনআইএ'র হাতে তুলে দেয়। এনআইএ'র পেশ করা ২৫ পাতার রিপোর্টের ভিত্তিতে সোমবার মামলাটির শুনানি হয়। ওই রিপোর্টে মোথাবাড়িতে আটকে থাকা বিচারকদের বয়ান ও ওই এলাকার ২২ জন বিএলও'র জবানবন্দি নথিভুক্ত ছিল। এছাড়া একটি ভিডিও আদালতে পেশ করা হয়। ওই ভিডিও দেখার পর রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালা ও পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা প্রধান বিচারপতির রোষের মুখে পড়েন।

রাজ্যের ওই দুই শীর্ষস্থানীয় অফিসার শুনানিতে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনারা কাজ করছিলেন না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।' তাঁর কথায়, 'সাতজন বিচার বিভাগীয় আধিকারিককে ৯ ঘণ্টা বন্দি করে রাখা কোনও সাধারণ ঘটনা নয়, এটা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং এর নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে।'

মুখ্যসচিবকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'নিজেকে এতটা উঁচুতে তুলবেন না যেখানে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না। নিজেকে একটু নীচে নামান।' প্রধান বিচারপতির ফোন না ধরা এবং অসহযোগিতার অভিযোগে মুখ্যসচিব ও ডিজি-কে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে লিখিতভাবে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত।

মোথাবাড়ি কাণ্ডে ধৃতদের আদালতে তুলছে পুলিশ। সোমবার।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, রাজ্য থেকে আপাতত কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না। *এরপর দশের পাতায়*

জেতালে উন্নয়নের দায়িত্ব অভিষেকের

শিলিগুড়িতে নির্বাচনি জনসভায় নতুন আশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : এ যেন ভদ্রলোকের এক কথা। দিনকয়েক আগে রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মনের সমর্থনে সভা করতে এসে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'স্বপ্নার মাধ্যমে খগেশ্বর রায়ের বাকি থাকা কাজ শেষ করা হবে। খগেশ্বর-স্বপ্নার সঙ্গে এখানকার উন্নয়নে আমিও হাত লাগাব।' ঠিক তার পাঁচদিন পর তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'গৌতম দেব জিতলে শিলিগুড়ির উন্নয়ন হবে। এখানকার রাশ আমার হাতে থাকবে। আমার অফিস থেকেও সর্বক্ষণ নজরদারি থাকবে।' বিরোধীদের প্রশ্ন, সরকারের অংশ না হয়েও বিধানসভাগুলির উন্নয়নের দায়িত্ব নিজের কাঁধে কীভাবে তুলে নিচ্ছেন অভিষেক?

সোমবার সন্ধ্যায় শহরে দাঁড়িয়ে অভিষেকের বক্তব্য, 'আমরা শিলিগুড়িতে জিতিনি। তবুও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) এবং পুরনিগমের মাধ্যমে শিলিগুড়ির প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে।' এখানকার বিধায়ক, সাংসদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, 'বিধায়ক সারাবছর কলকাতায় এবং সাংসদ দিল্লিতে গিয়ে বসে থাকেন। শিলিগুড়িতে গৌতম দেব জিতলে আগামী পুরনিগমের নির্বাচনে এমন প্রতিনিধি উপহার দেব যারা সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে আপনাদের পাশে থাকবে, পরিষেবা দেবে।' এদিনের সভায় শংকরকে শিলিগুড়ির উন্নয়ন নিয়ে মুখোমুখি বসার আহ্বান জানিয়ে অভিষেক বলেন, 'উনি তো মাঝেমধ্যে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সেলফি পোস্ট করেন। আমি শংকর ঘোষকে চ্যালেঞ্জ করছি, গত ১২ বছরে নরেন্দ্র মোদি এখানকার উন্নয়নে কী করেছেন তার পরিসংখ্যান নিয়ে আসুন। আর আমি ১৫ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করেছেন সেটা নিয়ে আসব। আলোচনায় ১০-০ গোল দিয়ে ল্যাজেগোবরে যদি করতে না পারি তাহলে আমার নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় না।'

অভিষেকের মন্তব্যের পালটা দিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর বলেছেন, 'শিলিগুড়ি থেকে আমার বিপক্ষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ওঁর হাতের পুতুল গৌতমবাবুর বদলে সরাসরি উনি দাঁড়ালে শিলিগুড়ির মানুষের প্রতিনিধি বেছে নিতে সুবিধা হবে।'

সোমবার সন্ধ্যায় গৌতম দেবের সমর্থনে জনসভা করেন অভিষেক। এদিন শিলিগুড়ি নিয়ে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেই তিনি সভায় এসেছিলেন, সেটা তাঁর বক্তব্যে বারবার স্পষ্ট হয়েছে।

কানে কানে শলা। শিলিগুড়ির জনসভায় অভিষেক ও গৌতম। ছবি : সূত্রধর

এরপর দশের পাতায়

কালীর পোশাক বানান খালেকুল

হিলি, ৬ এপ্রিল : ত্রিমোহিনীর ধানের হাট থেকে দর্জিপট্টির দিকে যেতেই সারি সারি লাল-কালো বিশেষ পোশাকের সমাহার চোখে পড়বে। সেলাই মেশিনের শব্দে মুখরিত প্রাঙ্গণ। চরম ব্যস্ততায় চলছে সেই পোশাক তৈরির কাজ।

মাথার ওপর ক্যালেন্ডারে মক্কার মসজিদের প্রতিকৃতি। সেই মেশিনে লাল-কালো কাপড়ে নকশার কাজ চলছে। খালেকুল দেওয়ান হাতের মুনশিয়ানায় তৈরি করছেন শ্রী

শ্রী বিকট কালী মাতা ঠাকুরানির পোশাক।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্য মেনে ৬ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনীর বিকট কালীর বার্ষিক পুজো। ১৪ এপ্রিল মহাপুজো সম্পন্ন হবে। তার পরেই মন্দির চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে ৩ দিনের সুবিশাল মেলা। ওই পুজোকে কেন্দ্র করে আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে সর্বত্র।

খালেকুল কিসমতদাপট গ্রামের বাসিন্দা। ত্রিমোহিনীতে তাঁর দর্জির দোকান রয়েছে। সেই দোকানেই চলছে বিকট কালীর পোশাক তৈরির কাজ। ঐতিহ্য মেনে দেবীর পোশাক তৈরির দায়িত্ব পড়ে তাঁরই কাঁধে। লাল-কালো কাপড় কেটে তৈরি হয় বিকট কালীর পোশাক। খালেকুলের হাতে তৈরি পোশাকেই ১৩ এপ্রিল সকালে বিকট কালী ঠাকুরানির পুজো হবে। এরপর চামুণ্ডা নৃত্য অনুষ্ঠিত হবে।

খালেকুলের কথায়, 'পারিবারিক ঐতিহ্য-পরম্পরা মেনে বিকট কালী মাতার পোশাক তৈরি করি। এই কাজ আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করি। এই বছর ৮০টির মতো বিকট কালীর পোশাক তৈরি করেছি।'

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -কলকলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের কহলগাঁও (সিএলজি), সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), গোড্ডা (জিওডিএ), খোখা (জিজিএ), মুঙ্গের (এমজিআর), পীরপৈন্তী (পিপিটি) এবং রাজমহল (আরজেএল) স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিএনইউ-১২-২০২৬। নিলাম শুরু ঃ ১৭.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ। (১) পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি -টিওআই-৩৬-২৬-১ এবং কহলগাঁও। (২) পিএনইউ- এমএলডিটি-এসজিজি-টিওআই-৪১-২৫-৩ এবং সুলতানগঞ্জ। (৩) পিএনইউ-এমএলডিটি- এসভিআরপি-টিওআই-৫০-২৫-২ এবং শিবনারায়ণপুর। (৪) পিএনইউ-এমএলডিটি- এসভিআরপি-টিওআই-৫১-২৫-২ এবং শিবনারায়ণপুর। (৫) পিএনইউ-এমএলডিটি- জিওডিএ-টিওআই-৩৩-২৬-১ এবং গোড্ডা। (৬) পিএনইউ-এমএলডিটি- জিজিএ-টিওআই-১৭-২৬-১ এবং খোখা। (৭) পিএনইউ-এমএলডিটি- এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৫-২ এবং মুঙ্গের। (৮) পিএনইউ -এমএলডিটি -পিপিটি -টিওআই -৩৪-২৫-২ এবং পীরপৈন্তী। (৯) পিএনইউ-এমএলডিটি- আরজেএল -টিওআই-৩৯-২৫-৩ এবং রাজমহল। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-07/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেন

হাওড়া ও গুয়াহাটি এবং শিয়ালদহ ও গুয়াহাটির মধ্যে

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, হাওড়া ও গুয়াহাটি এবং শিয়ালদহ ও গুয়াহাটির মধ্যে নিম্নলিখিত আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেনগুলি চলবে ঃ

০৩০৫৩/০৩০৫৪ হাওড়া - গুয়াহাটি - হাওড়া আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেন

● ০৩০৫৩ হাওড়া - গুয়াহাটি আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেন ঃ চলাচলের দিন ও সময় ঃ হাওড়া থেকে ঃ ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ (মঙ্গলবার) ২০.০০ ঘ. = ১ ট্রিপ। ● ০৩০৫৪ গুয়াহাটি - হাওড়া আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেন ঃ চলাচলের দিন ও সময় ঃ গুয়াহাটি থেকে ঃ ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ (বুধবার) ১৯.০০ ঘ. = ১ ট্রিপ। যাত্রাপথ ও স্টপেজ ঃ বর্দ্ধমান জং., বোলপুর শান্তিনিকেতন, সাঁইথিয়া জং., রামপুরহাট জং., নিউ ফরাক্কা জং., মালদা টাউন, কিশনগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি জং., ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝার, নিউ বঙ্গাইগাঁও জং., গোয়ালপাড়া টাউন এবং কামাখ্যা জং.। গঠন ঃ সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি/চেয়ার কার/স্লিপার শ্রেণি — ১৮ এবং এসএলআরডি — ০২ = ২০টি কোচ।

০৩১৬৭/০৩১৬৮ শিয়ালদহ - গুয়াহাটি - শিয়ালদহ আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেন

● ০৩১৬৭ শিয়ালদহ - গুয়াহাটি আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেন ঃ চলাচলের দিন ও সময় ঃ শিয়ালদহ থেকে ঃ ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ (মঙ্গলবার) ১০.৪০ ঘ. = ১ ট্রিপ। ● ০৩০৫৪ গুয়াহাটি - শিয়ালদহ আনরিজার্ভড স্পেশাল ট্রেন ঃ চলাচলের দিন ও সময় ঃ গুয়াহাটি থেকে ঃ ০৮.০৪.২০২৬ তারিখ (বুধবার) ১১.০০ ঘ. = ১ ট্রিপ। যাত্রাপথ ও স্টপেজ ঃ ডানকুনি জং., বর্দ্ধমান জং., বোলপুর শান্তিনিকেতন, আহমদপুর জং., সাঁইথিয়া জং., রামপুরহাট জং., মুরারই, পাকুড়, নিউ ফরাক্কা জং., মালদা টাউন, সামসী, আজমনগর রোড, বারসোই জং., ডালখোলা, কিশনগঞ্জ, আলুয়াবড়ি রোড জং., নিউ জলপাইগুড়ি জং., জলপাইগুড়ি রোড, নিউ ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কামাখ্যাগুড়ি, গোসাইগাঁও হাট, ফকিরাগ্রাম জং., কোকরাঝার, বাসুগাঁও, নিউ বঙ্গাইগাঁও জং., বরপেটা রোড, রঙিয়া জং. এবং কামাখ্যা জং.। গঠন ঃ সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি/স্লিপার শ্রেণি — ১৫ এবং এসএলআরডি — ০২ = ১৭টি কোচ।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১৮ এবং ১৯, তারিখ ০২.০৪.২০২৬ [সিভিল অ্যান্ড পি.ওয়ে ওয়ার্কস]। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- কলকলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ০৪-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/ পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে নিউ ফারাক্কা- বড়হরওয়ার মধ্যে =১.২ টিকেএম (আপ এবং ডাউন -২৬২.৩ - ২৬২.৯ =১.২) (এলবি-২০২৫-২৬) গঠনের আনুপূর্বিক পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্বাসন (টিএফটিআর)-এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৯৬,১৫,১৭৯.২০ টাকা। ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ০৫-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/ পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে নিউ ফারাক্কা- বড়হরওয়ার মধ্যে =১.৪ টিকেএম (আপ এবং ডাউন - ২৬৩.৮ - ২৬৪.৪ =১.২, ডাউন -২৫৮.৮ - ২৫৯.০০০ = ০.২) (এলবি-২০২৫-২৬) গঠনের আনুপূর্বিক পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্বাসন (টিএফটিআর)-এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,২৯,৩৩,৭২৭.৯৫ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ০৬-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/ পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে নিউ ফারাক্কা- বড়হরওয়ার মধ্যে (আপ এবং ডাউন) মোট ০.৮০০ টিকেএম গঠনের আনুপূর্বিক পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্বাসন (টিএফটিআর)-এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৩১,১১,৬৬৩.৬১ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৪; টেন্ডার নং ঃ ০৭-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে নিউ ফারাক্কা- মালদা টাউনের মধ্যে =১.৪ টিকেএম (আপ - ২৬৫.৮ - ২৬৬.১ =০.৩, ২৭৩.৮ - ২৭৪.২ =০.৪, ২৮৫.১ - ২৮৫.৫ =০.৫, ডাউন -২৮১.৩ - ২৮১.৫ =০.২) (এলবি-২০২৫-২৬) গঠনের আনুপূর্বিক পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্বাসন (টিএফটিআর)-এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,২৯,৩৩,৭২৭.৯৫ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৫; টেন্ডার নং ঃ ০৮-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনের ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-১- এর অধিক্ষেত্রে অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি পদ্ধতি দ্বারা রেল জয়েন্ট-এর ওয়েল্ডিং-এর জন্য অংশ (পোর্শন) সরবরাহের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,১২,০৫,৫৬৯.৫৮ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৬; টেন্ডার নং ঃ ০৯-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/নিউ ফারাক্কা-এর শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ পিকিউআরএস যন্ত্র দ্বারা সিটিআর (পি) ১.৮ টিকেএম, হাতেহাতে সিটিআর(পি) ১.১৭ টিকেএম-এর কাজ, টিএফআর ০.৮৫০ টিকেএম, ১৮টি সুইচ নবীকরণ এবং ১৩টি পি এবং ক্রশিং-এর ডিপ স্ক্রিনিং-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,০৩,২৯,৩৪৬.৮৭ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৭; টেন্ডার নং ঃ ১০-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/জঙ্গীপুর-এর শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমেত পিকিউআরএস যন্ত্র দ্বারা সিটিআর (পি) ৪ টিকেএম, হাতেহাতে সিটিআর(পি) ০.৮৯০ টিকেএম, টিএফআর ২.১১ টিকেএম এবং ৩টি পি এবং ক্রশিং-এর ডিপ স্ক্রিনিং-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮০,৪১,২৬১.০০ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৮; টেন্ডার নং ঃ ১৮-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-১/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/ মালদা-এর শাখায় মালদা - নিউ ফারাক্কা (ব্যতীত) (আপ এবং ডাউন/এল কিমি ২৯৫/০ - ২৬১/০)-তে বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাকের কাজ যেমন রেল-স্লিপার-সুইচ-এসইজে-ফিটিংস-এর নৈমিত্তিক সংস্কার, ট্র্যাকের টাম্পিং, ডিপ স্ক্রিনিং, ট্র্যাক মেশিনকে সহায়তা করা, নর্মমা ব্যবস্থার সাফাই ইত্যাদি এবং তৎসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,২৫,২৪,৭৬১.৪৮ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৯; টেন্ডার নং ঃ ১৯-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-১/মালদা/পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ট্র্যাক ডিপো থেকে রেল, স্লিপার, সুইচ, এসইজে, গ্রুভ জয়েন্ট, পি.ওয়ে ফিটিংস ইত্যাদির পি.ওয়ে সামগ্রী পরিবহনের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৭,২৯,৩৬১.৮০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১ থেকে ৭-এর জন্য। ২৩.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ৮ ও ৯-এর জন্য। ওয়েবসাইট-এর বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps. gov.in এবং ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার- এর অফিস, মালদা টাউন। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-05/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Kanti Majumdar S/O Late Harihar Majumdar. গ্রাম দক্ষিণ রামপুর থানা কুমারগ্রাম জেলা আলিপুরদুয়ার। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স No. WB7319900251740 তে ভুলবশত আমার নাম Kanti Malakar ও বাবার নাম Late H. Malakar গত 19/03/26, EM কোর্ট আলিপুরদুয়ার Affidavit অনুযায়ী Kanti Malakar S/O Late H. Malakar এবং Kanti Majumdar S/O Late Harihar Majumdar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়

3.5 কাঠা জমি বিক্রি হবে। হিমাচল বিহার, শিলিগুড়ি। Ph. 8392039551.

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 9832009039.

(C/121171)

●

শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে অবস্থিত ঔষধ দোকানের জন্য স্থানীয় স্টাফ চাই। বেতন সাক্ষাতে। M : 9832385729.

(C/121169)

●

ডাইরেক্ট ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 13,500/- মাসে ছুটি আছে। M : 8653609553. (C/121169)

অ্যাফিডেভিট

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতক, মাধ্যমিকের মার্কশীট Roll 102681B No. 0071, WBBSE প্রদত্ত আমার নাম Siddrtha Ghosh ভুলবশত আমার নামের বানান লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 06.04.2026 নোটারি পাবলিক সদর, কোচবিহার পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Siddhartha Ghosh এবং Siddrtha Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সব বিষয়ে আমার সঠিক নাম Siddhartha Ghosh প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। P.V. N.N. Road, থানা : কোতোয়ালি, পোঃ ও জেলা : কোচবিহার, পিন : 736101, পঃ বঃ।

(C/120654)

WBLAE 2026

Control Room

03521-351004

Gangarampur Dev. Block Dakshin Dinajpur

অ্যাফিডেভিট

ভোটার ID কার্ড নং DWP 2588143, ম্যারেজ সার্টিফিকেট তাং 31-12-2005 আমার নাম ভুল বশত Eti Mandal-এর পরিবর্তে Eti Chanda (Mandal) লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমার কাস্ট সার্টিফিকেট, তাং 12.7.1991 আমার নাম ভুল বশত Eti Mandal-এর পরিবর্তে Iti Mondal লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 11.11. 25 J.M 3rd Court (S) কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Eti Mandal, Eti Chanda (Mandal) এবং Iti Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পরো এবং শুভ নাম Iti Mandal উপরোল্লিখিত তথ্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। ওয়ার্ড নং - 18, পাণ্ডাবাড়ি বাই লেন। থানা ঃ কোতোয়ালি, পোঃ ও জিলা ঃ কোচবিহার।

(C/120653)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম (No-WB-6320140931023) Majnu Miya. পিতা Mafijuddin Miya থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 27/03/26 ইং তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Majnu Mia, পিতা Mafijuddin Mia হলাম। বড় আটিয়াবাড়ি দিনহাটা। (S/M)

অ্যাফিডেভিট

আমি MD Nazrul Islam, S/O MD Achhiruddin Miya, Vill- P.O. Madhya Rangali Bazna P.S. Madari Hat Dist- Alipurduar ভোটার কার্ডে No (KWK 1704816) ভুল থাকায় গত ইং 17.12.2025 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class Judicial Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে MD Nazrul Islam S/o MD Achhiruddin Miya এবং Jabedul Minja S/o Abdul Rahaman Minja একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

●

আমি সন্দেশ বিস্তা (Sandesh Bista) পিতা ঃ শের বাহাদুর বিস্তা, গ্রাম উত্তর রামধনজোত, পোঃ ও থানা ঃ নকশালবাড়ি, জেলা ঃ দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ঃ ৭৩৪৪২৯, শিলিগুড়ি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেণি, ৪র্থ আদালতের নিকট ০২/০৪/২০২৬ তারিখে দাখিল করা অ্যাফিডেভিট নং AX 820122 দ্বারা আমার নাম পরিবর্তন করে সন্দেশ সিং (Sandesh Singh) রাখলাম. একই সাথে আমার পিতার নাম শের বাহাদুর বিস্তা থেকে পরিবর্তিত হয়ে Sher Bahadur Singh এবং মাতার নাম কমলা বিস্তা থেকে পরিবর্তিত হয়ে কমলা দেবী (Kamala Devi) হল। এখন থেকে আমরা সকল নথিতে এই নতুন নামেই পরিচিত হব। (C/121170)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জঙ্গল এলাকায় বুথ নিয়ে সতর্ক বন দপ্তর

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : মাঝেমধ্যেই জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে বেরিয়ে আসছে হাতির পাল। কখনও আবার হানা দিচ্ছে চিতাবাঘ। রবিবার ফাঁসিদেওয়ায় একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার এই জঙ্গল এলাকাগুলিতে রয়েছে কয়েকটি পোলিং বুথ। এবার এই ধরনের বুথের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে দাবি। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বিগত দিনে জঙ্গল এলাকার বুথে হাতি কিংবা চিতাবাঘের উপদ্রব দেখা গিয়েছে। কার্সিয়াং ডিভিশনের একটি বুথে ভোটের সময় চিতাবাঘের উপদ্রবও হয়েছিল বলে খবর। সেখানে ভোট শেষ হতে রাত হয়ে গিয়েছিল। এবার ভোটে যাতে সেই পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেজন্য আগাম সতর্কতা অবলম্বন করতে চাইছে বন দপ্তর।

কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলছেন, 'জঙ্গল এলাকার বুথগুলিতে নজরদারি থাকবে। ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সেজন্য বনকর্মীরা জঙ্গলে পাহারা দেবেন। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে বন্যপ্রাণীদের ওপর নজরদারি রাখা হচ্ছে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, সমতলের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার অন্তর্গত বেশকিছু বুথ জঙ্গল এলাকায় রয়েছে। সমতলের কমবেশি দশটি বুথ রয়েছে। কালিম্পংয়ের পাহাড়ে রয়েছে আরও কয়েকটি বুথ। এবার ভোটে জঙ্গল এলাকায় বুথের সংখ্যা বাড়তে পারে। ফলে জঙ্গল এলাকার বুথগুলিতে নিরাপত্তা বৃদ্ধির দাবি উঠছে।

বাগডোগরা জঙ্গলের ভিতরে সেন্ট্রাল বস্তি, তারাবাড়ি, পানিঘাটা জঙ্গল এলাকার দুটি স্থানে এবং লোহাগড় জঙ্গলেও বুথ রয়েছে। সেখানকার বাসিন্দাদের দাবি, মাঝে মাঝে চিতাবাঘ, হাতি বের হয়। অনেক সময় তাঁদের বাড়ি থেকে পোষ্যদের তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। হাতির হানায় ঘর ভাঙার ঘটনাও ঘটে। সেদিক থেকে জঙ্গল এলাকার মধ্যে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা আশঙ্কার বলে দাবি।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'জঙ্গল এলাকার মানুষের ভোটদানে উৎসাহ রয়েছে। কিন্তু বন্যপ্রাণীদের ভয় কাটাতে হবে।' ওই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকারের কথায়, 'জঙ্গল এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। বন্যপ্রাণীদের নিয়ে তাঁদের কিছুটা ভয় রয়েছে। কমিশন সেই নিরাপত্তা দেবে বলে আশা করি।'

অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

ইসলামপুর, ৬ এপ্রিল : কিশোরীকে গুলি করে খুনে অভিযুক্ত লাল মিয়াঁকে রবিবার রাতে ইসলামপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার ধৃতকে ইসলামপুর আদালতে পেশ করা হয়। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেন, 'আবদুল আজিজ ওরফে লাল মিয়াঁকে পুলিশ এদিন আদালতে পেশ করেছিল। বিচারক অভিযুক্তকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার সহ ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য পুলিশ হেপাজতে অভিযুক্তকে নেওয়া হয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত রবিবার রাতে টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে সাজনুর ওরফে গোলাপিকে গুলি করে লাল খুন করেন বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত সম্পর্কে নিহতের কাকা। লালের মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার পিছনে গোলাপির হাত আছে এই সন্দেহে তাকে গুলি করে খুন করা হয় বলে মৃতার পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল। ঘটনাটি ইসলামপুর থানার নন্দ লাড়ুখোয়া এলাকার।

অভিষেকের সভাতেও দ্বন্দ্ব-কাঁটা

যাবেন নেতা, রাস্তা বন্ধে দুর্ভোগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : এনটিএস মোড়ে দাঁড়িয়ে সিটি অটো, টোটোর অপেক্ষায় জ্যোৎস্না বাড়ুই, মালতী রায়রা। হাতে ব্যাগ, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট।

-কোথায় যাবেন আপনারা?

জবাবে হতাশার সুর জ্যোৎস্নার গলায়, 'কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলাম। একটিও গাড়ি না পাওয়ায় মহাবীরস্থান থেকে হাঁটতে শুরু করলাম। এনটিএস মোড়ে এসে আর পা চলছে না। কোনও গাড়ি নিতে চাইছে না। বাড়িভাসা পর্যন্ত কীভাবে যাব, ভগবান জানে।'

স্টেশন ফিডার রোড থেকে ফুলেশ্বরীর দিকে যাওয়ার পথে টিকিয়াপাড়া মোড়ে রিকশা আটকে দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন মানসী বিশ্বাস। বলছিলেন, 'বিকেলের দিকে হেঁটে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছি। এখন রিকশা আটকে দিল। নেতাদের জন্য ভোটের সময় কোথাও বেরোনো যাবে না।'

সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার সৌজন্যে রাস্তায় বেরিয়ে চূড়ান্ত দুর্ভোগ পোহাতে হল শহরবাসীকে। আশঙ্কা অবশ্য আগে থেকেই ছিল। শিলিগুড়ি পুলিশের তরফে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে একাধিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। এদিন তৃণমূল সাংসদের নিরাপত্তার স্বার্থে কখনও রাস্তার ধারে থাকা বাইক, স্কুটার তুলে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন ট্রাফিক কর্মীরা, কখনও আবার ডাইভারশন দেখিয়ে গাড়ি ঘোরাতে বলায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হল তাঁদের। ভুটিয়া মার্কেট থেকে হকার্স কর্নারের রাস্তা, সুভাষপল্লি মোড়ে নজরে পড়ল গাড়ির লম্বা লাইন।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বললেন, 'শহরের মূল রাস্তা দিয়ে ভিআইপি গিয়েছেন। যেখানে সভা ছিল, সেটা ঘন জনবসতিপূর্ণ। মানুষের অসুবিধে হয়েছে। কিন্তু, আমরা সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চালিয়েছি।'

এদিন সকাল থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও বেলা গড়াতেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মী-সমর্থকদের আনতে ভাড়া করায় বাস এবং সিটি অটোর অধিকাংশ উধাও হয়ে যায় রাস্তা থেকে। যার ফল ভুগতে হয়েছে সাধারণকে। বাগডোগরায় যেতে সিটি অটো ধরতে এয়ারভিউ মোড়ে অপেক্ষা করছিলেন বিনীতা দাস। প্রায় কুড়ি মিনিট পর একটি ফাঁকা টোটো পেলেন আর সুযোগ বুঝে টোটোচালক ভাড়া দ্বিগুণ হাঁকালেন।

একইরকমভাবে ভাড়া চাইলেন আরও অনেকে। এয়ারভিউ থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত যেতে বাড়তি টাকা চেয়ে একজন বোঝালেন, 'কিছুক্ষণ পর টোটোও পাবেন না। সব ভাড়ায় নিয়েছে। দার্জিলিং মোড়ে গিয়ে দেখতে পারেন, বাস মিলতে পারে।'

বিকেল চারটের পর থেকে শুরু হয় বিধিনিষেধ। হিলকার্ট রোডের দু'দিকে দড়ি লাগিয়ে পার্কিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্যবসার কাজে বিধান মার্কেটে এসে হিলকার্ট রোডে বাইক দাঁড় করাতে না পেরে বিপাকে পড়েন অম্বিকেশ সরকারদের মতো অনেকেই। অম্বিকেশের প্রশ্ন ছিল, 'তাহলে কোথায় বাইক রাখব বলে দিন?' পুলিশকর্মীরা উত্তর দেননি।

তরাই মাঠের কাছে পার্ক করা বাইকগুলোর চালকের খোঁজ না পেয়ে বেকায়দায় পড়তে হয় ট্রাফিক কর্মীদের। বাধ্য হয়ে তাঁরা চার-পাঁচজন মিলে বাইক-স্কুটার তুলে রাস্তার এপার থেকে ওপারে নিয়ে যান। অভিষেকের সভাকে কেন্দ্র করে এদিন এনটিএস মোড় থেকে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব যাওয়ার রাস্তা, গোপাল মোড়, দাদাভাই মোড় সহ একাধিক জায়গায় বিকেলের পর থেকে গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মাল্লাগুড়ি হোটেল থেকে সভাস্থলে আসার সময় ও ফেরার পথে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জেরে যানজট দেখা দেয়। ভুটিয়া মার্কেট থেকে চিলড্রেন পার্কে ঢোকার পথে যানজটে আটকে থাকা অভিষেক দাস বলছিলেন, 'দিনভর অফিসের পর এভাবে হয়রান হতে হচ্ছে। এদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

কালিম্পংয়ে নমিনেশন পেপার জমা দিয়ে ফেরার সময় মাঝপথে আটকে পড়েছিলেন বামফ্রন্টের নেতা-কর্মীরাও। সিপিএম নেতা জীবেশ সরকার সে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কটাক্ষ করেন, 'সাধারণ মানুষকে হয়রানি করার মানে হয় না।' এর পালটা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের যুক্তি, 'এটা তো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা!'

বিকেল পাঁচটায় বন্ধ এনটিএস মোড়-এনজেপিগামী রাস্তা (ওপরে)। হকার্স কর্নার ও সুইমিং পুলের সামনের রাস্তায় যানজট। সোমবার।

মঞ্চে জায়গা পেলেন না কাজল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের অসন্তোষ ফের প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষকে মঞ্চে উঠতে না দেওয়া এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী আলাদা ব্যানার নিয়ে মিছিল করে সভায় আসায় দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে। দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য বলেছেন, 'মঞ্চের তালিকা আমি তৈরি করিনি। যাঁরা তালিকা তৈরি করে নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে দিয়েছেন তাঁরাই এই বিষয়ে বলতে পারবেন।'

সোমবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে জনসভা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত শিলিগুড়ির প্রার্থীর সমর্থনে এই জনসভা হলেও মঞ্চে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থীও ছিলেন। দলীয় সূত্রে খবর, দলের তরফেই বাকি দুটি বিধানসভার প্রার্থীই শুধু নয়, নেতা-কর্মী-সমর্থকদেরও নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছিল। ফলে সভায় ফাঁসিদেওয়া এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা থেকেও গাড়িভাড়া করে লোক নিয়ে আসা হয়েছিল। ফাঁসিদেওয়ার পুরো দায়িত্ব ছিল ওই বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষের ওপরে। অথচ তাঁকে মঞ্চে উঠতে দেওয়া হয়নি। তিনি দর্শকাসনেই বসেছিলেন।

যদিও দলের ফাঁসিদেওয়া-১ সাংগঠনিক ব্লকের সভাপতি আখতার আলিকে মঞ্চে দেখা গিয়েছে। দেখা গিয়েছে বিতর্কিত মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনকেও। অভিযোগ, দলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ সুযোগ পাননি। অথচ তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নেতা-নেত্রীরা মঞ্চে ছিলেন। কাজলের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'মঞ্চে হয়তো লোক বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার নাম ছিল না। তবে, দলের নির্দেশ মেনে প্রার্থীকে শুধু নয়, প্রচুর লোকজনকেও সভায় নিয়ে এসেছিলাম।'

দলের যুব সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি নির্ণয় রায়ের নেতৃত্বে এদিন প্রচুর তরুণ-তরুণী মিছিল করে সভাস্থলে আসেন। তাঁদের হাতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বদলে 'টিম অভিষেক শিলিগুড়ি', 'উই লভ এবি' লেখা ব্যানার ছিল। এদিন মঞ্চ পরিচালনার দায়িত্ব দলের বর্তমান জেলা যুব সভাপতি জয়ব্রত মুখুটির হাতে ছিল। মঞ্চে নির্ণয়ও উঠেছিলেন। তিনিও বারবার মঞ্চের চারদিকে পায়চারি করছিলেন। কিন্তু একবারের জন্য জয়ব্রতর মুখোমুখি হননি। বরং দুজনই একে অপরকে এড়িয়ে গিয়েছেন। এ নিয়ে সভাস্থলেই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়।

নির্ণয় বলেছেন, 'বর্তমান যুব সভাপতি আমাদের ডাকেন না। তাই আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় নিজেদের মতো করেই গিয়েছিলাম।' যদিও জয়ব্রতর বক্তব্য, 'এটা দলের সবার কর্মসূচি। সবাই নিজের মতো করে আসবেন এটাই তো স্বাভাবিক।'

যাত্রী ও রোজগারে নতুন রেকর্ড

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির তৈরি করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে যাত্রী সংখ্যার ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পেয়েছে রোজগারও। এমন সাফল্যে ডিএইচআর তো বটে, খুশি রেলমন্ত্রকও। এই বৃদ্ধির হার পাহাড়ি পর্যটনের উন্নতির সূচক হিসেবে দেখছে তারা। নেওয়া হচ্ছে পরিষেবা উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা।

প্রবল বর্ষণে ধসের জেরে সমতল থেকে পাহাড় পথে বিপত্তি, মাঝরাস্তায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়া- গত অর্থবর্ষে এমন নানান ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ডিএইচআর। যা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। কিন্তু অর্থবর্ষের শেষ হিসেবে প্রাপ্তির ঘর যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। ডিএইচআর সূত্রে খবর, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে টয়ট্রেনে মোট যাত্রীসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩ এবং আয় হয়েছিল ২২ কোটি ১২ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৫৫ টাকা। সেখানে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে যাত্রীসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৩২ এবং মোট আয় হয়েছে ২৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৩০ টাকা। অর্থাৎ সদ্য শেষ হওয়া অর্থবর্ষে যাত্রী বৃদ্ধির হার ১৭.৭২ শতাংশ এবং আয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৭১ শতাংশ। এমন বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে পর্যটকদের চাহিদার দিকে নজর রেখে পরিষেবার আরও মানোন্নয়ন ঘটানো হবে বলে জানাচ্ছেন রেল আধিকারিকরা। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'টয়ট্রেনের প্রতি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ চিরন্তন। তাঁদের কথা মাথায় রেখে টয়ট্রেনকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ভারতের মানুষের কাছে টয়ট্রেনকে তুলে ধরতে চলতি মাসের শেষে সেখানকার ট্যুর অপারেটরদের সঙ্গে আমাদের বৈঠক রয়েছে।'

টয়ট্রেন নিয়ে বিশেষ ভাবনা

খেলনা গাড়ি বা টয়ট্রেনের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ সবসময়ই। দার্জিলিং বেড়াতে এসে সিংহভাগ পর্যটক হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া ট্রেনটিতে সওয়ার হন। যেদিকে নজর রেখে জঙ্গল সাফারি সহ বিভিন্ন প্যাকেজ তৈরি করেছে ডিএইচআর। পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাহাড়ের অর্থনীতিও অনেক চাঙ্গা হয়েছে। উত্তরের পর্যটনের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে দেশ, বিদেশের পর্যটকদের। যে কারণে ভবিষ্যতে পরিষেবা আরও উন্নত করার পরিকল্পনা ডিএইচআরের।

স্বপ্নাকে নিয়ে মিছিলে দ্বন্দ্ব

জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ৬ এপ্রিল : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা মিছিল করে দলীয় কর্মীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এদিন দলীয় কর্মীরা ঢোল বাজিয়ে স্লোগান দিয়ে পিডব্লিউডি মোড় থেকে জেলা নির্বাচন কার্যালয়ের প্রবেশপথের প্রথম ব্যারিকেড পর্যন্ত মিছিল করে নিয়ে আসেন।

রঞ্জনের প্রতিক্রিয়া, 'আমি লড়াইয়ের ময়দানের ছাত্র। ৪ মে সবুজ আবির মাখব। অপেক্ষা করুন।' এদিকে জেলার ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর, নাগরাকাটা ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে তৃণমূলের ডামি প্রার্থীরা নির্দল হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন।

এদিকে, বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না স্বপ্না বর্মনের। রবিবার নির্বাচন কমিশনের এনওসি পাওয়ার পর সোমবার স্বপ্না মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার প্রার্থী ও রাজগঞ্জ কেন্দ্রের দলীয় কোঅর্ডিনেটর কৃষ্ণ দাস গাড়িতে সদলবলে স্বপ্নাকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে নিয়ে আসেন। সেই সময় দলীয় কর্মীদের অনেকে বাবুপাড়ার জেলা তৃণমূল অফিসে ঢোল ও পতাকা নিয়ে জমায়েত করেন। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই কৃষ্ণ স্বপ্নাকে নিয়ে জেলা শাসকের অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এমনকি প্রথমে পুলিশ ব্যারিকেডেও স্বপ্নাকে গাড়ি থেকে নামতে দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় ব্যারিকেডে পার্কিং জোনে গাড়ি থেকে নেমে স্বপ্নাকে নিয়ে কৃষ্ণ মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান। তাঁদের সঙ্গে স্বপ্নার আইনজীবী, জলপাইগুড়ি সদর-২ ব্লক সভাপতি অর্জুন দাস, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি বিধান রায়, জেলা বিদ্যালয় স্কুল পরিদর্শক লক্ষমোহন রায় ও নমশুদ্র উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য সহ আরও কয়েকজন ছিলেন। বিষয়টি জানানো উচিত ছিল। তাহলে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতেন না। স্বপ্নাকে নিয়ে কখন কোথা থেকে মিছিল বের হবে তা নিয়ে সকাল থেকেই কর্মী ও নেতারা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তপন দে বলেন, 'সকাল ১১টায় মনোনয়নপত্র জমা হবে বলে জানলেও কোথা থেকে মিছিল বের হবে তা জানানো হয়নি। সেজন্য

ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন স্বপ্না বর্মন। সোমবার।

নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

দলীয় সূত্রে খবর, স্বপ্না মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের অনুমতি আদৌ পাবেন কি না তা নিয়ে সংশয় ছিল। তাই প্রার্থীকে নিয়ে মিছিল করে মনোনয়নকেন্দ্রে আসার জন্য আগাম অনুমতি নেওয়া ছিল না। কর্মীদের দাবি, সেটা তাঁদের রাজগঞ্জ ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি ফারুক শেখ তড়িঘড়ি জেলা অফিসে আসেন। দলের আরও অনেক নেতাই বুঝতে না পেরে পিডব্লিউডি মোড়ে উপস্থিত হন। কর্মীরা স্বপ্না মনোনয়নপত্র দিয়ে বেরিয়ে আসার পর স্লোগান দিতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর স্বপ্না গাড়িতে চেপে বেরিয়ে যান।'

মোদি-মমতার টক্করের অপেক্ষা

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : ভোটের আগে শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে আসতে চলেছেন। দুই হেভিওয়েট নেতা-নেত্রীর সভা নিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ।

দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ১২ এপ্রিল দলীয় প্রচারে শিলিগুড়িতে আসবেন মোদি। কাওয়াখালির মাঠে জনসভা করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির অফিস মাল্লাগুড়িতে তারই প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। সেখানে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে দলের নেতাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং পাহাড় এবং সমতল থেকে জনসভায় দুই লক্ষ লোক আনার টার্গেট দেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পরে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর জনসভার জন্য কাওয়াখালির মাঠকে বাছা হয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধিতে এই জনসভার গুরুত্ব রয়েছে।'

প্রথমে শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর রোড শো হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যানজট, নিরাপত্তা ও অন্য কারণে জনসভার দাবি করেছিলেন দলের একাংশ। তাছাড়া রোড শো করলে তিনটি বিধানসভার মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হত না। সেই কথা ভেবে শেষে জনসভাতেই সায় দেয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

মোদির জনসভার পরই পয়লা বৈশাখে শহরে রোড শো করার কথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনের প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে শহরের রাজপথে হাঁটবেন তিনি। ভোট প্রচারে শেষপর্বে মমতার পদযাত্রায় দল অনেকটাই সুবিধা পাবে বলে এখানকার তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছে। দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'ইতিমধ্যেই দলনেত্রী ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং নকশালবাড়িতে সভা করে গিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সোমবার সভা করেছেন। এই সভাগুলিতে মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে আমরা আপ্লুত। তবে দলনেত্রীর চূড়ান্ত সফরসূচি এখনও আমরা পাইনি।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং শিলিগুড়ির তিনটি বিধানসভা আসনই বিজেপির দখলে রয়েছে। এই চারটি আসন এবার দখলে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই দফায় দফায় শিলিগুড়িকে ঘিরে প্রচারে আসছেন মমতা-অভিষেক। এদিকে এই চারটি বিধানসভা আসন ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। কিন্তু তাদের প্রচারে ঝড় উঠছে না। সেদিক থেকে মোদির জনসভা দলের পালে হাওয়া টানবে মনে করছেন বিজেপি নেতারা।

ফাঁসিদেওয়ায় ফুলবদল

ফাঁসিদেওয়া, ৬ এপ্রিল : ভোটের মুখে ফাঁসিদেওয়ায় বড়সড়ো ভাঙন বিজেপিতে। দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে ফাঁসিদেওয়ার বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের লিম্বুটারি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বসন্ত মিঞ্জ সোমবার তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। বসন্ত বলেন, '৫ বছরে ১ বার আমাদের এলাকায় এসেছিলেন বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। মানুষ তাঁকে চেনেন না। একটা কাজ করেননি। যেটুকু কাজ হয়েছে তা তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরাই করেছেন। সেই কারণে তৃণমূলে যোগদান করলাম।'

লিম্বুটারিতে আয়োজিত এই যোগদান অনুষ্ঠানে তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষ বলেন, 'আরও বড় ভাঙন অপেক্ষা করছে। সদস্য নিজে যোগদান করতে চেয়েছিলেন। আমরা দলে নিলাম।' তাঁর দাবি, বিজেপির সাংসদ এবং বিধায়কের কাজে মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে তৃণমূলে যোগদান করছেন।' তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কা বলেন, 'এটা তো শুধু ট্রেলার, পিকচার আভি বাকি হ্যায়! ৪ তারিখ পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

অন্যদিকে ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু বলেন, 'তৃণমূল ষড়যন্ত্র করে এবং ভয় দেখিয়ে এই দলবদল করিয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা ঠিক নয়।'

প্রচার সভা

চোপড়া, ৬ এপ্রিল : সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মাঝিয়ালি ও দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এক নির্বাচনি প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াগাড়ি মোড় এলাকায় আয়োজিত এই সভায় এলাকার বিধায়ক তথা প্রার্থী হামিদুল রহমান, দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ সহ অন্য স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান নেতারা তুলে ধরেন।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের উদ্যোগে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দীগছ হাটে নির্বাচনি প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় প্রার্থী জাকির আবেদিন, ব্লক সভাপতি মহম্মদ মশিরউদ্দিন, জেলা নেতা অশোক রায় প্রমুখ ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শুধু হাতুড়ে নন, 'ডাক্তারবাবু' হাটুরেও

ডুয়ার্সের হাটে সবজি-মাছ-মাংসের মতোই ওষুধের বিকিকিনি চলছে। ফালাকাটা ব্লকের প্রত্যন্ত ভান্ডানিহাটে প্রতি বুধবার ও রবিবার হাট বসে। সেখানে 'ডাক্তারবাবু' পেট টিপে, জিভ দেখে কয়েক সেকেন্ডে রোগ শনাক্ত করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর নির্বিকার।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও শান্ত বর্মন

বীরপাড়া ও জটেশ্বর, ৬ এপ্রিল : এই 'ডাক্তারবাবু'র কাছে 'সমস্ত অসুখের ওষুধ' মেলে। ইয়াব্বড় সব ট্যাবলেট! কোনওটা সাদা, কোনওটা হালকা হলুদ! ভিটামিন সিরাপও মেলে! খেলে শরীরে 'তাকত' আসে। ফালাকাটা ব্লকের প্রত্যন্ত ভান্ডানিহাটে প্রতি বুধবার ও রবিবার হাট বসে। আলু, বেগুন, ভেজাল তেলে ভাজা নিমকি ছাড়াও হাটে ওষুধপত্রও মেলে। ডিগ্রিহীন এই ডাক্তার পসার জমিয়ে বসেন। সেই ডাক্তার কোত্থেকে আসেন, পড়াশোনা কতদূর, হাট লাগোয়া মহল্লার রুকমণি ওরাওঁ জানেন না। শহরের ল্যাবে পরীক্ষা করিয়ে, ডিগ্রিধারী ডাক্তারবাবুর কাছে চিকিৎসা করিয়েও নাকি লাভ হচ্ছে না! 'কাস্টমার' রোগীর কথা শুনে হাটের ডাক্তার মুচকি হাসেন, 'ওদের তো টাকা কামাইয়ের ধান্দা! এই যে ওষুধ দিলাম। তিনদিনে না কমলে ডাক্তারিই ছেড়ে দেব।'

হাটের ডাক্তারের ওপর তাই রুকমণিদের অগাধ বিশ্বাস। কারণ একাধিক! হাটের ডাক্তারের কাছে নাম লেখাতে হয় না। ৪০০-৫০০ টাকা ফি দিতে হয় না। রক্ত, মল-মূত্র পরীক্ষা, ইসিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে হয় না। হাটের ডাক্তারবাবু বরং পেট টিপে জিভ দেখে কয়েক সেকেন্ডে রোগ শনাক্ত করার ক্ষমতা রাখেন। এছাড়া কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছরের পুরোনো হলেও এক্স-রে প্লেট দেখাতে পারলে আরও খুঁটিয়ে রোগ নিরীক্ষণ করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতে ট্যাবলেট, সিরাপ ধরিয়ে দেন। এছাড়া ভান্ডানিহাট থেকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ২২ কিমি, বীরপাড়া

ডুয়ার্সের হাটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে ওষুধ।

রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল ২০ কিমি এমনকি জটেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালটাও ১০ কিমি দূরে। এতে বাড়তি সময়, টাকা দুই-ই লাগে। তাই রুকমণিদের কাছে 'হাটের ডাক্তার জিন্দাবাদ'। রুকমণি দীর্ঘদিন গায়ে ব্যথা সহ নানা সমস্যায় ভুগছেন। নিরাময়ে হাটের ডাক্তারের দেওয়া ডজন ডজন ট্যাবলেট পেটে পড়ছে। ধনীরামপুরের গন্ধেশ্বর রায়ও বললেন, 'আমিও ভান্ডানিহাটের ডাক্তারবাবুর কাছেই ওষুধপত্র নিই। জ্বর, পেটের অসুখ থেকে শুরু করে অ্যান্টিবায়োটিক সবই তো পাওয়া যায়। জটেশ্বর অনেক দূরে। যাওয়ার সময়ও পাই না।'

আলিপুরদুয়ারের স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ উদয়ন মিত্র জানাচ্ছেন, পরীক্ষানিরীক্ষা ছাড়া মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগে দেহে মাল্টি-ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। ফলে পরে ওই ওষুধ প্রয়োগে কাজ হয় না। আবার ভাইরাল জ্বর, অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া কেবলমাত্র প্যারাসিটামলেই সেরে যায়। তাঁর কথায়, 'অন্তঃসত্ত্বাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষা ছাড়া ওষুধপত্র প্রয়োগ ক্ষতির কারণ হতে পারে। ইউরিন ইনফেকশনের জেরেও অন্তঃসত্ত্বাদের জ্বর হতে পারে। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে পরে ইউরিন কালচারে ইনফেকশন ধরা পড়ে না।'

স্বাস্থ্য দপ্তরও মানছে, এভাবে ওষুধপত্র বিক্রি করা বেআইনি। আবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরই হাত গুটিয়ে। যেমন ফালাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক গোলোব দেবনাথ বললেন, 'অভিযোগ পেলে পদক্ষেপ করা হবে।' কিন্তু কে অভিযোগ করবে সেটাই প্রশ্ন। দপ্তর কেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পদক্ষেপ করছে না? স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে কোনও উত্তর নেই।' আর হাটের তথাকথিত এই চিকিৎসকরা। প্রশ্ন শুনে বিপদের গন্ধ পেলেই 'স্পিকটি নট'!

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অস্তাচলে।। কলকাতার বাবুঘাটে ছবিটি তুলেছেন গৌরব মজুমদার।

বিধায়কের রিপোর্ট কার্ড

বিধানসভার নাম কার্সিয়াং
বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা

প্রাপ্ত নম্বর ৬/১০

তহবিল খরচে : ৭/১০
বড় কাজ কিছুই হয়নি। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের ৮৭ শতাংশ অর্থ খরচ হয়েছে।

উন্নয়নে : ৫/১০
উন্নয়নে বিধায়কের তেমন ভূমিকা নেই। কিছু এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত পথবাতি বসেছে। ছোট ছোট রাস্তাও তৈরি হয়েছে এলাকায়।

মানুষের পাশে : ৬/১০
মানুষের পাশে থাকেন। তবে, ইদানীং শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে অনেকটা সময় কাটানোয় সবসময় তাঁকে পান না দার্জিলিংয়ের মানুষ। রাজনৈতিক সক্রিয়তা কম।

প্রতিশ্রুতি
গোর্খাল্যান্ডের দাবি আদায়ে সক্রিয় হওয়া। কার্সিয়াংয়ের সার্বিক উন্নয়ন।

বাস্তব
রাজ্য সরকার উন্নয়নে অসহযোগিতা করেছেন বলে বারবার অভিযোগ তুলেছেন। উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করেননি।

যা ভালো
স্পষ্ট বক্তা। উচিত কথা বলতে নিজের দলকেও ছাড়েননি। বিধানসভায় পাহাড় নিয়ে সরব।

যা খারাপ
গতবছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরেও তাঁকে দুধিয়া, মিরিকে দেখা যায়নি।

বিরোধীর বাউন্সার

গত পাঁচ বছরে কার্সিয়াং বিধানসভা এলাকায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। পানীয় জল পরিষেবা থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট যেমন ছিল, তেমনই রয়েছে।
-**জ্যোতিকুমার মুখিয়া** (বিজিপিএম নেতা)

প্রশ্নবাণ

১. ১০-এর মধ্যে নিজেকে কত নম্বর দেবেন?
উত্তর : দলের অসহযোগিতা, প্রশাসনিক বাধা সত্ত্বেও সাধ্যমতো কাজ করেছি। উন্নয়নের নিরিখে মানুষ নম্বর দেবেন।

২. আপনি বিধায়ক হওয়ার পর কার্সিয়াংয়ে না থেকে কলকাতা, শিলিগুড়িতেই কাটিয়েছেন। কার্সিয়াংয়ের মানুষ কাছে পাননি বলে অভিযোগ।
উত্তর : ভিত্তিহীন অভিযোগ। বিধানসভায় যোগ দিতে অনেক সময় কলকাতায় থাকতে হয়েছে।

৩. কার্সিয়াংয়ের উন্নয়নে আপনার অবদান কী? পাহাড় সমস্যা, যানজট, পানীয় জলের অভাব তো আজও রয়েছে।
উত্তর : জেলার অন্য বিধায়কদের চেয়ে আমার পারফরমেন্স অনেক ভালো।

৩৭ কোটির সম্পত্তি অজয়ের

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : দুর্নীতিমুক্ত পাহাড় গড়ার লক্ষ্যে পাহাড়ের তিনটি আসনে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইলেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) কোঅর্ডিনেটর অজয় এডওয়ার্ড। এদিকে, সোমবার অজয় দার্জিলিং আসনে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে ম্যালের চৌরাস্তায় আইজিজেএফ-এর নেতা, কর্মী, সমর্থকরা জমায়েত করেন। সেখানেই একটি সভার আয়োজন করা হয়। এরপর মিছিল করে জেলা শাসকের অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করেন অজয়।

দার্জিলিং

অজয়ের জমা দেওয়া হলফনামায় তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী নম্রতা এডওয়ার্ডের নামে স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে প্রায় ৩৭ কোটি টাকার সম্পত্তি দেখানো হয়েছে। হলফনামায় লেখা হয়েছে, অজয়ের হাতে নগদ ৮ লক্ষ টাকা এবং তাঁর স্ত্রীর হাতে নগদ সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা রয়েছে। নিজের কাছে ১ লক্ষ টাকা এবং স্ত্রীর কাছে দেড় লক্ষ টাকার সোনার গয়না রয়েছে বলে হলফনামায় লেখা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকের দার্জিলিং শাখা, শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির উল্লেখ করা হয়েছে অজয়ের তরফে পেশ করা হলফনামায়। তাঁর এবং স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে দার্জিলিংয়ের বাড়ি রয়েছে। আছে দার্জিলিংয়ের গ্লেনারিজের মালিকানাও। এছাড়া তাঁর স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে মাটিগাড়ার উপনগরীতে ৭০২ বর্গফুটের ফ্ল্যাট, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাটে ১২৮০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের উল্লেখ রয়েছে।

ফের আশ্বাস এইমসের

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : ভোটের মুখে ফের বিজেপির এইমস ইস্যু। রাজ্যে ক্ষমতায় এলে উত্তরবঙ্গে এইমস অথবা এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল গড়ে উঠবে বলে সোমবার ফের প্রতিশ্রুতি দিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্ত রায়। তবে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের কাছে এমন দাবি জানানোর পরেও আশ্বাস ছাড়া যে কিছু মেলেনি, তা এদিন স্বীকার করে নেন তিনি।.

এদিন শিলিগুড়িতে জয়ন্ত বলেন, 'রাজ্যে সাধারণত একটির বেশি এইমস হয় না। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। এ রাজ্যের উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দকৃত এইমস রাজ্য সরকার কল্যাণীতে নিয়ে গিয়েছে। তাই আমরা বিকল্প কিছু করার দাবি কেন্দ্রকে অনেকবার জানিয়েছি। কেন্দ্র আশ্বাসও দিয়েছে।' দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'বিজেপির ভাঁওতা আশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়। উত্তরের মানুষের তা বোঝার বাকি নেই।'

রাজ্যে দ্বিতীয় এইমস করা না গেলে, কেন বারবার বিজেপির তরফে ভোটের সময় এমন আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিকল্প হিসেবে এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল গড়ার প্রতিশ্রুতিও অনেকদিন ধরে দিচ্ছে পদ্ম শিবির। এমন বিকল্প ব্যবস্থা কেন করা হচ্ছে না? রাজ্যের বাধার কথা বলছেন জয়ন্ত। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত বলেও অভিযোগ তাঁর।

এদিন জয়ন্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। সুপারস্পেশালিটি ব্লকে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা চালু না হওয়া, চিকিৎসকের অভাব এবং পরিকাঠামোগত ত্রুটিতেও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

চোপড়ায় নির্দল

চোপড়া, ৬ এপ্রিল : জিসিপিএ-র চোপড়া ব্লক কমিটির সভাপতি সোমনাথ সিংহ সোমবার নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব রাজ্যে বিজেপিকে সমর্থনের বার্তার মাঝেই চোপড়ার ক্ষেত্রে কেন এই ব্যতিক্রম? এ প্রসঙ্গে সোমনাথ সিংহ বলছেন, 'চোপড়ার জন্য প্রার্থীর দাবি রাখা হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিজেপিকে সমর্থন করেছে। তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা আলোচনার প্রয়োজন মনে করেনি। এক্ষেত্রে সংগঠনের স্থানীয় কর্মীদের দাবিতে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম।' এব্যাপারে জিসিপিএ-র কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগ সম্পাদক মোহনলাল সিংহ বলছেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে বিজেপির শিলিগুড়ি সংগঠনের সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলছেন, 'বংশীবদন বর্মন বিজেপির পাশে রয়েছেন। সংগঠনের চোপড়া ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। তা সত্ত্বেও নির্দল প্রার্থী হলে কী করা যাবে। নির্দল হিসাবে ভোটে লড়ার বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

সমস্যায় জর্জরিত তারাবাড়ি প্রাথমিক স্কুল।

দুটি ঘরে পঠনপাঠন ৬ ক্লাসের

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৬ এপ্রিল : ক্লাসঘরের জানলা ভেঙে ঝুলছে। অল্প বৃষ্টিতেই টিনের চাল দিয়ে জল পড়ে। স্কুলের বারান্দার ছাদের পলেস্তারা খসে গিয়েছে কোথাও কোথাও।

মিড-ডে মিল খেতে হয় ৬ ফুট চওড়া সেই বারান্দায়। সেখানেও গাদাগাদি করে বসতে হয়। বৃষ্টি হলে থালা হাতে তুলে নিয়ে খেতে হয়। তবে মিড-ডে মিল রান্নার জন্য কিছুটা দূরে একটি ছোট্ট ঘর আছে বটে। প্রি-প্রাইমারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছ'টি ক্লাসে পড়ুয়ার সংখ্যা বর্তমানে ৬৫। স্থায়ী শিক্ষক ৪ জন, প্যারাটিচার ১ জন। তবে মাত্র দুটি ক্লাসঘরেই ছ'টি ক্লাসের পড়ুয়ারা বসে। অনেক সময় স্থানাভাবে অফিস রুমেও পড়াতে হয়। ১৯৫৮ সালে স্থাপিত তারাবাড়ি প্রাথমিক স্কুল এখন চূড়ান্ত অবহেলার শিকার। পড়ুয়ার সংখ্যা দিন-দিন কমছে। সত্যেন বর্মন নামে এক অভিভাবক বলছেন, 'বৃষ্টি হলেই স্কুলের টিনের চাল দিয়ে জল পড়ে। ছেলেমেয়েদের বসার ঠিকমতো জায়গাও নেই।' মল্লিকা সিংহ নামে এক শিক্ষিকা বলছেন, 'স্কুলে শৌচাগারও অন্যতম বড় সমস্যা, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য।'

মাটিগাড়ার আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তারাবাড়ি গ্রামের এই স্কুলে সীমানা প্রাচীরের চিহ্ন নেই, ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ বালাসন নদীর তারাবাড়ি ঘাট থেকে আসা বালি-পাথরের ডাম্পার সর্বক্ষণ ছুটে চলেছে স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে। ২০০২ সালে রাজ্য সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের তরফে একটি পাকা ভবন তৈরি করা হয়েছিল। সেই ভবন এখন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। রাতে এখানে সমাজবিরোধীদের আড্ডা বসে। স্কুলে শৌচাগারের অবস্থা এতটাই খারাপ যে ব্যবহার করা যায় না। স্কুলের মাঠও অপরিচ্ছন্ন। স্কুলের সামনেই বাড়ি মানসী রায়ের। তাঁর কথায়, 'রাতে স্কুলে নেশার ঠেক বসায় সামজবিরোধীরা।'

শিক্ষক সুপ্রভাত দেবের কথায়, 'বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে যায়। গ্রামীণ এলাকার সাধারণ পরিবারের সন্তানদের ভালো পরিবেশে শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু সেটা পারছি কোথায়?'

সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক তাপস ঘোষ। তিনি বলছেন, 'এই স্কুলের সমস্যা মেটানোর জন্য বিডিও, মহকুমা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত, সবাইকে আবেদন জানানো হয়েছে। কেউ কিছুই করছে না।'

> **গ্রামীণ এলাকার সাধারণ পরিবারের সন্তানদের ভালো পরিবেশে শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু সেটা পারছি কোথায়?**
> **সুপ্রভাত দেব** শিক্ষক

তবে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের এসআই সৌমেন সরকার বলছেন, 'ওই স্কুলের কিছু সমস্যা আছে। বর্তমানে কোনও ফান্ড আসে না। ফান্ড এলে অবশ্যই সমস্যার সমাধান করতাম।'

এক সময়ে যে বাগান পেট চালাত এখন সেখানে আর চা পাতা তোলার ব্যস্ততা নেই। শ্রমিকদের অনেকেই জীবিকা বদলেছেন। কেউ এখন পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন, কেউ আবার দিনমজুরি করছেন।

ভোট নিয়ে আর ভাবার সময় নেই

জনতার কণ্ঠ

মাঠের কাজ শেষে বাড়ি ফিরছেন গ্রামবাসী। সোমবার চোপড়ায়।

মনজুর আলম

চোপড়া, ৬ এপ্রিল : মোলানী আদিবাসী পাড়ায় ঢুকতেই দেখা গেল, ভরদুপুরে কাস্তে হাতে বাঁশের মাচায় বিশ্রাম নিচ্ছেন তালা টুডু। বললেন, 'বাগানের কাজ হারানোর পর এখন অন্যের জমিতে দিনমজুর খাটতে হচ্ছে। আমাদের ভোট নিয়ে ভাবার সময় নেই।'

চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধ চা বাগান এলাকার মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে ভোটের উত্তাপ প্রায় নেই বললেই চলে। সংসারের চাপ ও বঞ্চনা মিলিয়ে ভোট ভাবনা থেকে অনেক দূরে তাঁরা। বাড়ির পাশের বাগানে কাজ বন্ধ। বাধ্য হয়ে ছেলেরা ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছেন। আর বাড়ির মেয়েরা অনেকে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করছেন। আবার কেউ কেউ এলাকাতেই দিনমজুরের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

শ্রমিক মহল্লায় গিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশ পরিবারের পুরুষ সদস্য কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। ফলে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব এখন মহিলাদের কাঁধে। যমুনা ওড়াওঁ বলছিলেন, 'স্বামী হরিয়ানায় থাকে। অভাবের সংসারে ছেলেকেও পড়াশোনা ছাড়িয়ে বাবার সঙ্গেই পাঠাতে হয়েছে। বাগান চালু থাকলে সকলে এখানেই থাকত। এখন আর মিটিং-মিছিল কিছু হয় না, আমরাও চুপ।'

বন্ধ বিভিন্ন বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। আমবাড়ি গ্রামের নিরালা সিংহ বলছেন, 'গ্রামে প্রায় ৩০০ শ্রমিকের অর্ধেকই মহিলা ছিলাম। বাগানই আমাদের মূল ভরসা ছিল। এখন ভোট দিলে বাগান খুলবে, এমন বিশ্বাসও নেই।' তবে মণ্ডল বস্তি গ্রামের আলেহা খাতুনের কথায়, 'বয়স বাড়ছে, রোগ বাড়ছে। বিধবা ভাতার টাকায় সংসার চলে না। তবু ভোট দিতে যাব।'

> **স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সংসারের হাল ধরতে কাজে নেমেছিলাম। কিন্তু চা বাগানের সেই কাজটাও এখন নেই। টিনের ঘরে কোনওরকমে মাথা গুঁজে দিন কাটছে আমাদের।**
> **আসমা খাতুন** বাসিন্দা

বন্ধ বাগানের শ্রমিক মহল্লায় অবহেলার ছাপ স্পষ্ট। তিস্তা কলোনি এলাকার বাসিন্দা তুলে সরি এখন পাড়ার মোড়ে একটি চায়ের দোকান খুলে কোনওরকমে সংসার টানছেন। তাঁর আক্ষেপ, 'এতদিনেও আমরা কোনও ঘর পাইনি। এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল, আবাসন ও শৌচালয়ের মতো মৌলিক পরিষেবা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে।'

ধনীরহাট এলাকায় পড়ন্ত বেলায় মাঠ থেকে দলবেঁধে বাড়ি ফিরছিলেন মহিলা শ্রমিকরা। তাঁদের মধ্যে রহিমা খাতুনের আক্ষেপ, 'অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে সংসার টানছি। অথচ এখনও ঘর জোটেনি।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলা শ্রমিকের কথায়, 'ভোট তো এল। কিন্তু কাজ কবে আসবে? যে সরকারই আসুক, বাগান না খুললে আমাদের জীবনে কোনও পরিবর্তন হবে না। স্থায়ী কাজের অভাবে কম বয়সেই ছেলেদের বাইরে পাঠাতে হচ্ছে।'

আরেক বাসিন্দা আসমা খাতুন বলেন, 'স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সংসারের হাল ধরতে কাজে নেমেছিলাম। কিন্তু চা বাগানের সেই কাজটাও এখন নেই। এখন একচালা টিনের ঘরে কোনওরকমে মাথা গুঁজে দিন কাটছে আমাদের। অনুদান বলতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছি। সেটুকুই ভরসা। বাগান খুললে সংসারের হাল ফিরবে। কিন্তু সেই আশা দেখছি না।'

আমবাড়ি আদিবাসী কলোনির বাসিন্দা সুনিতা হেমব্রম বলছেন, 'এখনও ভোটের প্রচারে কেউ আসেননি। বাগান চালুর দাবি শুনতে হবে, সেই ভয়ে কেউ ভোট চাইতেও আসেন না। তাই ভোট নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমাদের।'

ভোটের উন্মাদনার বাইরে থেকে জীবিকার লড়াইয়েই বেশি ব্যস্ত হাপতিয়াগছ ও ঘিরনিগাঁওয়ের মহিলা শ্রমিকরা। তাঁদের কাছে ভোট এখন আর উৎসব নয়।

নালা বন্ধে বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ৬ এপ্রিল : নিকাশিনালা বন্ধ করে নির্মাণকাজের অভিযোগ উঠল বাগডোগরা চা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। সোমবার নির্মাণকাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। সকাল থেকেই বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা একত্রিত হয়ে জাতীয় সড়কের পাশে বাগডোগরা চা বাগানে পৌঁছান। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রমোদনগর, প্রধাননগর, ভুজিয়াপানি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের জল এই চা বাগানের মধ্যে নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই চা বাগানের কিছুটা অংশে বেসরকারি সংস্থার নির্মাণ শুরু হওয়ার পরই তারা ওই নালাটিকে মাটি ও সিমেন্ট দিয়ে বুজিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ফলে বর্ষায় বেশ কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এদিন নির্বাচনি প্রচারের সময় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী অমিতাভ সরকার ও বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন। দুজনেই চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন এবং স্থানীয়দের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

কংগ্রেস প্রার্থী অমিতাভ সরকার বলছেন, 'বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সরকারি নালার গতিপথ বদলে অন্যদিক থেকে নালা তৈরি করে দেবে। সেক্ষেত্রে ২০ দিনে সমস্যার সমাধান না হলে আমরা ব্যবস্থা নেব।' বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'নালার গতিপথ বন্ধ করা যায় না। আমি বিএলএলআরও, বিডিওকে বলব। মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের বঞ্চিত করে বেসরকারি সংস্থাকে জমি দিচ্ছেন। আমরা এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।' নকশালবাড়ি বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার বলছেন, 'কেউ কোনও অভিযোগ করেননি। করলে ব্যবস্থা নেব।'

আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহার কথায়, 'বাগান কর্তৃপক্ষ নালা বন্ধ করে ঠিক করেনি।' তবে এই ঘটনায় চা বাগানের ম্যানেজার হেমন্ত পাপলি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

নাবালক উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ৬ এপ্রিল : নিখোঁজের ১২ ঘণ্টার মধ্যে দুই নাবালককে বিহার থেকে উদ্ধার করল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। সোমবার ওই দুই নাবালককে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রবিবার রাত থেকে নকশালবাড়ির সাতভাইয়া এলাকার সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির দুই নাবালক নিখোঁজ হয়ে যায়।

এরপর ওই দুই নাবালকের পরিবার নকশালবাড়ি থানার দ্বারস্থ হয়। বিহারের বারসই স্টেশন থেকে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ।

মিছিল

ফাঁসিদেওয়া, ৬ এপ্রিল : প্রার্থীর প্রচারে পথসভা এবং মিছিল করল এসইউসিআই। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার লিউসিপাকড়ি মোড়ে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে পথসভা করা হয়। স্থানীয় বাজারে মিছিল হয়। ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুনীতা মুর্মু কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

ফের জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : কুলিপাড়ায় কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় প্ররোচনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া আমির আলিকে ৬ দিনের পুলিশ হেপাজত শেষে সোমবার ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজত শেষে আদালতে তোলার খবর পেয়ে এদিনও ওই কিশোরীর পরিবার আদালত চত্বরে এসে হাজির হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ফের নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও উইনার্স টিমকে।

এজলাসে যাওয়ার মূল রাস্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও উইনার্স টিমের পাহারার মধ্যেই পেছনের রাস্তা দিয়ে অভিযুক্তকে এজলাসে তোলা হয়। পরে ওই রাস্তা দিয়েই বের করা হয়। এদিন বিচারক অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কুলিপাড়ার ওই মৃত কিশোরীর মা বলছেন, 'অভিযুক্তের যাতে কড়া শাস্তি হয়, সেটা বলার জন্যই আমাদের মহকুমা আদালতে আসা।'

শুনানি শেষে প্রিজন ভ্যান লকআপের মুখে এনে দুপুরের দিকে শুধুমাত্র ওই অভিযুক্তকে নিয়ে সংশোধনাগারে চলে যায়। পরে আবার ফিরে আসে। এদিকে, ওই অভিযুক্তকে ঘিরে অন্য মামলায় গ্রেপ্তারিদের শুনানিতে কিছুটা দেরি হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অন্য মামলায় অভিযুক্তদের আত্মীয়রা।

কৃষককে নিয়ে গেল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা, পরে মুক্তি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৬ এপ্রিল : রবিবার কোচবিহারে সভা করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত এলাকা থেকে কৃষক সহদেব বর্মন (৩৮)-কে তুলে নিয়ে গেল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। সোমবার সকাল দশটার কিছুক্ষণ পর সহদেব কাঁটাতারের ওপারে থাকা তাঁর জমিতে চাষের কাজে গিয়েছিলেন। উকিল বর্মনের পর এদিন একই কায়দায় তাঁকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে যায়।

ভোটের মুখে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি জোর তর্জা শুরু হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে বিজেপি। তাদের আরও চাপে ফেলতে বিধানসভা ভোটের ময়দানে আসরে নেমেছে তৃণমূল।

সোমবার ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত এলাকায়। বিএসএফের পদস্থ কর্তারা আসেন সেখানে। মেখলিগঞ্জের সিআই কাশ্যপ রাই ও কুচলিবাড়ি থানার ওসি বিশ্বজিৎ মল্লিকও চলে আসেন। ফ্ল্যাগ মিটিং করে চার ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে ফিরিয়ে আনে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী।

উদ্ধার হওয়ার পরেও এদিন চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ ছিল ওই কৃষকের। উকিল বর্মনের ঘটনার পরেও যে সীমান্তে নিরাপত্তায় এখনও শিথিলতা রয়েছে, তা এদিনের ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গেল। সহদেব বলেন, 'সকালে বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতে সীমান্তে ৬ নম্বর গেট দিয়ে কাঁটাতারের ওপারে থাকা জমিতে চাষের কাজ করতে যাই। ওদের কী একটা সমস্যা হয়েছে।

আমাদের বিএসএফ যাতে ওদের কাছে মাথা নত করে, সেই জন্য ৪০-৫০ জন বাংলাদেশি দুষ্কৃতী আমাকে তুলে নিয়ে গেল। ৮২৯ পিলারের ফোর এস সংলগ্ন এলাকায় একটি রাস্তায় নিয়ে রাখা হয়েছিল। সরকার যদি আমাদের ওখানে চাষ করতে দেয় তাহলে আমাদের সাহায্য করার জন্য ওখানে ২৪ ঘণ্টা বিএসএফের পাহারা চাই। নয়তো আমাদের ওই জমিতে চাষ করা ছাড়তে হবে। তবে, বিএসএফ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ফিরিয়ে আনল। এজন্য বিএসএফ-কে ধন্যবাদ জানাই।' সহদেবের দাদা প্রসেনজিৎ বর্মন বলেন, 'প্রায়শই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এখানে বিএসএফ ক্যাম্পের দাবি জানাই।'

ঘটনাকে ভোটের বাজারে ইস্যু করছে তৃণমূল। মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ নিরন্তর এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই ঘটনাকে আমরা ধিক্কার জানাই। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এই বিষয়টিকেও তুলে ধরা হবে।'

বিজেপির মেখলিগঞ্জ ২ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বিমল রায় বলেন, 'তৃণমূল আগে থেকেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে গালিগালাজ করে। বাংলাদেশের সঙ্গে একটা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আছে। তাই নিয়মমাফিক ফ্ল্যাগ মিটিং করে দ্রুত সমস্যা মেটানো হয়েছে। তৃণমূল এটাকে ইস্যু করার চেষ্টা করলেও লাভ হবে না। মানুষ সব জানে।'

স্বস্তি উমেশের

কয়লা কাণ্ডে সিবিআই আধিকারিক উমেশ কুমার সহ বাকিদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করল হাইকোর্ট। ২০২২ সালে বিষ্ণুপুর থানায় এফআইআর দায়ের হয়।

পদ্মে বসু-পুত্র

আরামবাগের প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ অনিল বসুর ছেলে সৌম্য বসু যোগদান করলেন বিজেপিতে। জানালেন, জ্যোতি বসুদের বামপন্থার সঙ্গে এখন অনেক তফাত। সৌম্য একসময় ছাত্র রাজনীতি করতেন।

রত্নাকে নোটিশ

বেহালার পর্ণশ্রীতে বিজেপির কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগে তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠাল পুলিশ। ইতিমধ্যেই একাধিক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক গ্রেপ্তার হয়েছেন। এবার রত্নাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

মোদির তিন সভা

৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তিনটি সভা। হলদিয়া, সিউড়ি ও আসানসোল দক্ষিণে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করবেন মোদি। সোমবার ব্যারাকপুরে মিছিল ও সভা করলেন রাজনাথ সিং।

তামিলনাড়ুকে টেক্কা বাংলার

হিসাব বহির্ভূত ৩১৯ কোটি

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : ভোটের মরশুমে টাকার উড়ান আর ভোটারদের মন ভেজানোর প্রতিযোগিতায় এবার যাবতীয় রেকর্ড তছনছ করে দিল বাংলা। জিএসডিপির নিরিখে দক্ষিণের অর্থনৈতিক পাওয়ারহাউস তামিলনাড়ুর চেয়ে বিস্তর ব্যবধানে পিছিয়ে থাকলেও, ভোটের বাজারে হিসাব বহির্ভূত ঘুষ বা উপঢৌকন উদ্ধারের পরিসংখ্যানে সেই তামিলনাড়ুকেই কার্যত দশ গোল দিল পশ্চিমবঙ্গ। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান তাই বলছে। এখনও পর্যন্ত চার রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে মোট ৬৫১.৫১ কোটি টাকার হিসাব বহির্ভূত সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র বাংলা থেকেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৩১৯ কোটি টাকার সামগ্রী। দীর্ঘকাল ধরে এই তালিকার শীর্ষে থাকা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য এবার আটকে গিয়েছে মাত্র ১৭০ কোটিতে। অর্থনীতিতে পিছিয়ে থেকেও কালো টাকা আর উপঢৌকনের এই রমরমা কারবারে বাংলার এমন উত্থান ঘিরে এখন জোর শোরগোল।

কমিশন যাকে ভোটারদের মন ভেজানোর উপহার বলছে, অর্থাৎ শাড়ি, জামাকাপড় বা রান্নার বাসনপত্র— শুধুমাত্র বাংলাতেই সেই সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার। দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে যেখানে মাদক উদ্ধারের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি (যা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি ভোটের সঙ্গে যুক্ত নাও হতে পারে), সেখানে বাংলায় উপহারের পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে ১১ কোটি টাকা নগদ, ৫৫ কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ অর্থাৎ প্রায় ২১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৩ লিটার মদ, ৬৫ কোটি টাকার মাদক আর ৩২ কোটি টাকার বহুমূল্য ধাতু বা সোনাদানা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলায় এই বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধারের প্রধান কারণ নির্বাচন কমিশনের নজিরবিহীন কড়াকড়ি এবং বাহিনীর আঁটোসাঁটো বেড়াজাল। জানা গিয়েছে, দেশজুড়ে ভোটের উদ্দেশ্যে ডিউটিতে থাকা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ নিরাপত্তারক্ষীর মধ্যে অন্তত ৩০ শতাংশই এবার মোতায়েন রয়েছেন এই রাজ্যে। অভিযোগ পেলেই ১০০ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা নিতে রাজ্যের আনাচে-কানাচে চষে বেড়াচ্ছে ৫,১৭৩টি ফ্লাইং স্কোয়াড। আচমকা নাকা চেকিংয়ের জন্য মোতায়েন রয়েছে ৫,২০০-র বেশি এসএসটি। যদিও কমিশনের এই কড়াকড়ির মধ্যে স্পষ্টতই রাজনৈতিক আক্রোশের গন্ধ পাচ্ছে ঘাসফুল শিবির। এই পরিসংখ্যান এখন বাঙালি সৃজনশীলতার কাছেও এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক দুর্নীতি তেরিতে তামিলদের রসবোধ গোটা দেশে বিখ্যাত। ২০২৪ সালে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বিবেক রামস্বামী ভোটারদের বিয়ার কিনে দেওয়ার ব্যঙ্গ করা হয়। আমেরিকার ভোটে যা সম্পূর্ণ আইনি, ভারতের ভোটে তা বেআইনি হলেও অত্যন্ত পরিচিত এক চিত্র। নেটিজেনরা তামিলনাড়ুকে নকআউট করে সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিল বাংলা, তখন বাঙালি মিম-স্রষ্টারা এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঠিক কতটা ঝড় তুলতে পারেন নেটিজেনরা, সেটাই দেখার।

ছবি : এআই

গ্রাহকের প্রতীক্ষায়... সোমবার কলকাতায়। ছবি-পিটিআই

মোফাক্কেরুল না থাকলেও অফিস বহাল তবিয়তে

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : 'নামের ডাকে গগন ফাটে'। এই প্রবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলাম। মালদার মোথাবাড়ি কাণ্ডের মূলচক্রী বর্তমানে জেল হেপাজতে। রাজভবনের উত্তর গেট থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সাদা রঙের বিল্ডিং। ঠিকানা বলে দিলেন রাজভবনের বাইরে কর্মরত পুলিশই। নাম শুনেই মসকরার হাসি দিলেন অনেকে। একজন তো বলেই বসলেন, 'ও বাবা! ওকে খুঁজছেন? ভিতরে ঢুকে ডান হাত গিয়ে বাঁ-দিকে টার্ন নিন।' ভিতরে ঢুকলেই নেমপ্লেটে জ্বলজ্বল করছে নাম, 'মুফাক্কেরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট, ব্রেন অফ বেঙ্গল অফিস'। চেম্বারের দরজা ঠেলতেই দেখা গেল জনা কয়েক মহিলা আইনজীবী আর কাঁচুমাচু মুখে বসে থাকা মক্কেলের দল। সাংবাদিক পরিচয় পেতেই আঁতকে উঠলেন জুনিয়ররা। মুখে কুলুপ এঁটে শুধু জানালেন, 'আমরা এই বিষয়ে কিছু জানি না।' অথচ চেম্বারের দেওয়াল জুড়ে সাজানো অজস্র মেমেন্টো জানান দিচ্ছে, আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এক সময় তাঁর দাপট ছিল আকাশছোঁয়া।

চেম্বারের বাইরে অপেক্ষারত মক্কেলদের চোখেমুখে এখন শুধুই অনিশ্চয়তা। এক ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে জানালেন, 'মামলার জন্য মোটা টাকা দিয়ে রেখেছি, এখন কী হবে জানি না।' অন্য এক ব্যক্তি তো ফিসফিস করে আরও চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন, 'আমার কাছ থেকে ১০ লাখ টাকার ইনসিওরেন্স করিয়েছে। কোম্পানি জানতে পারলে ওই টাকা মনে হয় আর ফেরত পাব না।'

সমাজমাধ্যমে এই আইনজীবীর জনপ্রিয়তাও ঈর্ষণীয়। ২.২ মিলিয়ন অনুগামী তাঁর ডিজিটাল সাম্রাজ্যের প্রমাণ দেয়। তবে আইনি পাড়ায় এখন তাঁর দুর্দিন। এদিনই হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন মোফাক্কেরুলকে সাসপেন্ড করেছে। যদিও সাংগঠনিক জাঁতাকলে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল এখনও পর্যন্ত কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারেনি।

কলকাতায় পাক হামলার হুমকিতে মমতার হুংকার

'প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন?'

নাকাশিপাড়া, ৬ এপ্রিল : ভোটের বাজারে পাকিস্তানের হুঁশিয়ারি আর জাতীয় নিরাপত্তাকে হাতিয়ার করে মোদি-শা জুটিকে তুলোধোনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নদিয়ার নাকাশিপাড়া ও বেথুয়াডহরি থেকে তৃণমূল নেত্রীর সরাসরি প্রশ্ন, 'পাকিস্তানের মন্ত্রী কলকাতা পর্যন্ত হামলার হুমকি দিচ্ছেন, আর প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন? কাল বাংলায় এসেও কেন এর পালটা জবাব দিলেন না?' জাতীয় সুরক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্রকে সমর্থনের বার্তা দিলেও মমতার গর্জন, 'কলকাতা আক্রমণের কথা বললে আমরা ছেড়ে কথা বলব না। প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জবাব দিন।'

পাক মন্ত্রী খোয়াজা আসিফের মন্তব্যের নেপথ্যে বড় কোনও 'ষড়যন্ত্র' দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বছরের পহলগাম হামলা ও ভারত-পাক সংঘর্ষের স্মৃতি উসকে দিয়ে তাঁর বিস্ফোরক দাবি, 'কেন বলছেন না কড়া ব্যবস্থা নেব? আরও একটা পহলগামের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হচ্ছে? পাক ডিফেন্স মিনিস্টারকে দিয়ে কে একথা বলিয়েছে? আমি তদন্ত চাই।'

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অতিসক্রিয়তা নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ইডি-সিবিআই মোটা ভাই, একেবারে ভাই-ভাই। ভোট এলেই ওদের তৃণমূলের মন্ত্রীদের কথা মনে পড়ে যায়।'

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে কড়া আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, 'বিএসএফ তো কেন্দ্রের হাতে, তবে কেন অনুপ্রবেশ ঘটছে? বাংলায় কথা বললেই আপনারা বলেন রোহিঙ্গা! সীমান্ত সামলাতে না পারলে পদত্যাগ করুন।' ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, 'ভবানীপুরে ৪০ হাজার নাম কেটেছে, তাতে আমার বয়েই গেছে। এবার তোমার আমও যাবে, ছালাও যাবে।'

> পাকিস্তানের মন্ত্রী কলকাতা পর্যন্ত হামলার হুমকি দিচ্ছেন, আর প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন? কাল বাংলায় এসেও কেন এর পালটা জবাব দিলেন না।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিন শান্তিপুরের সভায় এক অন্য মমতাকে দেখা গিয়েছে। নিজের ডিজাইন করা শান্তিপুরি শাড়ি পরে তন্তুবায়দের পাশে দাঁড়িয়ে নস্টালজিক হয়ে পড়েন তিনি। পুরনো দিনের লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে বলেন, 'হাজরা মোড়ে পুলিশের সেই মারের পর থেকে আমি আর ঝাল খেতে পারি না।' এদিন প্রতিটি সভায় উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

৯০ লক্ষ নাম বাদের আশঙ্কা পশ্চিমবঙ্গে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : ৬০ লক্ষ বিচারাধীনের তালিকা থেকে যাঁরা এদিন পর্যন্ত যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন তাঁদের নামই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যুক্ত হবে। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। ভোটের আগে বাংলার ভোটার তালিকায় নজিরবিহীন 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'। সুপ্রিম নির্দেশের পর সোমবার রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিতর্কিত এসআইআর পর্বে যাঁদের নাম এখনও অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত, তাঁরা আসন্ন নির্বাচনে কোনওভাবেই ভোট দিতে পারবেন না। হিসেব বলছে, সব মিলিয়ে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কায় প্রায় ৯০ লক্ষ নাম!

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তথ্যগত অসংগতির জেরে প্রায় ৬০ লক্ষ নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় ছিল। সোমবার রাত ১২টায় ভোটার তালিকা চূড়ান্ত বা 'ফ্রিজ' হয়ে যাওয়ার আগে জানা যাচ্ছে, তার মধ্যে মাত্র ৩৩ লক্ষ (৫৫ শতাংশ) নাম তালিকায় ফিরতে পেরেছে। বাকি প্রায় ২৭ লক্ষ নাম স্রেফ নথির অভাবে বা শুনানিতে অযোগ্য প্রমাণিত হওয়ায় মুছে যাওয়ার পথে। এর আগে আরও একটি তালিকায় বিপুল নাম বাদ গিয়েছিল, যা মিলিয়ে সংখ্যাটা ৯০ লক্ষে পৌঁছাতে পারে।

এই 'ভোটার-ছাঁটাই' নিয়ে রাজনীতির ময়দান এখন তপ্ত। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে লড়তে না পেরে বিজেপি কমিশনকে ব্যবহার করে বেছে বেছে সংখ্যালঘু ও বিরোধীদের নাম কেটে দিচ্ছে। পাল্টা বিজেপির দাবি, সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে অনেক হিন্দু শরণার্থীর নামও বাদ দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাত ১২টার পর রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার ৮৫ হাজার বুথের আসল চিত্রটা স্পষ্ট হবে, যা শাসক-বিরোধী দু'পক্ষের জন্যই উদ্বেগের।

- অতিরিক্ত তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে তাঁরাই ভোট দিতে পারবেন
- নাম না থাকলে এবারের নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না
- প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা

যাঁরা বাদ পড়লেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ এখন বিশবাঁও জলে। আদালত ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে আবেদনের কথা বললেও, সেই ট্রাইব্যুনাল এখনও খাতায়-কলমে সীমাবদ্ধ। সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ট্রাইব্যুনালের পরিকাঠামো বা কাজের ধরণ এখনও স্থির হয়নি। বিচারপতিরা কী চান, তা রাজ্য সরকারকে জানালে তবেই কাজ শুরু হবে। এতদিন পর্যন্ত জুডিশিয়াল শুনানিতে যে নিষ্পত্তি হয়েছে, তা মূলত কমিশনের নির্দিষ্ট করা নথির ভিত্তিতে। ইআরও, এইআরওরা যেসব নিষ্পত্তি করতে পারেননি সেগুলিই জুডিশিয়াল অফিসাররা নিষ্পত্তি করেছেন। কিন্তু ট্রাইবিউনালে বিচারপতিরা ওই নথিগুলিকেই মান্যতা দেবেন, না অতিরিক্ত কোনও নথিকে গ্রহণ করবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত যাঁদের নাম বাদ পড়ল, তাঁদের জন্য শুধু অনলাইন আবেদনের রাস্তাই খোলা।

ভোটের আগে এই 'ভোটার মহাপ্রলয়' বাংলার রাজনীতিতে নতুন কোনও সমীকরণ তৈরি করে কি না, এখন সেটাই দেখার।

প্রচারে নেই কঙ্কনা, পেজ

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : ভোটের প্রচারে থাকছেন না প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ এবং অভিনেত্রী কঙ্কনা রানাওয়াত। এদিন এঁদের নাম তুলে নেয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তবে রাজ্যসভার সাংসদ বিশিষ্ট রাজবংশী নেতা নগেন্দ্রনাথ রায় এবং মালদা উত্তরের লোকসভার সাংসদ খগেন মুর্মুকে তারকা প্রার্থীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সোমবার বিধানসভা ভোটের মুখে আগাম পুর ভোটের ঘোষণা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। উত্তর কলকাতার মনোনয়ন পেশের অনুষ্ঠানে বিধানসভা ভোটে জয়ের পাশাপাশি ডিসেম্বরে কলকাতা কর্পোরেশনেও বদলের চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন।

রাজ্যের ভোট প্রচারে বিজেপিকে টানছেন একা শুভেন্দুই। নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। নিয়ম করে সকালে- বিকালে দুই কেন্দ্রে জনসংযোগ চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে দলের মনোনয়নে হাজির থাকতে ছুটে বেড়াচ্ছেন রাতদুপুরে। এদিন উত্তর কলকতার চৌরঙ্গি কেন্দ্রের প্রার্থী সন্তোষ পাঠকের মনোনয়ন পেশে হাজির হয়ে বুঝিয়ে দিলেন বিধানসভায় জেতার পর বিজেপির লক্ষ্য পুরসভা দখল। সোমবার উত্তর কলকাতার কাশীপুর, বেলগাছিয়া, চৌরঙ্গি ও এন্টালি বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর উপস্থিতির কারণে উত্তর কলকাতার মানিকতলার প্রার্থী তাপস রায়, জোড়াসাঁকোর বিজয় ওঝা, বড়বাজারের মীনাদেবী পুরোহিতরাও এদিন হাজির হয়েছিলেন মঞ্চে। সেখানেই শুভেন্দু বলেন, 'উত্তর কলকাতায় আমরা জিতব। এ তো পহেলা ঝাঁকি হ্যায়। ডিসেম্বরের মধ্যে কর্পোরেশনেও বদল করব।'

তারকা প্রচারক সোনিয়া, রাহুল

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : তৃণমূল, বিজেপির পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস। সেই তালিকায় নাম বেশ চমকপ্রদ। ৪০ জনের তালিকায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে নাম রয়েছে সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার। এই রাজ্যে ভোট প্রচারে আসতে চলেছেন তাঁরা। এছাড়াও তালিকায় রয়েছেন কংগ্রেস সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কেসি বেণুগোপাল, গুলাম আহমেদ মীর, সুখবির সিং শুখু, রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, অধীররঞ্জন চৌধুরী, শশী থারুর, শচীন পাইলট, দীপা দাশমুন্সি, প্রদীপ ভট্টাচার্য, ইশা খান চৌধুরী, কানহাইয়া কুমার, সুদীপ রায় বর্মন সহ অনেকে। রাহুল ও প্রিয়াংকার আসার বিষয়ে একপ্রকার জল্পনা ছিলই। তবে নিঃসন্দেহে সোনিয়া গান্ধির নাম আলাদা চমক। তবে কংগ্রেস সূত্রে খবর, শারীরিক অসুস্থতার কারণে সোনিয়া গান্ধির আসার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। তবে রাহুল ও প্রিয়াংকা প্রচারে থাকছেনই।

দীর্ঘ ২০ বছর পর এই রাজ্যে এককভাবে লড়ছে প্রদেশ কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই প্রার্থীদের নামও ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার এই রাজ্যের জন্য ইস্তাহার প্রকাশ করার কথা রয়েছে মল্লিকার্জুন খাড়গের। এরই মধ্যে প্রচারেও কোনওপ্রকার ত্রুটি রাখতে চাইছে না কংগ্রেস। এআইসিসির তরফে বিবৃতি জারি করে তারকা প্রচারকদের নাম জানানো হয়েছে। তাতে শুধুমাত্র এই রাজ্যের হেভিওয়েটেরা নন, বরং ভিন রাজ্যের তাবড় নেতারাও রয়েছেন।

পদ্মে প্রার্থী হতে পারেন রাকেশ

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : জেল থেকে বেরিয়েই কি সরাসরি ভোটের ময়দানে নামছেন বিজেপির দাপুটে নেতা রাকেশ সিং? সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর হতেই এই জল্পনা তুঙ্গে। বিচারপতি কৌশিক চন্দ ১ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে রাকেশের জামিন মঞ্জুর করেছেন। আদালতের নির্দেশের পরই সমাজমাধ্যমে রাকেশের একটি পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। খবর, কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী হতে পারেন তিনি। কাকতালীয়ভাবে, ওই আসনে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিজেপি।

খুনের হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগে দীর্ঘ ১৬৩ দিন জেলবন্দি ছিলেন রাকেশ। এদিন হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, রাকেশ সিং নিজের বিধানসভা এলাকায় থেকে নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারবেন এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারবেন।

এআই ব্যবহারে নির্বাচনি ডিজিটাল যুদ্ধ

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : তপ্ত দুপুরে পাড়ার মোড়ে চুন-সুরকি আর রং-তুলির সেই পরিচিত ব্যস্ততা এখন ফিকে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা দেওয়াল লিখনের ট্র্যাডিশনে এবার ভাগ বসিয়েছে 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' বা এআই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরিয়ে নেতার প্রতিকৃতি আঁকার দিন শেষ, এখন ল্যাপটপে একটা ক্লিক বা স্রেফ একটা 'কমান্ড' দিলেই কেল্লাফতে! তৃণমূল থেকে বিজেপি বা সিপিএম, সব পক্ষই এখন এই ডিজিটাল জাদুর ছোঁয়ায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে মরিয়া।

সমাজমাধ্যমের পাতা উলটালেই দেখা যাচ্ছে আজব সব দৃশ্য। সমাজমাধ্যমে ছড়াছড়ি এমন সব ভিডিও, রিল, শর্টস। কোথাও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে গটগট করে হেঁটে যাচ্ছে বাঘ, কোথাও আবার সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের হাতের মুঠোয় জ্বলছে আগুনের শিখা। স্রেফ রিল বা শর্টসের জন্য তৈরি হওয়া এই কারিকুরি ভোটারদের মন টানতে এখন রাজনীতির বড় অস্ত্র।

তবে এবছর তার সঙ্গে নতুন করে সংযোজিত হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে দলীয় প্রতীক বা নেতার মুখ দেওয়ালে ফুটিয়ে তুলতেন শিল্পীরা। একে অপর পক্ষকে বিঁধে কবিতা ও স্লোগান লিখে বাজিমাত করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। এখন এক নিমেষেই সেই কাজ করে ফেলছে এআই। প্রতিপক্ষকে বিঁধতে এআই-য়ের কামাল ব্যবহার করে ভোটযুদ্ধে নেমে পড়েছে সব রাজনৈতিক দলই।

বিঁধতে ছাড়ছে না কেউ কাউকেই। সিপিএমের অফিশিয়াল পেজে এআই-এর মাধ্যমে 'ভিলেন' সাজানো হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পরিযায়ী শ্রমিক, দুর্নীতি ইত্যাদি সব ইস্যুতেই এআই অবয়ব দিয়ে চলছে ধারালো প্রচার। পিছিয়ে নেই তৃণমূলও। 'রথে চড়ে পরিবর্তনের গান, কাজের বেলায় শূন্যস্থান'— এমন ছড়া কেটে কখনও উন্নয়নের খতিয়ান, আবার কখনও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাহাত্ম্য তুলে ধরা হচ্ছে চ্যাটজিপিটির তৈরি স্লোগানে।

তৃণমূলের প্রচার সংগীতে যখন 'বাংলা মা'কে জেতানোর ডাক দেওয়া হচ্ছে, তখন পালটা মরণকামড় দিচ্ছে গেরুয়া শিবিরও। মুখ্যমন্ত্রী বা অভিষেকের অবয়বের মুখে কাপড় বেঁধে নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিজেপির আইটি সেল। অর্জুন সিং-এর গড় ব্যারাকপুরে স্লোগান উঠছে, 'তৃণমূল মানেই সর্বনাশা'।

ছবি : এআই

এবারের ভোট প্রচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে দলের আইটি সেলের কর্মীরাও কবুল করছেন এই সহজ সত্যিটা। সিপিএম, বিজেপি কিংবা তৃণমূলের ডিজিটাল টিমদের মুখেই এক কথা, 'প্রযুক্তির যুগে এআই ছাড়া গতি নেই।' সিপিএমের সমাজমাধ্যমে কর্মরত এক সদস্যের কথায়, 'প্রযুক্তির যুগে প্রচারের জন্য তাকে কাজে লাগাতেই হবে। মূলত প্রার্থীদের প্রচারের ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স ও লেখার কাজগুলি এআই দিয়ে হয়।' বিজেপির আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়ার ইনচার্জ সপ্তর্ষী চৌধুরী বলেন, 'আমরা এআই-এর ওপর প্রচুর ভিডিও করেছি। সমকালীন সময়ের বিভিন্ন ইস্যু এআই দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে।' 'ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতাদি' সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিটির ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'স্লোগান প্রয়োজন হলে চ্যাটজিপিটির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। প্রার্থীদের প্রচারের ক্ষেত্রে ছবি বা স্লোগান তৈরিতেও এআই ব্যবহার করা হচ্ছে। রিলস, শর্ট, ভিডিও তৈরিতেও আমরা ব্যবহার করছি।'

স্লোগান থেকে গ্রাফিক্স, ভিডিও থেকে ক্যাপশন, সব এখন অ্যালগরিদমের খেল। রাজনীতির এই নতুন 'কোল্ড ওয়ারে' রং-তুলি এখন জাদুঘরে যাওয়ার অপেক্ষায়, আর রাজত্ব করছে কৃত্রিম মেধা।

আজ টিভিতে

আড় মাছের কালিয়া এবং মুগ ডালের পুলি রান্না শেখাবেন মালা ভট্টাচার্য। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ পবিত্র পাপী, বেলা ১১.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, দুপুর ২.০০ জীবন যুদ্ধ, বিকেল ৫.০০ অভাগিনী, রাত ৮.০০ তোমায় পাব বলে, ১১.০০ আমার শপথ

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ম্যাডাম গীতারানি (বাংলা ভার্সন) দুপুর ১২.৩০ দেবী, বিকেল ৪.০০ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.০০ হিরো, রাত ১০.০০ রসগোল্লা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.৩০ হীরক জয়ন্তী, সন্ধে ৭.৩০ বড় বউ, রাত ১০.৩০ শিবাজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মিস প্রিয়ংবদা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধাতার খেলা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন তৃষ্ণা

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.০৩ তোহফা, দুপুর ১.৩৬ অওলাদ, বিকেল ৪.৩৭ মকসদ, সন্ধে ৭.৪৮ নয়া রাস্তা, রাত ১০.৩৪ অনুরাগ

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৫ বেবি জন, দুপুর ২.৫৫ খুঁখার, বিকেল ৫.২১ শূরবীর, রাত ৮.০০ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, ১১.০১ নাইনটি এমএল

বিগ ক্যাট কান্ট্রি সন্ধে ৬.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি রাত ৮.০০ জি সিনেমা

বড় বউ সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অত্যধিক আত্মবিশ্বাস আজ ক্ষতি করবে। প্রেমের সঙ্গীকে মনের সমস্ত ইচ্ছা খুলে বলুন। বৃষ : প্রশিক্ষণে সাফল্য মিলবে। ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। মিথুন : জীবাণু সংক্রমণে ভোগান্তি। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য আসবে। মূল্যবান কোনও দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। কর্কট : সন্তানের প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করে তৃপ্তি। প্রায় অকারণেই প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ। পরে অনুতাপ। সিংহ : পুরোনো কোনও বন্ধুর দেখা পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। কন্যা : পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাড়িতে আত্মীর সমাগম। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। তুলা : ব্যবসায় অর্থাগম বাড়বে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। কর্মক্ষেত্রের কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বৃশ্চিক : শরিকি দ্বন্দ্বে মানসিক কষ্ট। বিদেশে কোনও স্বজনের সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। প্রেমে শুভ। ধনু : সন্তানের জন্য অর্থব্যয়। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ। মকর : অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে বহুদিনের ইচ্ছাপূরণ ঘটবে। ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। মীন : বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ১৭ চৈত্র, ৭ এপ্রিল ২০২৬, ২৩ চ'ত, সংবৎ ৫ বৈশাখ বদি, ১৮ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।৫১। মঙ্গলবার, পঞ্চমী দিবা ২।১৯। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৩।৫৩। ব্যাতীপাতযোগ দিবা ২।৪৮। তৈতিলকরণ দিবা ২।১৯ গতে গরকরণ রাত্রি ৩।২১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।৫৩ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ২।১৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।২ গতে ৮।৩৫ মধ্যে ও ১।১৩ গতে ২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৮ গতে ৮।৪৫ মধ্যে। যাত্রা – নাই, রাত্রি ৩।৫৩ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম – নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ চৈত্র ১৪৩২

জ্বালানির জ্বালা

জ্বালানি তেল জড়িয়ে আছে ভূ-রাজনীতির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ সেই সত্যকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। জ্বালানি সংকট এখন গোটা বিশ্বের বড় সমস্যা। যে সমস্যা থেকে পরিত্রাণের আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। একদিকে জ্বালানির সংকট, অন্যদিকে তার মূল্যবৃদ্ধির ফাঁস জড়িয়ে ধরেছে সাধারণ মানুষকে। আবগারি শুল্ক কমিয়ে ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঠেকিয়ে রেখেছে সরকার। তাছাড়া জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি সরাসরি মুদ্রাস্ফীতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়লে তা আরও অনেক কিছু সমস্যা তৈরি করে। যেমন পরিবহণ খরচ বাড়ে। তাতে সমস্ত পণ্যের দাম বাড়ে। খাদ্যশস্যের ওপর প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করে সাধারণ মানুষ। আবগারি শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার কমানোয় নিঃসন্দেহে মুদ্রাস্ফীতির ওপর চাপ লঘু হবে। দেশের মূল্য সূচকে জ্বালানির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-উভয় রকম প্রভাব থাকায় আবগারি শুল্ক হ্রাসের সিদ্ধান্তটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত।

আবগারি শুল্ক কমানো তাই শুধুমাত্র আর্থিক পদক্ষেপ বললে ভুল হবে। তাতে পুরো প্রেক্ষিতটি পরিষ্কার হবে না। কেননা, শুল্ক হ্রাসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও সরকারের নীতিগত অবস্থান যুক্ত। ভারতে এই মুহূর্তে ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। সেই পরিপ্রেক্ষিতটিকেও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিবেচনায় রাখতে হবে। এতে কোনও দ্বিমত থাকার কারণ নেই যে, জ্বালানির দাম সরাসরি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।

আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তে এই বার্তা দেওয়া হয় যে, সরকার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন এবং সমস্যাটির চটজলদি সমাধানের জন্য প্রস্তুত। ভোটের মরশুমে এই সিদ্ধান্ত তাই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে একটি রাজনৈতিক বার্তা। মনে রাখা দরকার, আবগারি শুল্ক কমানোর অর্থ সরকারের রাজস্ব ঘাটতির ঝুঁকি নেওয়া। কেননা, জ্বালানির ওপর শুল্ক সরকারের অন্যতম প্রধান রাজস্ব সংগ্রহের উৎস।

এই শুল্ক কমালে কোনও না কোনওভাবে সরকারকে হয় ব্যয়সংকোচ বা একইসঙ্গে বিকল্প আয়ের পথ খুঁজতে হয়। ২০২০-’২১ আর্থিক বছরে ৩.৭১ লক্ষ কোটি টাকা বেশি রাজস্ব বেড়েছিল আবগারি শুল্ক ৪৮ শতাংশ বাড়ানোয়। অবশ্য ভারতে জ্বালানির ওপর কর কাঠামো দ্বিস্তরীয়। কেন্দ্র এর ওপর আবগারি শুল্ক চাপায়, রাজ্য নেয় ভ্যাট। ফলে শুধু কেন্দ্র আবগারি শুল্ক কমালেই মানুষের স্বস্তি হবে না যদি রাজ্য সরকারগুলি ভ্যাটে ছাড় না দেয়।

ফলে জ্বালানির দাম নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের টানাপোড়েন একটি বাস্তব ঘটনা এবং সেই টানাপোড়েনের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক। এই টানাপোড়েন বেশি হয় কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল আলাদা হলে। কেন্দ্র শুল্ক কমালে চাপ বাড়ে রাজ্যের ওপর। সাধারণ ধারণা তৈরি হয় যে, রাজ্য ভ্যাট না কমানোয় জ্বালানির দর কমল না কেন্দ্র পদক্ষেপ করা সত্ত্বেও।

এতে কেন্দ্রীয় সরকার সদিচ্ছা দেখিয়ে রাজ্যগুলির দিকে আঙুল তোলার সুযোগ পেয়ে যায়। ভোটের মরশুমে এই সুযোগের তাৎপর্য অনেক গভীর এবং তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যদিও এই সত্যকে আড়াল করা যাবে না, ভ্যাট কমালে রাজ্যের কোষাগারে মারাত্মক চাপ বাড়ে। যা সহ্য করা যে কোনও রাজ্যের পক্ষে কঠিন। কিন্তু মানুষের প্রত্যাশা ও কেন্দ্রের সুকৌশল চাপ এমনই যে, তাতে ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্যের এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রসঙ্গটি সরিয়ে রাখলেও বাস্তব হল আবগারি শুল্ক হ্রাসের ফলে দেশের রাজস্ব ঘাটতি বাড়তে থাকে। ফলে আপাতভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত হলেও যেহেতু এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজার জড়িয়ে থাকে, তাই একটি বড় নীতিগত প্রশ্ন থেকে যায়- সরকার কি আদৌ জ্বালানির মূল্য দীর্ঘমেয়াদে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? নাকি ভোটের বাজারে সাময়িক স্বস্তি আনলেও এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে দেবে!

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে মাংস-ভাতের রাজনীতি

দুর্নীতির পাহাড় আর বেকারত্বের রূঢ় বাস্তব থেকে চোখ ঘোরাতে এবার বাঙালির পাতে ‘মাছ-ভাত’ না থাকার ভয় দেখাচ্ছেন মমতা; আবেগের এই সস্তা রাজনীতি কি আসলেই বাংলার জ্বলন্ত ইস্যুগুলোকে ধামাচাপা দিতে পারবে?

নীহারিকা সরকার

ছবি : এআই

নির্বাচনের আবহে একটি রাজ্যের রাজনৈতিক তর্জা কতটা নিম্নগামী হতে পারে, গোটা বাংলা আজ তারই নগ্ন ও হাস্যকর উদাহরণ রুদ্ধশ্বাসে দেখছে। একটা রাজ্যে যখন বেকারত্বের জ্বালায় লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত তরুণ-তরুণী ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন, একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতিতে যখন শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে, তখন সেই রাজ্যের নির্বাচনি প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে এক অদ্ভুত এবং অলীক প্রশ্ন- বাঙালির পাতে আর মাছ-ভাত জুটবে তো? শাসক ও বিরোধী দলের লড়াইটা এখন আর অর্থনীতি, কর্মসংস্থান বা শিল্পের ব্লু-প্রিন্টে নেই, তা কার্যত আটকে গেছে বাঙালির হেঁশেল আর বাজারের ব্যাগের ভেতর। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আচমকাই তাঁর প্রতিটি নির্বাচনি সভা থেকে এক প্রবল আতঙ্কের বাণ ছুড়তে শুরু করেছেন। তাঁর স্পষ্ট দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মানুষকে আর মাছ-মাংস খেতে দেবে না, জোর করে নিরামিষাশী বানিয়ে দেবে। আপাতদৃষ্টিতে এই দাবিটি হাস্যকর এবং ভিত্তিহীন মনে হলেও, এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অত্যন্ত সুচতুর, গভীর এবং নিখুঁত রাজনৈতিক মগজধোলাইয়ের অঙ্ক।

পোড়খাওয়া এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভালো করেই জানেন, নির্বাচনের ময়দানে কঠিন যুক্তি বা অর্থনীতির খতিয়ান দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। সাধারণ মানুষ যুক্তির চেয়ে আবেগে বেশি বশ মানেন। আর বাঙালির কাছে তার সংস্কৃতি, ভাষা এবং সর্বোপরি তার খাদ্যাভ্যাস হল সেই পরম আবেগ, যেখানে আঘাত লাগলে সে অন্ধের মতো প্রতিক্রিয়া দেখায়। মাছ-ভাত শুধু বাঙালির খাবার নয়, এটি তার আত্মপরিচয়, যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই ভোটের মুখে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়ার রূঢ় বাস্তবকে ধামাচাপা দেওয়ার এর চেয়ে মোক্ষম ‘ট্রাম্প কার্ড’ আর কী হতে পারে? কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ- প্রতিটি জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি যখন মা-বোনেদের উদ্দেশে বলছেন, ‘ওরা এলে আপনাদের মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে, মাংস রান্না করতে দেবে না’, তখন তিনি আসলে অত্যন্ত সুকৌশলে রাজ্যের আসল সমস্যাগুলো থেকে ভোটারের চোখ ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। বেকারত্ব, দুর্নীতি বা সন্দেশখালির মতো ইস্যুগুলোর মোকাবিলা করার চেয়ে, বাঙালির মনে এই ‘অস্তিত্বের সংকট’ তৈরি করাটা অনেক বেশি সহজ এবং ভোটের অঙ্কে তা জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে।

কিন্তু একটু ঠান্ডা মাথায় বিচার করলেই এই আতঙ্কের ফানুসটা চুপসে যায়। সত্যিই কি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে মানুষ মাছ-মাংস খায় না? ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকালেই বাস্তব চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যায়। পড়শি রাজ্য অসম বা ত্রিপুরায় বিজেপির সরকার রয়েছে। সেখানকার মানুষের প্রধান খাদ্যও কিন্তু মাছ-ভাত। ত্রিপুরায় তো বাঙালির চেয়েও বেশি মাছের পদ রান্না হয়। সেখানে কি কারও পাতে মাছ পড়া বন্ধ হয়েছে? মহারাষ্ট্র বা গোয়ার মতো রাজ্যগুলোতে, যেখানে দীর্ঘসময় ধরে বিজেপি ক্ষমতায় আছে বা ছিল, সেখানকার মানুষের একটা বড় অংশ কট্টর আমিষাশী। সমুদ্রঘেরা গোয়া বা মহারাষ্ট্রের কঙ্কণ উপকূলে সি-ফুড বা মাছ ছাড়া মানুষের একদিনও চলে না। এমনকি গোয়া বা উত্তর-পূর্বের অনেক বিজেপি শাসিত রাজ্যে প্রকাশ্যে গোরুর মাংসও খাওয়া হয়, যা নিয়ে সেভাবে কোনও আইনি বা সামাজিক বাধাও নেই। তাহলে হঠাৎ করে শুধুমাত্র বাংলায় এসেই বিজেপি সবার পাত থেকে মাছের ঝোল কেড়ে নেবে- এমন অযৌক্তিক তত্ত্ব কীভাবে হালে পানি পায়? উত্তরটা খুব সহজ। রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য তথ্য বা সত্যের কোনও প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় শুধু একটা ভয় তৈরি করার। আর সেই ভয়ের রাজনীতিতেই এখন বাংলা আচ্ছন্ন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-ও শাসকদলের এই সুকৌশলী ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতারা জনসভায় দাঁড়িয়ে রীতিমতো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, ‘বিজেপি ক্ষমতায় এলে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন পুরোদস্তুর আমিষাশী বাঙালি।’ বিরোধী শিবিরের এই চরম আত্মরক্ষামূলক কৌশল দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও হতবাক। যে দলের কাজ ছিল রাজ্যের অর্থনৈতিক দেউলিয়া দশা নিয়ে শাসকদলের ঘুম উড়িয়ে দেওয়া, তারা কিনা এখন মাছ-মাংসের গ্যারান্টি কার্ড বিলি করছে! রাজনীতির এই ভিত্তিহীন তর্জায় আসলে জয় হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সুনিপুণ স্ট্র্যাটেজিরই, যা তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে বুনেছেন।

এই মাছ-ভাতের সস্তা রাজনীতির ডামাডোলে আজ বাংলার আসল এবং জ্বলন্ত ইস্যুগুলো কার্যত ব্যাকসিটে চলে গেছে। যে

দুর্নীতি, কর্মসংস্থানহীনতা ও ঋণের পাহাড়ের মতো জ্বলন্ত ইস্যুগুলি থেকে নজর ঘোরাতেই ভোটের বাজারে ‘মাছ-ভাত’ না থাকার অলীক আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, শাসকদলকে রাজ্যের এই দেউলিয়া অর্থনীতি নিয়ে চেপে ধরার বদলে, প্রকাশ্যে মাছ খাওয়ার প্রমাণ দিয়ে হাস্যাস্পদ হচ্ছে বিরোধী শিবির। আবেগের এই সস্তা রাজনীতি আদতে বাংলার ভবিষ্যৎকেই খাদের কিনারায় ঠেলে দিচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পিচে খেলাতে চেয়েছেন, বিজেপি ঠিক সেই পিচেই খেলতে নেমে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলছে। শাসকদলকে দুর্নীতি, নারী নির্যাতন বা শিল্পহীনতার মতো জ্বলন্ত ইস্যুতে ক্রমাগত আক্রমণ করে ব্যাকফুটে ফেলার বদলে, গেরুয়া শিবিরের নেতারা এখন প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে তাঁরা কতটা মাছ-মাংস খেতে ভালোবাসেন! রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতা শমীক ভট্টাচার্যকে টিভি ক্যামেরার সামনে বসে রীতিমতো কবজি ডুবিয়ে মাছ-ভাত খেতে দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিজেপির রাজ্যে শিক্ষিত বেকার তরুণরা মাসে মাত্র ১৫০০ টাকার ‘যুবসাথী’ অনুদান পাওয়ার জন্য সরকারি ক্যাম্পগুলোতে মাইলের পর মাইল লাইন দিচ্ছেন, সেখানে কর্মসংস্থানের কোনও সুনির্দিষ্ট দিশা নেই কেন- সেই প্রশ্নটা আজ আর কেউ করছে না। নিয়োগ দুর্নীতির জেরে যাঁদের যৌবন আজ রাজপথের ধর্নামঞ্চে তিল তিল করে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা, পরিকাঠামোর অভাব, অনুৎপাদক খয়রাতির জেরে রাজ্যের মাথায় চেপে বসা ঋণের বিশাল পাহাড়- এই সব জীবনমরণের প্রশ্নগুলো আজ মাছের বাজারের কোলাহলে তলিয়ে গেছে। নীতি আয়োগের মতো সংস্থা যখন বলছে যে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার নিরিখে বাংলা আজ দেশের একেবারে তলানিতে, তখন সেই লজ্জাজনক পরিসংখ্যান নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলেরই যেন মাথাব্যথা নেই। কারণ, উভয় পক্ষই বুঝে গেছে যে, সাধারণ মানুষকে এই সস্তা আবেগের আফিমে ভুলিয়ে রাখাটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

বাঙালির মননশীলতা এবং রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একসময় এই বাংলা গোটা দেশকে পথ দেখাত। কিন্তু আজ সেই বাঙালির রাজনৈতিক চর্চা এমন এক তলানিতে এসে ঠেকেছে, যা দেখলে সত্যিই শিউরে উঠতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলো হয়তো তাদের নিজস্ব সমীকরণ এবং ভোটব্যাংকের স্বার্থে এই ধরনের অপপ্রচার চালাবেই, কিন্তু রাজ্যের সাধারণ নাগরিক, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ কি সত্যিই এত বোকা? তাঁরা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, ভোটের বোতাম টিপলে তাঁদের হাঁড়ির খবর কেউ নিয়ন্ত্রণ করবে?

সময় এসেছে এই আবেগের রাজনীতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার। শাসকদলকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, মানুষের পকেটে যদি রোজগার না থাকে, কর্মসংস্থানের অভাবে রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে পরিযায়ী শ্রমিকের তকমা নিয়ে যদি ভিনরাজ্যে ছুটতে হয়, তবে সেই শূন্য পকেটে বাজারে গিয়ে মাছ কেনার ক্ষমতা কারও থাকবে না। মাছ-ভাতের অধিকার কেউ কেড়ে নেয় না, কিন্তু অর্থনৈতিক দেউলিয়া দশা মানুষকে অনাহারে ঠেলে দেয়। তাই ভোটের ময়দানে মাছ-মাংসের তর্জা বন্ধ করে, রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত বাংলার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার এবং কর্মসংস্থানের ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে মানুষের সামনে আসা। তা না হলে, এই অপসংস্কৃতি এবং সস্তা আবেগের রাজনীতি বাংলার ভবিষ্যৎকে এমন এক খাদের কিনারায় ঠেলে দেবে, যেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনও পথ খোলা থাকবে না।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৭৭০

ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পণ্ডিত রবিশংকর।

আলোচিত

শুধু বেজন্মা শব্দটি ব্যবহার করলেই তা এমন কোনও প্রভাব ফেলে না যাতে মানুষের মনে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আজকাল উত্তপ্ত বিতর্কে এই ধরনের শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। অশ্লীলতা শব্দটির স্পষ্ট সংজ্ঞা দণ্ডবিধিতে নেই। কোনও শব্দ কারও অপছন্দের হতে পারে, কিন্তু আইনের চোখে অশ্লীল নয়।

- সুপ্রিম কোর্ট

ভাইরাল/১

মেক্সিকোর ‘জুডাস দহন’ উৎসবে এবার ট্রাম্পের কুশপুতুল পোড়ানো হল। এই উৎসবে বিতর্কিত ব্যক্তিত্বদের কুশপুতুল পুড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। ঢাক, ঢোল ও বাজি ফাটিয়ে কুশপুতুলে আগুন দেওয়া হয়। উল্লাসে ফেটে পড়ে জনতা।

ভাইরাল/২

অবৈধ কিডনি পাচারচক্রের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। মূল অভিযুক্ত আফজল ও পারভেজ সাইফি পলাতক। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, হোটেলের ঘরে বিছানায় বান্ডিল বান্ডিল ৫০০ টাকার নোট ছড়িয়ে শুয়ে হাসাহাসি করছে।

জনমন জনমত

স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী, শিকেয় পড়াশোনা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য প্রচুর আধাসামরিক বাহিনী আনা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ, এসএসবি প্রভৃতি। এই বাহিনী সাধারণত সরকারি বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে থাকছে। এর ফলে সেইসব স্কুল-কলেজে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। ভোটের পরে ফলাফল বের হওয়া পর্যন্ত অনেক সময় তাদের রাখা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অনেক শহরে যেমন শিলিগুড়ির আশপাশে এই আধাসামরিক বাহিনীদের অনেক কেন্দ্র রয়েছে। তাতে থাকার জন্য আবাসন এবং ব্যারাক রয়েছে। যদি সম্ভব হয় তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রের আশপাশে অস্থায়ী আবাসন বা টেন্ট তৈরি করে রাখার ব্যবস্থা সম্ভব হলে করা যেতে পারে। অথবা নির্বাচন কমিশন অস্থায়ীভাবে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় অন্য কোনও জায়গায় তাদের রাখার ব্যবস্থা করতে পারে। এতে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি হবে না।

রীতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

....

আবর্জনাময় দুর্গামণ্ডপ

কুশমণ্ডি হাটখোলায় বুড়িমা তলায় দুর্গামণ্ডপের উত্তর দিকের দেওয়ালের ধার বরাবর নোংরা জমে একশেষ। হাট ও মন্দির কর্তৃপক্ষ উদাসীন। একটা মন্দিরের পবিত্রতা এভাবে নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না। এই নোংরা পরিষ্কার করা এবং এই জায়গায় যাতে পুনরায় নোংরা জমা না হয় তার নজরদারি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কাম্য।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

....

রক্তদাতা সেন্টার চালু হোক

জলপাইগুড়িতে প্রয়োজনে রক্ত পাওয়া যায় না বা রক্তদাতার খোঁজ মেলে না। ফলে রক্তের অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছেন। যদিও এখনও অনেক মানবিক মানুষ আছেন যাঁরা বিপদে পাশে থাকেন, কিন্তু জরুরি সময় যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় জলপাইগুড়িতে রক্তদাতাদের সেন্টার করলে উপকার হয়। আয়া সেন্টার, ড্রাইভার সেন্টার থাকলেও রক্তদাতা সেন্টার থাকবে না কেন? শহরবাসীর সহযোগিতায় রক্তদাতা সেন্টার চালু করা হোক। তাহলে মুমূর্ষু রোগীরা উপকৃত হবেন।

নূপুর ব্যানার্জি
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গণতন্ত্রে বিপন্ন মায়ের কাতর আর্তনাদ

বিপন্ন বিচারক থেকে নিহত চিকিৎসকের মা, বর্তমান সমাজে জননীদের নিরাপত্তাহীনতা বেড়েই চলেছে।

অজিত ঘোষ

এসআইআর তালিকায় নাম বাতিলের প্রতিবাদ ঘিরে কালিয়াচক বিডিও অফিসে সম্প্রতি কী হয়েছে তা সবারই জানা। কাজে নিযুক্ত তিন মহিলা বিচারক সহ মোট সাতজন বিচারককে ঘেরাও করা হয়। শেষপর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কঠোর মৌখিক নির্দেশে রাত বারোটার পর তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়। দীর্ঘ ঘেরাও পর্বে তাঁদের পানীয় জলটুকুও দেওয়া হয়নি। ফেরার পথে রাস্তা আটকে বাঁশ ও ইট-পাথর নিয়ে প্রবল হামলা চালানো হয়। এক মহিলা বিচারকের গাড়ির কাচ ভাঙে এবং চালক ইটের আঘাতে জখম হন। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত বিচারকের আর্তনাদ ছিল, তাঁর যদি কিছু হয়ে যায় তবে হাইকোর্ট তাঁর সন্তানের দায়িত্ব নেবে কি না।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিচারকদের যুক্ত করার সময় আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চক্রবর্তী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, এর ফলে তাঁরা আক্রোশের লক্ষ্য হতে পারেন। আজ তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটল। গণতান্ত্রিক দেশে বিচার ব্যবস্থার উপর এমন নজিরবিহীন হামলার ঘটনা সত্যিই অভাবনীয়। ভোটের ময়দানে শাসক এবং বিরোধী উভয়পক্ষই এই বিশৃঙ্খলার দায় একে অপরের ঘাড়ে চাপাতে ব্যস্ত। তবে এই রাজনৈতিক তর্জার ঊর্ধ্বে উঠে আসে এক বিপন্ন মায়ের বিশ্বজনীন আর্তনাদ। যিনি চোখের সামনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজের নিরাপত্তার চেয়ে বহুগুণ বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন তাঁর সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সমাজের অন্য পেশার মানুষ এই পরিস্থিতির শিকার হলেও হয়তো একইভাবে অসহায় বোধ করতেন।

ছবি : এআই

সন্তানকে চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি আরজি করের সেই চিকিৎসক বা কালীগঞ্জের সেই কিশোরীর মা। প্রথমজনকে পরে সন্তানের মৃতদেহ দেখতে হয়েছিল আর দ্বিতীয়জনের সামনেই তিলে তিলে মৃত্যু হয় তাঁর সন্তানের। দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা কেউই আজও বিচার পাননি। তাই বিচারের আশায় সেই চিকিৎসকের মা পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির এবং সেই কিশোরীর মা কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী হয়েছেন। সন্তানের মৃত্যুর বিচার চাইতে গিয়ে মায়েদের এই নির্বাচনি লড়াইয়ে শামিল হওয়া বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

প্রশ্ন ওঠে, যেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে থাকা একজন বিচারক নিজে সুরক্ষিত নন এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন সেখানে এই দুই মা আদৌ সঠিক বিচার পাবেন কি না। বর্তমান সময়ের এই বিচারক মায়ের আকুতি যেন বহু দূরের অন্নদামঙ্গল কাব্যের ঈশ্বরী পাটনির সঙ্গে এক অদৃশ্য যোগসূত্র তৈরি করে। দেবী অন্নদার কাছে ঈশ্বরী পাটনি সর্বজনীন মায়ের রূপ নিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর সন্তান যেন দুধেভাতে থাকে। সেই চিরন্তন আবেদনের সঙ্গেই আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় এক আতঙ্কিত বিচারকের চরম অসহায়তার প্রশ্ন, তাঁর অবর্তমানে তাঁর সন্তানের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে।

অষ্টাদশ শতকের দারিদ্র্যপীড়িত সময়ে ঈশ্বরী পাটনি সন্তানের ন্যূনতম অন্নবস্ত্রের নিশ্চয়তা চেয়েছিলেন। আজ বিজ্ঞান ও কৃষির উন্নতিতে খাদ্যের অভাব মিটলেও সন্তানের নিরাপত্তা চরম সংকটের মুখে। তাই বিচারক মাকে সন্তানের সুরক্ষার আকুতি জানাতে হয়। অন্যদিকে, লক আপে মৃত দীপঙ্কর সাহার মায়ের কান্না বা বারুইপুরে নিহত অভিকের মাকে থানায় অভিযোগ জানাতে না দেওয়ার ঘটনা এই নিরাপত্তাহীনতাকেই তুলে ধরে। আবার অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের মা সন্তানের দুর্নীতির টাকা আগলাতে গিয়ে সামনে এসেছেন এবং কুন্তল শর্তসাপেক্ষ জামিন পেয়েছেন। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র বা বর্তমানের রাজনীতি যাই হোক না কেন, সন্তানের সুরক্ষায় মায়েদের এই শঙ্কা ও ভীতি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য কখনোই শুভ নয়।

(লেখক অক্ষরকর্মী। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪১৩

পাশাপাশি : ১। শরীর ও মনের অস্থির অবস্থা ৩। ঈশ্বরে যাঁর বিশ্বাস আছে ৫। জ্ঞান বুদ্ধি ও বোধ শক্তির অভাব আছে ৬। ইঙ্গিত বা সংকেত ৭। গুড় বা চিনির রস মাখানো খই ৯। নখ দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করা ১২। রান্নার চ্যাপটা হাঁড়ি বা পাতিল ১৩। পরের দায়িত্ব বা ঝুঁকি নিজের উপর নেওয়া।

উপর-নীচ : ১। চোখের অসুখ, আঞ্জনি ২। পরিচিত সবজি লতানো গাছে হয় ৩। যে খুঁটিতে হাতি বাঁধা হয় ৪। মৃতদেহ রাখার বাক্স ৫। যেখানে অপরাধীদের রাখা হয় ৭। মাটির ছোট পাত্র গয়না বানাতে লাগে ৮। বিরূপ বা কুৎসিত ৯। ঘাটতি, টান বা বাড়ন্ত ১০। বাড়ির সামনে পাকা রোয়াক ১১। গৌরব, সম্মান বা খাতির।

সমাধান ■ ৪৪১২

পাশাপাশি : ১। অলক ৪। শিঞ্জন ৫। কাবা ৭। সওদা ৮। বাসুদেব ৯। সটকানো ১১। সাঙনা ১৩। হল ১৪। জব্বর ১৫। সকাল।

উপর-নীচ : ১। অলস ২। কশিদা ৩। জনসেবা ৬। বাসব ৯। সমীহ ১০। নোনাজল ১১। সারস ১২। নাবাল।

বিন্দুবিসর্গ

মোদির মন্তব্যে নিজের ব্র্যান্ডের ইঙ্গিত

‘সংঘের ছায়া ছেড়ে মহীরুহ বিজেপি’

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্মীদের আত্মত্যাগকে সেলাম জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, প্রতিকূলতা সয়েই আজ বিজেপি পাহাড়-প্রমাণ উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে বাংলা ও কেরলে রাজনৈতিক হিংসার শিকার হওয়া কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোদি বলেন, ‘বিজেপি কর্মীরা জনস্বার্থে লড়াই থেকে পিছু হঠেননি। জরুরি অবস্থা থেকে কংগ্রেসের দমন-পীড়ন— সব সহ্য করেই এই জয়রথ এগিয়েছে।’

এদিন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সবথেকে বেশি চর্চা শুরু হয়েছে আরএসএস সংক্রান্ত একটি মন্তব্য ঘিরে। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি বলেন, ‘আরএসএস-এর পবিত্র বটবৃক্ষের ছায়ায় আমরা নিঃস্বার্থ রাজনীতির প্রেরণা পেয়েছিলাম। প্রথম কয়েক দশক আমরা দলের নীতি গড়েছি। কিন্তু আজ সেই বটবৃক্ষের ছায়া থেকে বেরিয়ে বিজেপি নিজেই এক বিশাল মহীরুহ বা শক্তিতে পরিণত হয়েছে।’ রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, এই মন্তব্যের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আসলে ‘ব্র্যান্ড মোদি’র অধীনে বিজেপির স্বনির্ভর ও শক্তিশালী হয়ে ওঠারই ইঙ্গিত দিলেন।

বাংলার ভোট-সংস্কৃতিকে তোপ দাগতে ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, বাংলায় রাজনৈতিক হিংসাকে একধরণের সংস্কৃতিতে পরিণত করা হয়েছে। নাম না করেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বিজেপির বহু কর্মী এই হিংসার শিকার হয়েছেন এবং প্রাণও হারিয়েছেন। সেই সমস্ত কর্মীদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। তাঁর কথায়, ‘আমাদের কর্মীদের ওপর বারবার আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু আমরা থামিনি,

পিছিয়েও যাইনি। লড়াই চালিয়ে গিয়েছি।’

পাশাপাশি ১৯৮৪ সালের প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘রেকর্ড আসন জিতেও কংগ্রেস মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তারপর থেকেই ক্ষমতার রাজনীতির বদলে সেবার রাজনীতি নিয়ে মানুষের ভরসা হয়ে উঠেছে বিজেপি।’

৩৭০ ধারা রদ থেকে তিন তালাক রদ প্রমুখ ইস্যু নিয়ে মোদির গলায় এদিন শোনা গেল উন্নয়নের খতিয়ান। তিনি বলেন, ‘বিজেপিই একমাত্র দল যে দেশকে মা হিসেবে গণ্য করে। আমাদের কাছে দেশ সবার আগে।’ দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেন, ২০২৯-এর নির্বাচনে নারীশক্তির ব্যাপক অংশগ্রহণ ভারতকে ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। অমিত শা, জেপি নাড্ডা, যোগী আদিত্যনাথ সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এদিন মোদির সুরেই কর্মীদের উজ্জীবিত করার বার্তা দিয়েছেন।

মোদি উবাচ

- আজ আরএসএসের বটবৃক্ষের ছায়া থেকে বেরিয়ে বিজেপি নিজেই এক বিশাল মহীরুহ বা শক্তিতে পরিণত হয়েছে
- বাংলায় রাজনৈতিক হিংসাকে একধরনের সংস্কৃতিতে পরিণত করা হয়েছে
- বিজেপিই একমাত্র দল যে দেশকে মা হিসেবে গণ্য করে

অগ্নিপরীক্ষা... ভোপালে সেনাদের ট্রেনিং চলছে। সোমবার।

রাজ্যসভায় শপথ ১৯ নয়া সাংসদের

দায়িত্বে কোয়েল, পুলিশকর্তা রাজীব

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : সংসদের উচ্চকক্ষে শুরু হল নতুন ইনিংস। সোমবার রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের ১৯ জন সদস্য। এর মধ্যে বাংলা থেকে পাঁচজন, তামিলনাড়ু থেকে ছয়জন, মহারাষ্ট্র থেকে পাঁচজন এবং ওড়িশা থেকে তিনজন সাংসদ শপথ নেন। শপথবাক্য পাঠ করান দেশের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণন।

বাংলা থেকে এবার ঘাসফুল শিবিরের হয়ে উচ্চকক্ষে গিয়েছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা রাজীব কুমার, টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, সুপ্রিম কোর্টের দুঁদে আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। অন্যদিকে, পদ্ম শিবিরের হয়ে শপথ নিয়েছেন রাহুল সিনহা। মেনকা গুরুস্বামী বাদে বাংলার বাকি চার সাংসদই এদিন মাতৃভাষা বাংলায় শপথবাক্য পাঠ করেন।

শপথগ্রহণের দিনেও নজর কাড়ল বাঙালিয়ানা। লাল পেড়ে তাঁতের শাড়ি আর কাঁথা স্টিচের ব্লাউজে ষোলোআনা বাঙালি সাজে সংসদে হাজির ছিলেন কোয়েল মল্লিক। সঙ্গে ছিলেন বাবা রঞ্জিত মল্লিক, মা, স্বামী ও ছেলে। দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর কোয়েল বলেন, ‘নতুন জায়গা, মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে।’ অন্যদিকে, মেনকা গুরুস্বামীর গলায় ছিল বাংলার দাবিদাওয়ার সুর। তিনি বলেন, ‘বাংলার প্রতিটি জ্বলন্ত সমস্যা সংসদে তুলে ধরাই আমার প্রধান কাজ।’ তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সঙ্গী অরুন্ধতী কাটজুও। এদিন বাবুল সুপ্রিয়কে বেশ নস্টালজিক দেখিয়েছে। সেন্ট্রাল হলে ঘুরে ঘুরে পরিবারকে দেখান তাঁর পুরনো আসন।

তবে এই শপথ শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, এর নেপথ্যে রয়েছে কেন্দ্রের রাজনৈতিক অঙ্ক। লক্ষ্য, বহুল চর্চিত ‘মহিলা সংরক্ষণ বিল’ পাস করানো। আগামী ১৬ এপ্রিল সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হতে পারে। এটি সংবিধান সংশোধনী বিল, তাই সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট নিশ্চিত করতে রাজ্যসভার নতুন সংখ্যার সমীকরণ কেন্দ্রের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিজেপি চাইছে আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থন জোগাড় করে বা বিরোধীদের অনুপস্থিতিতে বিলটি মসৃণভাবে পাস করিয়ে নিতে। কারণ, মহিলা বিলের সরাসরি বিরোধিতা করলে ভোটারদের কাছে নেতিবাচক বার্তা যাওয়ার ভয় থাকে। তবে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন বলেন, ‘রাজ্যে ভোট চলবে। সেই সময় বিশেষ অধিবেশনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়তো হবেনা। তবে সবটাই নির্ভর করছে দলনেত্রীর সিদ্ধান্তের উপর।’ সবমিলিয়ে, ১৯ নতুন মুখ নিয়ে রাজ্যসভার আঙিনা এখন তপ্ত রাজনৈতিক দাবার চালেরই অপেক্ষায়।

শপথ নেওয়ার পর সংসদে পরিবারের সঙ্গে ছবি তুললেন কোয়েল মল্লিক।

গ্যাসের সিলিন্ডার বুঝে নিচ্ছেন ডেলিভারি ম্যানরা। সোমবার মুম্বইয়ে।

সিলিন্ডার নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের আকাল নিয়ে তৈরি হওয়া আশঙ্কায় জল ঢালল কেন্দ্র। সোমবার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা সাংবাদিক বৈঠকে জানান, দেশের কোনও ডিস্ট্রিবিউটরের কাছেই সিলিন্ডারের অভাব নেই। প্রতিদিন প্রায় ৫০ লক্ষ সিলিন্ডার গ্রাহকদের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলির শীর্ষ কর্তারা যেমন নজরদারি চালাচ্ছেন, তেমনই রাজ্য সরকারগুলিকেও মজুতদারি বা কালোবাজারি রুখতে সতর্ক করা হয়েছে।

এখন রান্নার গ্যাসের বুকিংয়ের ৯৭ শতাংশই হচ্ছে অনলাইনে, যা এক অনন্য রেকর্ড। আর এই সিলিন্ডার পাচার রুখতে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্র। ডেলিভারির সময় ওটিপি যাচাই করার ব্যবস্থা এখন ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনার বুক করা গ্যাস অন্য কোথাও যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। গ্রাহকদের বাড়তি সুবিধার কথা মাথায় রেখে ডিস্ট্রিবিউটররা এখন রবি ও ছুটির দিনেও কাজ করছেন। তাই অযথা আতঙ্কিত হয়ে বাড়তি সিলিন্ডার মজুত না করার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র। ভাঁড়ারে পর্যাপ্ত গ্যাস রয়েছে, তাই পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই দাবি মন্ত্রকের।

নিহত ইরানের গোয়েন্দা প্রধান

হরমুজ প্রণালী নিয়ে ট্রাম্পের চরম হুঁশিয়ারি

তেহরান, ৬ এপ্রিল : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছে। সোমবার ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে ভয়াবহ হামলা-পালটা হামলায় অন্তত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যেই ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের গোয়েন্দা প্রধান মেজর জেনারেল মজিদ খাদেমির মৃত্যু তেহরানের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইরান ও ইজরায়েলের চলতি সংঘাতের আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ইরানকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য নতুন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন।

তেহরান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মার্কিন-ইজরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ২৫ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইজরায়েলের হাইফাতে একটি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দু-জনের মৃত্যু হয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম আইআরআইবি জানিয়েছে, রাজধানী তেহরানের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার জেরে গ্যাস পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। সংঘাতের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে লেবানন ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতেও। লেবাননে ইজরায়েলি হামলায় এক শিশু সহ ১৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই ট্রাম্প তাঁর ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ প্ল্যাটফর্মে অত্যন্ত কড়া ভাষায় ইরানকে আক্রমণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, মঙ্গলবার হবে পাওয়ার প্ল্যান্ট ও ব্রিজ ধ্বংসের দিন। হয় ওই প্রণালী (হরমুজ) খুলে দাও, না হলে নরকের যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত থাকো। কিছুক্ষণ পর তিনি এই সময়সীমা বাড়িয়ে মঙ্গলবার রাত ৮টা (ভারতীয় সময় বুধবার সকাল সাড়ে ৬টা) পর্যন্ত করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘ওরা (ইরান) যদি তাড়াতাড়ি বোঝাপড়ায় না আসে, তবে আমি সবকিছু উড়িয়ে দেব আর তেলের দখল নেব।’

জবাবে ইরানি সেনার খাতাম আল-আম্বিয়া সদর দপ্তরের মুখপাত্র হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বেসামরিক পরিকাঠামোয় হামলা হলে ইরান আরও বিধ্বংসী প্রতিশোধ নেবে। তবে যুদ্ধের তীব্রতার মধ্যে নেপথ্য কূটনীতিও সক্রিয়। পাকিস্তান, মিশর ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় ‘ইসলামাবাদ অ্যাকর্ড’ নামে একটি শান্তি প্রস্তাব দুই দেশের কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি এবং হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও তেহরান স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও সময়সীমা বা চাপের মুখে তারা নতিস্বীকার করবে না। স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ছাড়া হরমুজ প্রণালী খোলা হবে না।

এদিকে, গত পাঁচ সপ্তাহের এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৩ জন মার্কিন সেনা নিহত এবং ৩০০-র বেশি আহত হয়েছেন। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে গোটা বিশ্ব এখন এক চরম উত্তেজনার প্রহর গুনছে।

- মার্কিন-ইজরায়েলি হামলায় ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের গোয়েন্দা প্রধান মজিদ খাদেমি সহ ২৫ জন নিহত
- মঙ্গলবার রাত ৮টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী না খুললে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সেতু উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ট্রাম্পের
- লেবাননে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের
- পাকিস্তান ও মিশরের মধ্যস্থতায় ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ইরান স্বীকার করেনি
- যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৩ মার্কিন সেনা নিহত

কফিনবন্দি নাবিকের দেহ ফিরল

মুম্বই, ৬ এপ্রিল : ইরান যুদ্ধের বলি প্রথম ভারতীয় নাবিক দীক্ষিত শোলাঙ্কি কফিনবন্দি হয়ে মুম্বইয়ে ফিরলেও, শোকগ্রস্ত পরিবার তাঁর অন্ত্যেষ্টি করল না। মৃতদেহটি যে দীক্ষিতেরই তা নিশ্চিত করতে পরিজনেরা ডিএনএ পরীক্ষার দাবি জানালেন। শোলাঙ্কি পরিবার দীক্ষিতের মৃত্যু নিয়ে সরকারি বক্তব্য বিশ্বাস করছে না। সেকারণেই শেষকৃত্য স্থগিত। শ্মশানঘাটে না গিয়ে দীক্ষিত শোলাঙ্কির দেহ মর্গে রাখা হয়েছে।

বাবা অমৃতলাল শোলাঙ্কি বলেছেন, ‘আমি বিশ্বাস করি না আমার ছেলে নেই। কান্দিভলির বাড়িতে ওর ছবিতে মালা দিইনি।’ ডিএনএ পরীক্ষার দাবিতে অনড় তিনি। মার্চের ১ তারিখে হরমুজে তেলবাহী ট্যাংকার এমটি এমকেডি ভিয়োমে ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ার পর সেখানকার সব নাবিককে উদ্ধার করা হয়। তাঁরা জিনিসপত্র সহ বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন।

গেট ভেঙে ঢুকল গাড়ি, ধৃত ৩

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : সোমবার দুপুরে দিল্লি বিধানসভার গেট ভেঙে ঢুকে পড়ল দুধসাদা এসইউভি। দিনেদুপুরে খাস রাজধানীর বুকে এই ঘটনা শুধু শোরগোল ফেলে দিয়েছে তা-ই নয়, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে নিরাপত্তা নিয়েও।

উত্তরপ্রদেশের নম্বর প্লেট লাগানো ওই সাদা এসইউভিটি দ্রুতগতিতে ২ নম্বর ভিআইপি গেটের ব্যারিয়ার ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, মুখোশ-পরা এক ব্যক্তি গাড়ি থেকে নেমে স্পিকার বিজেন্দ্র গুপ্তর বারান্দায় একটি ফুলের তোড়া ও ব্যাগ রেখে দ্রুত চম্পট দিলেন। পালিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি গেটের লোহার খুঁটিতেও ধাক্কা মারে। ঘটনার পর দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল ও অপরাধ দমন শাখা তল্লাশি চালিয়ে উত্তর দিল্লির রূপনগর থেকে মূল অভিযুক্ত সর্বজিৎ সিংকে গ্রেপ্তার করে এবং গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে। এই ঘটনায় আরও দু’জনকে আটক করা হয়েছে।

থানায় পিটিয়ে মারার মামলা

মৃত্যুদণ্ড ৯ পুলিশের

চেন্নাই, ৬ এপ্রিল : ২০২০ সালে তামিলনাড়ুর সাথানকুলামে ব্যবসায়ী পি জয়রাজ ও তাঁর ছেলে জে বেনিক্সের পুলিশি হেপাজতে নিষ্ঠুর নির্যাতন ও হত্যার ঘটনায় ঐতিহাসিক রায় দিল মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ (মতান্তরে, মাদুরাইয়ের একটি জেলা ও দায়রা আদালত)। সোমবার মাদুরাই আদালতের বিচারক জি মুথুকুমান এই নৃশংস ঘটনাকে ‘বিরলের মধ্যেও বিরলতম’ অপরাধ আখ্যা দিয়ে অভিযুক্ত ৯ জন পুলিশ কর্মীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন।

ঘটনার সূত্রপাত ভরা করোনা-কালে, ২০২০ সালের ১৯ জুন। গোটা ভারতে লকডাউনের জেরে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের। সেই সময় নির্ধারিত সময়ের চেয়ে সামান্য বেশিক্ষণ দোকান খোলা রাখার অভিযোগে ৫৯ বছর বয়সি জয়রাজ ও ৩১ বছর বয়সি তরুণ বেনিক্সকে আটক করে সাথানকুলাম থানার পুলিশ। সিবিআই-এর তদন্তে উঠে আসে, থানার ভিতরে তাঁদের ওপর সারারাত ধরে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁদের শরীরে ১৮টি গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল, যার মধ্যে ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত এবং রক্তক্ষরণ উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত আঘাত সহ্য করতে না পেরে হাসপাতালে তাঁদের মৃত্যু হয়।

মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচারক জি মুথুকুমান তাঁর পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন, ‘বাবা এবং ছেলেকে বিবস্ত্র করে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে... এই নৃশংসতার বিবরণ পড়লে হৃৎপিণ্ড কেঁপে ওঠে।’ এই ঘটনাকে ‘ক্ষমতার অপব্যবহারের চরম দৃষ্টান্ত’ বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিচারক আরও বলেন, তামিলনাড়ুতে অনেক সৎ পুলিশ অফিসার রয়েছেন এবং এই রায় তাঁদের মনে ‘ভীতি সঞ্চার করবে না’, বরং অপরাধীদের প্রতি হুঁশিয়ারি হিসাবে কাজ করবে।

ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত ৯ পুলিশ কর্মীর মধ্যে রয়েছেন তৎকালীন ইনস্পেকটর এস শ্রীধর, সাব-ইনস্পেকটর রঘু গণেশ এবং বালকৃষ্ণান। অপর এক অভিযুক্ত বিচার চলাকালীন কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। প্রায় ছয় বছরের দীর্ঘ আইনি লড়াই এবং ১০০-র বেশি সাক্ষীর বয়ানের ভিত্তিতে এই রায় দেওয়া হয়েছে।

আদানির জন্য পুদুচেরি : রাহুল

পুদুচেরি, ৬ এপ্রিল : ভোটের মুখে পুদুচেরিতে গিয়ে দুর্নীতির ঝাঁপি খুলে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। আগামী ৯ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সোমবার লস্পেটের জনসভা থেকে কেন্দ্র ও বিজেপিকে একহাত নিয়ে রাহুল বলেন, পুদুচেরির সরকার স্থানীয় মানুষের নয়, চলছে দিল্লির ‘রিমোট কন্ট্রোল’-এ। আর এই রিমোট রয়েছে খোদ আদানির হাতে। কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আদানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে চাইছে বিজেপি। উদাহরণ হিসেবে তিনি টেনে আনেন কারাইকাল বন্দরের প্রসঙ্গ। তাঁর দাবি, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দর ইতিমধ্যেই আদানিদের পকেটে। বর্তমান প্রশাসনকে ‘কালেকশন এজেন্ট’ বলে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, ‘এখানকার সরকার প্রতিটি চুক্তিতে ৩০ শতাংশ কমিশন নিচ্ছে। দুর্নীতি এখন রন্ধ্রে রন্ধ্রে।’

এদিন ভাষণে আরও এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে এনেছেন রাহুল। তাঁর দাবি, পুদুচেরি এখন জাল ওষুধের হাবে পরিণত হয়েছে। পোশাক শিল্পের দুর্দশার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘জাল ওষুধ তৈরি করা নিছক দুর্নীতির চেয়েও বড় অপরাধ, অথচ প্রশাসন সব জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে।’

ভোটের মুখে পুদুচেরির মন জিততে একগুচ্ছ বড় ঘোষণাও করেছেন রাহুল গান্ধি। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় এলে পুদুচেরিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে এবং ছয় মাসের মধ্যে বকেয়া পুরভোট সম্পন্ন হবে। এছাড়াও বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য মাসে ২,০০০ টাকা ভাতা, সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৩০,০০০ কর্মসংস্থান, মহিলাদের জন্য বাসে বিনামূল্যে সফর এবং পরিবার পিছু ২০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

কোর্টে সওয়ালে উদ্যোগী কেজরি

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই হাঁটতে চলেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লি হাইকোর্টে নিজের হয়ে সওয়াল করবেন তিনি নিজেই। এর আগে মমতা এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের হয়ে সওয়াল করেছিলেন।

সোমবার দিল্লি হাইকোর্টে বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার এজলাসে সশরীরে উপস্থিত হয়ে কেজরিওয়াল আবেদন জানান, বিচারপতি যেন এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান। কেজরিওয়ালের আশঙ্কা, এই বেঞ্চের বিচারে নিরপেক্ষতার অভাব থাকতে পারে। এর আগে প্রধান বিচারপতির কাছে মামলা স্থানান্তরের আবেদনটি খারিজ হয়ে যাওয়ায় তিনি সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিচারপতির কাছেই এই আর্জি পেশ করেন।

সিবিআই-এর পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা কেজরিওয়ালের এই পদক্ষেপকে ‘নাটুকেপনা’ বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি একে ‘বিচারব্যবস্থার প্রতি অবমাননাকর’ বলেও দাবি করেন। পালটা জবাবে কেজরিওয়াল জানান, তিনি নিজের আইনি অধিকার প্রয়োগ করেই সওয়াল করতে চান। পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : বিজেপিশাসিত অরুণাচল প্রদেশে এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট। স্বজনপোষণ ও আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। অভিযোগ, গত এক দশকে কোনওরকম টেন্ডার প্রক্রিয়া ছাড়াই নিজের নিকটাত্মীয় এবং পারিবারিক সংস্থাকে সরকারি কাজের বরাত পাইয়ে দিয়েছেন তিনি। যার মোট আর্থিক মূল্য প্রায় ১,২৭০ কোটি টাকা।

সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে, তদন্ত শুরুর ১৬ দিনের মধ্যেই তাদের প্রাথমিক ‘স্টেটাস রিপোর্ট’ জমা দিতে হবে। সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই আদালত ঠিক করবে এই মামলায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রয়োজন আছে কি না। তথ্যে দেখা গিয়েছে, যে সমস্ত সংস্থা সরকারি কাজের বরাত পেয়েছে, সেগুলির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে, তাঁর স্ত্রী এবং মা।

দু’টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের করা এই জনস্বার্থ মামলায় আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগ করেছেন, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই এই বিশাল অঙ্কের কাজ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হওয়া সমস্ত সরকারি কন্ট্রাক্ট খতিয়ে দেখবে। প্রয়োজনে এর আগের এবং পরের কাজগুলিও খতিয়ে দেখবে।

জল, খাবার ছাড়া পাহাড়ি জঙ্গলে তিন রাত

বেঙ্গালুরু, ৬ এপ্রিল : এও আর এক ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র গপ্পোই। তবে কি না কেরলীয় তরুণী জিএস শরণ্যার অভিজ্ঞতা ঠিক সত্যজিতের ছবির মতো সুন্দর হল না!

কর্ণাটকের কোডাগু জেলার ঘন জঙ্গলে টানা ৭২ ঘণ্টারও বেশি সময় নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন বছর ছত্রিশের ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। ২ এপ্রিল তাদিয়ানডামোল শৃঙ্গ থেকে নামার সময় দলছুট হয়ে পথ হারিয়েছিলেন তিনি। সভ্য জগতের সঙ্গে কার্যত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তাঁর। একে খারাপ আবহাওয়া, তার ওপর বন্য পশুর ভয়। তা সত্ত্বেও দুর্জয় সাহস আর ছোট এক বোতল জল সম্বল করে তিনদিন জঙ্গলে কাটিয়ে দেন তিনি।

কোঝিকোড়ের তরুণী ১৫ জনের একটি ট্রেকিং দলের সঙ্গে পাহাড়ে গিয়েছিলেন ট্রেক করতে। ফেরার পথে ভুল বাঁকে ঢুকে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোনও মোবাইল নেটওয়ার্ক ছিল না। শীঘ্রই তাঁর ফোনের চার্জও শেষ হয়ে যায়। ওই তিনদিন একরকম না ঘুমিয়ে এবং না খেয়েই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। জঙ্গলের গভীরে হাতির ভয় এবং প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ঠান্ডায় কাঁপলেও শরণ্যা জানান, তিনি ভয় পাননি। একটি ঝরনার ধারে কাটে তাঁর প্রথম রাত। ভোরের আলো ফুটলে তিনি খুঁজতে খুঁজতে চলে আসেন খোলা জায়গায়। তাঁর কথায়, ‘আমি জানতাম উদ্ধারের জন্য ড্রোন ব্যবহার করা হবে, তাই আমি খোলা জায়গায় থাকার চেষ্টা করেছিলাম যাতে ওপর থেকে আমাকে দেখা যায়।’

নিখোঁজ তরুণীকে উদ্ধার

শরণ্যাকে উদ্ধারে কর্ণাটক বন দপ্তর, স্থানীয় পুলিশ এবং অ্যান্টি-নকশাল ফোর্সের মোট ৯টি দল অত্যাধুনিক থার্মাল ড্রোন নিয়ে চিরুনি তল্লাশি চালায়। কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তল্লাশি অভিযানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁর গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে রবিবার বিকালে একটি দুর্গম এলাকা থেকে শরণ্যাকে উদ্ধার করেন স্থানীয় কুদিয়া উপজাতির মানুষজন। শরণ্যা বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্থিতিশীল রয়েছেন বলে খবর।

ভূত বাংলার ট্রেলার, নেটমহলের প্রশংসা

১৪ বছর পর অক্ষয় কুমার ও প্রিয়দর্শন আবার একসঙ্গে হাজির বড়পর্দায়। মুক্তি পেল তাঁদের ছবি ভূত বাংলার ট্রেলার। হিউমার, বিশুদ্ধ কমেডি, মজা, তার সঙ্গে ভূতের ভয় নিয়ে আসছে ছবি। নেটমহল ভুল ভুলাইয়ার সঙ্গে মিল পাচ্ছেন ভূত বাংলার। ট্রেলারে ক্যাপশন, এখানে কেউ স্বাভাবিক নয়, তার ওপর এই বাংলা (বাংলায় বাংলো) প্যারানরমাল, এখানে নিজের ঝুঁকিতে আসবেন। তারপরই ছবির মূল গল্পের ধরতাই দেওয়া হয়েছে, যেখানে অর্জুন আচার্য মানে অক্ষয় লন্ডন থেকে মঙ্গলপুরে আসবেন বোনের বিয়েতে। তারপরই ওই বাংলোয় শুরু হবে ভূতুড়ে কাণ্ড, অদ্ভুত ব্যবহার করা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এবং আরও নানা গোলমালে তিনি আটকে যাবেন। অক্ষয়ের কমেডি টাইমিংয়ে বরাবরই মুগ্ধ হয়েছে দর্শক, আবারও তারই স্বাদ পেতে চলেছে তারা। সকলেই প্রশংসা করে কমেন্ট বক্স ভরাচ্ছেন। প্রিয়দর্শন আর অক্ষয়ের জুটির স্টাইলের ছবি এটি, পরেশ রাওয়াল আর রাজপাল যাদবও আছেন। ফলে সেই পুরনো কমেডি ছবির দুনিয়ায় ফিরে যাচ্ছেন অনেকে।

ছবির মুক্তি ১৭ এপ্রিল।

সুচিত্রা সেন ছাত্রীনিবাসের হয়ে সওয়াল তসলিমার

বেঁচে থাকলে ৯৬ বছর বয়স হত সুচিত্রা সেনের। তিনি বাংলাদেশের পাবনার মেয়ে। সেখানকার এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রীনিবাসের নাম ছিল সুচিত্রা সেন ছাত্রীনিবাস। কিন্তু গত জুলাইয়ে সন্ত্রাসবাদীরা সেই হোর্ডিং নামিয়ে নতুন নাম দিয়েছে জুলাই ৩৬ ছাত্রীনিবাস। আবার সুচিত্রা সেনের নাম ফিরিয়ে দেওয়া হোক—এই মর্মে দাবি করেছেন তসলিমা নাসরিন। তিনি ওই কলেজের পুরনো সাইনবোর্ডের ছবি পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘পাবনার ছেলে গোপাল সান্যাল। যুক্তরাষ্ট্রে থাকে। লালন উৎসব, লোকসংস্কৃতি উৎসব, সুচিত্রা সেন জন্মবার্ষিকী সবই করে। পাবনার ছেলে বলে পাবনার মেয়ে সুচিত্রা সেনকে স্মরণীয় করে রাখতে এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের নাম সুচিত্রা সেন ছাত্রীনিবাস করার জন্য যা যা করার করেছিলেন। এখন সন্ত্রাসবাদীরা সে নাম বদলে দিয়েছে।’

এরপর তসলিমা সে দেশের বর্তমান সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, ‘৬ এপ্রিল সুচিত্রা সেনের জন্মদিন। আমেরিকার সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল পাবনার এডোয়ার্ড কলেজের সুচিত্রা সেন ছাত্রীনিবাস নামটা ফেরত চাইছে। আমি তো মনে করি, মেমোরিয়ালের আবেদনে প্রশাসনের সাড়া দেওয়া উচিত।’

উল্লেখ্য, ১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল পাবনার ভাঙা বাড়ি গ্রামে সুচিত্রা সেনের জন্ম। ১৯৪৭ সাল দেশভাগের সময় তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন।

দেড় লাখ টাকার ছেঁড়া জুতো পায়ে সলমন

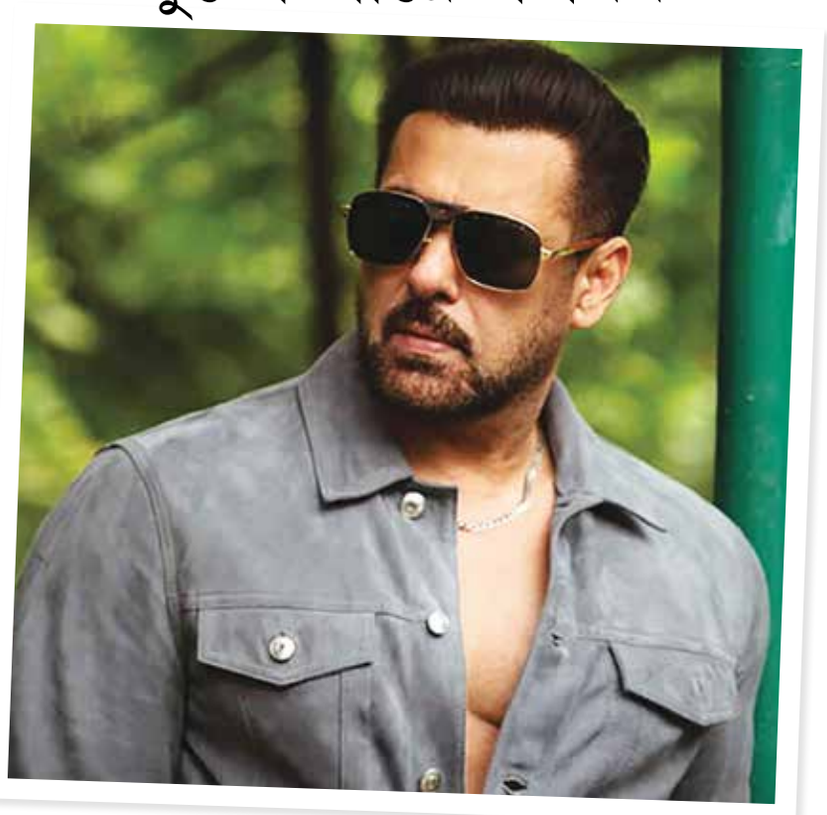

সলমন খানের ডিজাইনার শু মানে ছেঁড়া জুতো! তিনি যখনই কোনও ইভেন্টে যান, তাঁর পোশাক, স্টাইল, সবই আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। এবারও তাই হল, কিন্তু এ কি! একটি ভিডিও নেটে ঘুরছে। দেখা যাচ্ছে, বিমানবন্দরে সলমন গাড়ি থেকে নামলেন। চেক শার্ট, স্টাইলিশ জিন্স পরে আছেন, পায়ে ছেঁড়া জুতো। বিমানবন্দরের এক কর্মীর সঙ্গে তিনি ছবি তুলেছেন। সেখানে তাঁর জুতো স্পষ্ট। অনেকে বলছে, এ আবার কী? জুতো নিয়ে মজাও করেছেন তিনি। তাঁর অনুরাগীরা এবার মাঠে নেমে পড়েছেন তাঁর ‘জুতো’ বাঁচানোর জন্য। তারা বলছে, এই জুতো ব্যালেন্সিগা ডিসট্রেস কাউবয় বুটস। এই আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ইচ্ছে করে এরকম দুঃস্থ, হতদরিদ্রদের মতো দেখতে জুতো তৈরি করে। এই বুটসের দাম ১ লাখ ২০ হাজার থেকে দেড় লাখ। এইরকম একজোড়া জুতো সলমন পরেছিলেন টাইগার ৩-এ। ভিডিও দেখে জনৈকের মন্তব্য, এই জুতো দেখে কেউ বলবে জুতোর মালিক ৩০০০ কোটি টাকার মালিক! অন্যদিকে, কাজের জায়গায়, সলমনের ছবি মাতৃভূমির মুক্তি স্থগিত। তিনি ভমশি পইডিপল্লির নাম না হওয়া ছবির শুটিং শুরু করবেন ১৮ এপ্রিল থেকে।

সহজের জন্য লীনা-পুত্রের পোস্ট

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি যে ধারাবাহিক অর্থাৎ ভোলেবাবা পার করেগার কাজ করছিলেন, সেই প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টস-এর তরফে কোনও বিবৃতি আসেনি এতদিন। সোমবার প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র অর্ক একটি দীর্ঘ পোস্ট করছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাতে রাহুলের সঙ্গে তাঁর আলাপ, তাঁর সঙ্গে কীভাবে ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে উঠে ওঁরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন, কীভাবে নিজের খারাপ সময়েও রাহুল তাঁর সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতেন, কীভাবে তাঁর সংস্থার প্রথম ধারাবাহিকে রীতিমতো নিজে রোল চেয়ে নিয়েছিলেন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা লিখেছেন। ভোলেবাবা ধারাবাহিকেও রাহুলের কথা তিনিই লীনাকে বলেছিলেন বলে তিনি দাবি করেছেন।

সবশেষে অর্ক লেখেন, যদি ১ শতাংশও অবহেলা হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। পদযাত্রা হওয়া উচিত, কিন্তু সেদিন মিছিলে সামনের সারিতে যাদের দেখলেন, তাদের দেখতে পেলে রাহুল নিজে লজ্জিত হত না কি? সবশেষে তিনি সহজের উদ্দেশে লিখেছেন, সহজ তুমি আমাকে দেখোনি। কিন্তু তুমি আমার খুব আদরের। যখন বড় হবে, তখন পুরো বিষয়টা বুঝবে। নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়েই বুঝবে। সেদিন বুঝবে, তোমার বাবাকে এই আঙ্কলটা আরও অনেকের মতোই ভালোবাসত, অনেক আদর।’

লীনার পাশে দাঁড়িয়েও পিছিয়ে এলেন?

ভিভান ঘোষ। নামটা শোনা লাগছে? সিরিয়াল দেখেন যাঁরা, নিশ্চয়ই চেনেন। রাহুল অরুণোদয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে রাহুলের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন ভিভান। কিন্তু কথা সেটা নয়। কথা হল, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ম্যাজিক মোমেন্টস নিয়ে এই প্রথম যিনি প্রশংসা করলেন তিনি ভিভান।

রাহুলের জন্য শোক জ্ঞাপন করেও ভিভান লিখেছেন, একমাত্র এই সংস্থাই শিল্পীদের সম্মান করে। শিল্পীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করে। সেই কারণেই সকলে এঁদের সঙ্গে কাজ করার জন্য উদগ্রীব থাকে। এমনকী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান শিল্পীও লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্থা ছাড়া কাজ করেন না।

ভিভান জানিয়েছেন, ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকেই প্রথমবার এই হাউসের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট ‘কমফর্ট জোন’ পেয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখার কিছুক্ষণ পরেই পোস্টটি ডিলিট করে দেন ভিভান।

‘ভোলেবাবা’ ছাড়লেন রাজন্যা

অম্বরীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর রাজন্যা মিত্র। ম্যাজিক মোমেন্টসের ‘ভোলেবাবা পার করেগা’ ধারাবাহিক থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। সেদিনের ঘটনার পর থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বলে জানিয়েছেন রাজন্যা। চিকিৎসা চলছে তাঁর।

আর্টিস্ট ফোরামের ‘নিরপেক্ষ তদন্ত এবং নিরাপত্তা’র দাবিতে পূর্ণ কর্মবিরতির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে রাজন্যা বলেছেন, এর আগেও এই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু একদিনও তাঁদের দায়িত্বজ্ঞান অথবা সম্মান প্রদর্শন নিয়ে কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি। তবে এবার কী এমন ঘটে গেল, সে কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেছেন রাজন্যা। নিরপেক্ষ পূর্ণ তদন্ত চান তিনি।

ভয়ানক অভিজ্ঞতায় কাঁপছে টালিগঞ্জ

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় মিলিয়ে দিয়ে গেলেন। ইন্ডাস্ট্রির বিভাজন আর ‘সাজানো’ স্ক্রিপ্টের দিকে বারবার আঙুল উঠেছে। শিল্পীদের ‘সদিচ্ছা’ নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উঠেছে। ‘ভোলেবাবা পার করেগা’র বাকি শিল্পীরা কেন এগিয়ে আসছেন না, তা নিয়ে তুমুল জলঘোলা চলেছে।

তবে আজ অম্বরীশ ব্যানার্জি নিজে মুখ না খুললে হয়তো জানা যেত না যে, তলে তলে নিজেদের মতো করেই অ্যাকশনটা অনেকে নিচ্ছেন।

রাহুলের এমন আকস্মিক বিপর্যয়ের খবর পেয়ে সেদিন রাস্তাতেই নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নেন অম্বরীশ। গত সাতদিন কারও সঙ্গে কথা বলেননি। এবার কথা বলার মতো অবস্থায় এসে অম্বরীশ জানিয়েছেন, ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর সঙ্গে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। চিঠি লিখে জানিয়েও দিয়েছেন।

ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়। যদিও এই ইউনিটের সদস্য নন, তবুও ভাস্বর কিন্তু আরও শিউরে ওঠার মতো ঘটনা শেয়ার করেছেন। এক পোস্টে তিনি লিখছেন—‘২০০৫ এর কথা।

আমি, কুনাল মিত্র, কণীনিকা ব্যানার্জি, প্রিয়া কারফা এবং দেবদূত ঘোষ সুন্দরবনে আউটডোরে যাচ্ছিলাম স্টিমারে। রাস্তায় বিরাট ঝড় ওঠে। তার মধ্যেই কনিকে জবিরদস্তি একটা নৌকায় নামিয়ে দেওয়া হয় শটের জন্য। আমরা সবাই প্রতিবাদ করি, কনির মা কান্নাকাটি করেন কিন্তু পরিচালক কোনও কথা কানে তোলেন না। সেদিন কনির জীবন যেতে পারত।

এরপর সুন্দরবনে পৌঁছে আমাকে আর অর্পিতাদিকে নদীর পাড়ে সিন শুট করতে বলা হয়। শেষ হওয়ার পর স্থানীয় মানুষজন হইহই করে তেড়ে আসে, বলে ওখানে কামট থাকে। কে আপনাদের যেতে বলেছে? এরকম কত কিছু যে আমাদের সঙ্গে হয় ভাবনার বাইরে। তাই ঝড় একদিন না একদিন উঠতই, দুঃখের বিষয় যে রাহুলকে প্রাণ দিয়ে বোঝাতে হল।’

তুমি কি হনুমানের সঙ্গে শুটিং করলে! জানতে চায় রাহা

বলেছেন রণবীর কাপুর। নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণ নিয়ে চর্চা বাড়ছে। তিনিই ছবির রামচন্দ্র। ছবির দ্বিতীয় টিজার বেরোল লস অ্যাঞ্জেলেসে। তখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনে এক মজার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শোনান রণবীর। তাঁর কথায়, ‘আমি রামায়ণের গল্প শোনাই আমার তিন বছরের মেয়ে রাহাকে। মুগ্ধ হয়ে শোনে। রামায়ণের শুটিংয়ের কথাও বলেছি। শুটিং শেষ করে বাড়ি ফিরলে ও জিজ্ঞাসা করত, তুমি আজ শ্রী হনুমানের সঙ্গে শুটিং করলে না সীতার সঙ্গে? তুমি আজ কিসের শুটিং করলে? আমি ভাগ্যবান যে রামায়ণে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি, এর ফলে আমার পিতৃত্ব আরও গুছিয়ে নিচ্ছি।

রাহার এই প্রশ্ন প্রমাণ করে, আমাদের মনের অচেতনে এই মহাকাব্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব কতটা গভীর। ফলে রামায়ণের কথা, সেই আবেগ, খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জীবনযাপনে এসে পড়ে, আমাদের চেষ্টা করতে হয় না। কথায় কথায় রণবীর জানান, প্রথমে আমি রাম হতে চাইনি, রাহার জন্মের পর আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। এই প্রজেক্টের মূল্য বুঝতে পারি একটু একটু করে। তিনি এর সঙ্গে জানান, ছবিতে তিনি রামচন্দ্র আর পরশুরাম—দুটি চরিত্রেই অভিনয় করবেন। নমিত মালহোত্রা প্রযোজিত ৪০০০ কোটি টাকার এই ছবিতে রণবীর ছাড়া আছেন সাই পল্লবী, যশ, সানি দেওল, অরুণ গোভিল প্রমুখ। চলতি বছর দিওয়ালিতে ছবির মুক্তি।

ছোট্ট তারা

দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী সানভি দাশগুপ্ত পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে ভালো। ডিএভি স্কুলের এই খুদের প্রতিভায় খুশি শিক্ষকরা।

প্রার্থীর কাছে কাজের দাবি যৌনপল্লিতে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : 'একঝাঁক ইচ্ছে ডানা, যাদের আজ উড়তে মানা/ মিলবেই তাদের অবাধ স্বাধীনতা...'।

শিলিগুড়ির খালপাড়ার যৌনপল্লি। এই এলাকায় অনেক 'ইচ্ছে ডানা'র বসবাস। কিন্তু বহু সংস্থাই এই এলাকার মানুষকে কাজে নিতে চায় না। যৌনকর্মী কিংবা তাঁদের সন্তানদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন কম হয় না। তবুও, বাকি সমাজের মতো উন্নয়নের সিঁড়িতে পা মেলানোর স্বপ্ন দেখা মানুষগুলোর কথা শেষপর্যন্ত হারিয়ে যায় পল্লির অন্ধকার গলিতে।

রাজনৈতিক দলগুলোও এই এলাকাকে দীর্ঘদিন ধরে কেবল 'ভোটব্যাংক' হিসেবে দেখে আসছে। এবার সেই গলির তরুণ-তরুণীদের গলায় উঠে এল কর্মসংস্থানের দাবি। সোমবার ওই এলাকায় নির্বাচনি প্রচারে যান সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। তাঁর প্রচারে উঠে আসে বাসিন্দাদের জন্য কাজের দাবি।

এই এলাকার অনেকেই বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে পড়েছে। উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ পাশের সার্টিফিকেটও রয়েছে অনেকের। কিন্তু কারও হাতেই কাজ নেই। তাই এদিন বাম প্রার্থী সেখানে নির্বাচনের প্রচারে যেতেই বাসিন্দারা তাঁর কাছে কর্মসংস্থানের দাবি তুলে ধরেন।

একসময় সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি ছিল এই খালপাড়া এলাকা। পুরোনো ভোটব্যাংক ফিরে পেতে সিপিএমের স্থানীয় প্রাক্তন কাউন্সিলার নন্দেশ্বর প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে যান বাম প্রার্থী। প্রার্থীকে কাছে পেয়ে স্থানীয়রা যেমন দীর্ঘদিনের রাস্তা ও নিকাশিনালার সমস্যার কথা তুলে ধরেন, তেমনই তুলে ধরেন এলাকার তরুণ প্রজন্মের বেকারত্বের সমস্যা। এলাকাবাসী জানান, রেড লাইট এলাকায় বসবাস করার কারণে অনেক সময়ই বেসরকারি সংস্থাগুলো তাঁদের কাজ দিতে চায় না। এই সামাজিক সমস্যা যাতে দূর হয়, সেজন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইছেন তাঁরা।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে দীর্ঘদিন ধরে কাজের সন্ধান করছেন স্থানীয় এক তরুণ। তিনি বলেন, 'এই এলাকায় এমন ২০-২৫ জন তরুণ রয়েছেন, যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে বেকার বসে রয়েছেন। আমরা কাউন্সিলারের কাছে গিয়েও কর্মসংস্থানের কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কাজ পাচ্ছি না।' আরেক বাসিন্দা জানান, এখানকার বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করছে। কিন্তু তাদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে কোনও সরকারি উদ্যোগ নেই।

তাঁদের এই দাবিদাওয়া ও অভিযোগ যে ন্যায়সংগত, তা স্বীকার করে নেন শরদিন্দু। তিনি বলেন, 'কর্মসংস্থান হল আমাদের দলের নির্বাচনি ইস্তাহারের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। সিপিএম জিতলে আপনাদের কথা তুলে ধরে বিধানসভায় বৈষম্যহীন কর্মসংস্থানের দাবি আমি জানাব। এছাড়াও, এলাকার স্থানীয় সমস্যা মেটানোর পাশাপাশি শিশুরা যাতে আরও ভালো শিক্ষা পায়, সে দিকটাও দেখব। নারী নিরাপত্তার ওপরে জোর দেওয়া হবে।' কর্মসংস্থানের 'স্বাধীনতা' মিলবে কি এই 'ইচ্ছে ডানা'-দের?

হেলিকপ্টার থেকে নামতেই ছবি শিকারির খপ্পরে অভিনেতা। (ডানদিকে) দেবের ছবির ফ্রেম ঠিক করতে মনোযোগী বাবা ও ছেলে। সোমবার ইসলামপুরে। ছবিগুলি তুলেছেন রাজু দাস ও অরুণ ঝা।

দেব-দর্শন অধরাই ভোটতীর্থ ইসলামপুরে

আশা ছিল, ভালোবাসা ছিল... হাতে গোলাপও ছিল

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৬ এপ্রিল : বেশ কয়েকদিন ধরেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জোরদার প্রচার চালানো হচ্ছিল, কানাইয়ালাল আগরওয়ালের প্রচারে আসছেন দেব।

টলিউডের 'মেগাস্টার'-কে দেখার আশায় প্রহর গুনতে শুরু করেন আট থেকে আশি। সোমবার বেলা গড়াতেই তা হতাশায় পরিণত হল চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনার সৌজন্যে। ক্ষোভ উগরে দিলেন তপন সাহা, বাসন্তী দাসরা।

পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকান থেকে সামাজিক মাধ্যমের ওয়ালে তুমুল কটাক্ষ চলছে। কেউ কেউ যুবভারতীর প্রসঙ্গ টেনে বলছেন, 'আমাদের ইসলামপুরে মেসি ছিলেন দেব, কানাইয়া সেই মন্ত্রী আর দলের নেতা-কর্মীরা ওখানকার মতোই এখানে হ্যাংলামো করলেন।'

কী কারণে এত অসন্তোষ?

কথা ছিল সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ অভিনেতাকে নিয়ে হেলিকপ্টার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্টেট ফার্ম কলোনির মাঠে নামবে। সেখান থেকে রোড শো শুরু হয়ে ইসলামপুর শহরের মিলনপল্লিতে পৌঁছে শেষ হবে বলে জোড়াফুল শিবিরের তরফে প্রচার করা হয়েছিল। তৃণমূলের উদ্যোগে গ্রামাঞ্চল থেকে নিয়ে আসা কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ তো বটে, শহরের প্রায় প্রতিটি অলিগলি থেকে নানা বয়সিরা বেরিয়ে আশ্রমপাড়া মোড়, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, চৌরঙ্গি মোড়, পিডব্লিউডি মোড়, হাইস্কুল মোড়, পুর টার্মিনাসের আশপাশে ভিড় জমিয়েছিলেন। এর মধ্যে অধিকাংশই শাসকদলের ডাকে সাড়া দিয়ে নয়, বরং রুপোলি জগতের জনপ্রিয় মানুষটিকে চাক্ষুষ করবেন বলে। হাতে গোলাপ নিয়ে কিশোরী-তরুণীরা, কাগজ আর কলম নিয়ে অটোগ্রাফের আশায় স্কুল পড়ুয়াদের দল, বাবার কাঁধে চেপে বসা খুদে, পেটে খিদে নিয়ে বধূরা- অধীর আগ্রহে সবাই।

তাল কাটল শুরুতেই। দেবের হেলিকপ্টার যখন মাটি ছুঁল, তখন ঘড়িতে দেড়টা। আশপাশের বাড়ির ছাদ, সীমানা প্রাচীরে উঠে বসা অনুরাগীরা চিৎকার জুড়ে দিলেন। দেব হেলিকপ্টার থেকে নামতেই শুরু হল বিশৃঙ্খলা। ব্যারিকেড টপকে তৃণমূলের স্থানীয় একদল নেতা, কর্মী ও সমর্থক কার্যত দেবের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ভিড় সরাতে হিমসিম খেলেন অভিনেতা সাংসদের দেহরক্ষীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেগ পেতে হল পুলিশকেও। বারবার থমকে গেলেন দেব। হাতজোড় করে সবাইকে সরে যেতে বলছিলেন তিনি। কেউ হাত ধরতে চাইছিলেন, কারও আবার জোরদার সেলফির আবদার, একজন উত্তরীয় নিয়ে দৌড়ে এলেন তাঁর সামনে।

মাঠ থেকে রাজ্য সড়ক পর্যন্ত বিলাসবহুল একটি গাড়িতে তাঁকে রোড শোয়ের জন্য নির্দিষ্ট হুডখোলা গাড়ি পর্যন্ত আনা হয়। দেবের এক ঝলক দেখা পেতে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল অভূতপূর্ব। রাজ্য সড়কের দু'ধারে কাতারে কাতারে মানুষ। কোলে শিশু নিয়ে মায়ের 'ফ্লাইং কিস'-এর বিনিময়ে শাসকদলের স্টার ক্যাম্পেনার হাত নাড়াতেই কান পাতা দায়।

এরপর যখন দেব গাড়িতে উঠলেন, তখন সামনের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে ছবি শিকারিরা। কানাইয়ার পাশে দাঁড়ানো অভিনেতার দেহরক্ষী বারবার তাঁকে ইশারায় সামনে জড়ো হওয়া মানুষদের সরে যেতে বলতে অনুরোধ করছিলেন। রোড শোয়ে অংশ নেওয়া কর্মী-সমর্থকরা এগোতেই চাইছিলেন না যেন। হুডখোলা গাড়ি কচ্ছপের গতিতে তিস্তা মোড় অবধি যখন পৌঁছেছে, উন্মাদনার পারদ ততক্ষণে নিয়ন্ত্রণহারা।

তিস্তা মোড় পার করেই দেব হুডখোলা গাড়ি থেকে নেমে অন্য একটি গাড়িতে চেপে কানকির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শহরের ভেতরে অপেক্ষারত জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে খোদ দেব ইসলামপুরবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন।

এসবে মন গলেনি হাইস্কুল মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা তপন সাহার। বলছিলেন, 'আমাদের বোকা বানানো হল। সারাদিন নষ্ট করলাম।' আশ্রমপাড়া মোড়ে বাসন্তী দাস, শান্তি সিংহের কথা, 'এমন রঙ্গ করার কি খুব প্রয়োজন ছিল? রান্নাবান্না বন্ধ রেখে দেবের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হুডখোলা গাড়িতে সেই চেয়ারম্যানকেই দেখতে হল।' পুর টার্মিনাসের কাছে হতাশ তরুণী সুস্মিতা দাস কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, 'কত আশা ছিল হ্যান্ডশেক করব!'

তৃণমূলের ইসলামপুর টাউন সভাপতি বাপি পাল চৌধুরী বিশৃঙ্খলাকে 'আবেগ' বলে আড়ালের চেষ্টা করেছেন। প্রার্থী কানাইয়ালালও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের কারণে গাড়ি নড়তে পারছিল না। আমরাও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছিলাম। সময় বড় ফ্যাক্টর। ওঁর আরও দুটি প্রোগ্রাম ছিল। ফলে তিস্তা মোড় থেকে বেরিয়ে যেতে হল। এজন্য কাউকে দোষী করা ঠিক নয়।'

- জনপ্রিয় মানুষটিকে চাক্ষুষ করবেন বলে হাতে গোলাপ নিয়ে অপেক্ষা কিশোরী-তরুণীদের
- কাগজ আর কলম নিয়ে অটোগ্রাফের আশায় স্কুল পড়ুয়াদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো
- দেবের দেখা পেতে রাজ্য সড়কের দু'ধারে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল অভূতপূর্ব

এমন রঙ্গ করার কি খুব প্রয়োজন ছিল? রান্নাবান্না বন্ধ রেখে দেবের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হুডখোলা গাড়িতে সেই চেয়ারম্যানকেই দেখতে হল।

-শান্তি সিংহ
অভিনেতা দেবের ভক্ত

৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তি এবং ১ নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপাড়ার রাস্তায় বালি ও পাথর। সোমবার তোলা সংবাদচিত্র।

ভোটেও রাস্তায় বালি-পাথর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : কেউ বানাচ্ছেন বাড়ি, কোথাও বা মাথা তুলছে বহুতল আবাসন। তা সে কেউ বাড়ি বানাতেই পারেন, বা হতেই পারে বহুতলের বাড়বাড়ন্ত। কিন্তু তার জেরে রাস্তা আটকে বালি-পাথরের দাপট বেড়ে চললে? পায়ে পায়ে হোঁচট, সাইকেল-বাইকের চাকা গড়িয়ে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। ভোগান্তির একশেষ। ভোট এসেছে। রাজনৈতিক দলগুলির মতিগতি বদলের পাশাপাশি রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা এই বালি-পাথরের চোখরাঙানি কমবে বলে অনেকেই ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই ভাবাটাই সার! কোথায় কী! সেই বালি-পাথর এখনও দাপটেই নিজেদের অবস্থানে। জায়গা ছাড়তেই যেন নারাজ। রাজনীতি করে যাঁদের চলে, তাঁদেরও একদমই গা নেই। বছরভর তাঁদের মুখে 'দেখছি, দেখব' বুলি শোনা যায়। এখনও যাচ্ছে।

গণমাধ্যমের প্রশ্নে অবশ্য 'সবক্ষেত্রেই নজর রয়েছে। কোথাও বালি-পাথর দেখলেই সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে' বলে শাসকদলের কাউন্সিলারদের মুখে সম্মিলিত বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিজেপির অনীতা মাহাতোর দাবি, 'সমস্যার বিষয়ে পুরনিগমে সবকিছু জানানো হলেও কারও কোনও গরজ নেই।' পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'অভিযোগ পেলেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

সোমবার সকালে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পোকাইজোত এলাকায় গিয়ে বালি-পাথরের স্তূপ দেখা গেল। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট এক এলাকায় নয়, এলাকার অনেকটা অংশজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এলাকায় বেশ কয়েকটি বহুতল মাথা তুলে দাঁড়াতে ব্যস্ত। এমনই এক বহুতল মালিক বিনয় শর্মার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হল। কাউন্সিলারকে বলে কি এভাবে বালি-পাথর ফেলেছেন? সাধারণ মানুষের তো খুবই সমস্যা হবে? উত্তর এল, 'কারও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। দু-একদিনের মধ্যেই উঠিয়ে নেব।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূল কংগ্রেসের দিলীপ বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'আসলে অনেকসময় মানুষকে বলার পরেও তাঁরা শোনেন না।' ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাহানি বস্তির রাস্তার মাঝখানজুড়েই বালি-পাথরের স্তূপ পড়ে থাকতে নজরে পড়ল। কেন এভাবে ফেলেছেন বালি-পাথর? কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে থাকা বিলাস পাসোয়ানের জবাব, 'বালি-পাথরের স্তূপ রাস্তায় পড়বে বলে প্রতিবেশীদের আগেই বলে রেখেছিলাম। তাই কোনও সমস্যা নেই।' সত্যিই কি তাই? প্রশ্নে বিলাসের এক প্রতিবেশীর উত্তর, 'কাকে আর কী বলব? বেশি বললে ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে।'

এবারে গন্তব্য ৩ নম্বর ওয়ার্ড। ওয়ার্ড কাউন্সিলারের অফিস থেকে কিছুটা দূরেই মূল রাস্তার ওপর বালি-পাথরের স্তূপ। আরামে নির্মাণকার্য চলছে। সমস্যা হলেও কারও কিছু বলার নেই। কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর বক্তব্য, 'আমরা কোথাও এধরনের বালি-পাথরের স্তূপ দেখলেই সরিয়ে দিতে বলছি।' তাহলে সামনে থাকা বালি-পাথরের স্তূপ সরানো হয়নি কেন বলে প্রশ্ন করা হলে এবারে সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'দেখছি।' শুনে পদ্ম শিবিরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, 'এ কারণেই তো পরিবর্তন প্রয়োজন।'

নির্বাচকদের হুমকি দিলে কড়া পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : ভোটের মুখে ভোটারদের ভয় দেখালে বা হুমকি দিলে কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোর আইনি পদক্ষেপ। সোমবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ভক্তিনগর ও এনজেপি থানায় এসে এমনই কড়া নির্দেশ দিলেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভার নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ও তাঁর টিমের সদস্যরা।

এদিনের বৈঠকে পুলিশকর্তাদের এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোর্সকে আরও সক্রিয় করার পাশাপাশি এলাকায় নিয়মিত টহলদারি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ভয় দেখানো বা হুমকির কোনও অভিযোগের সত্যতা থাকলে দরকারে অভিযুক্তকে সরাসরি গ্রেপ্তার করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

শুধু এই দুটি থানাই নয়, মেট্রোপলিটান পুলিশের অধীনে থাকা সমস্ত থানাতেই নির্দিষ্ট বিধানসভার পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের এই কড়া বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অবশ্য পর্যবেক্ষকদের কেউ সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি। তবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ এক কর্তার কথায়, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতোই যাবতীয় কাজ করা হচ্ছে।'

এদিন বৈঠকের শুরুতে থানাভিত্তিক ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়। চিহ্নিত উপদ্রবকারীদের প্রত্যেকের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে কি না এবং তাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেওয়া হয়। এরপর নির্বাচন কমিশনের তরফে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা ছ'টি নির্দেশিকার প্রচার কতটা হচ্ছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্টও নেওয়া হয়।

রাজনৈতিক মহলের মতে, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের আওতায় থাকা বিধানসভাগুলোর মধ্যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা বিশেষভাবে স্পর্শকাতর। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে এই এলাকায় উত্তেজনার ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় দুষ্কৃতী-দৌরাত্ম্যও প্রশাসনের অন্যতম মাথাব্যথার কারণ। নির্বাচনের আবহে সেই দুষ্কৃতীরা ভোটারদের হুমকি দিতে বা ভয় দেখাতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : মালদার মোথাবাড়িতে বিচারকদের হেনস্তার ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি আদালত শাখার সদস্যরা শামিল হলেন। সংগঠনের সদস্যরা সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বর থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। পাশাপাশি, বিচারকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

আত্মনির্ভরতার দিশায় ফিকি ফ্লো

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : সমাজের একেবারে নীচু স্তরের মহিলাদের আত্মনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছে ফিকি ফ্লো শিলিগুড়ি। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানেরও বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। সোমবার বাগডোগরা এলাকার একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠকে ফিকি ফ্লো শিলিগুড়ির চেয়ারপার্সন তৃপ্তি পারেখ বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা নিরন্তর কাজ করে চলেছি। এক্ষেত্রে আমাদের একটি ট্রেনিং সেন্টারও গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে কম্পিউটার শেখানো থেকে শুরু করে বিউটিসিয়ান কোর্সও করানো হয়। আগামীতে ফিকি ফ্লো শিলিগুড়ির তরফে ফ্লো বাজারের আয়োজন হবে। সেখান থেকে উপার্জিত অর্থ সমাজের নীচু স্তরের মহিলাদের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে।'

পর্যটনে উন্নত পরিষেবা দেবার উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : চালকদের জন্য 'প্রোজেক্ট সারথি' নিয়ে এল নর্থবেঙ্গল ট্যুরিস্ট ট্রান্সপোর্ট অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (এনবিটিটিওএ)। পর্যটকদের উন্নত ট্রাভেল পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি সুরক্ষা, সচেতনতা এবং কীভাবে উন্নত পরিষেবা দেওয়া যাবে তা নিয়ে চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গৌরব গুপ্তা বলেন, 'নেপাল, ভুটান রুটে ট্যাক্সে ছাড় সহ আমাদের বেশ কিছু দাবি রয়েছে। পর্যটকরা যাতে ঘুরতে এসে উন্নত ট্রান্সপোর্ট পরিষেবা পান সেজন্য সবরকম ব্যবস্থা থাকবে।' এদিন নতুন প্রোজেক্টের লোগো লঞ্চ করা হয়। ইতিমধ্যেই ২৫০-এর বেশি গাড়ি এই অ্যাসোসিয়েশনের আওতায় রয়েছে। উত্তরবঙ্গে অন্যান্য জেলার গাড়ির মালিকদেরও এই প্রোজেক্টে যুক্ত করা হবে। অনলাইন ও অফলাইন দু'ভাবেই গাড়ি বুক করা যাবে।

নিখোঁজের পরিবারের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : নিখোঁজ ব্যক্তিকে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার টোপ দেখিয়ে পরিবারের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা। সোমবার ওই পরিবারের তরফে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গত ২১ মার্চ থেকে নিখোঁজ বাড়িভাসার ৪৩ বছর বয়সি স্বপন ভৌমিক। পরিবারের সদস্যরা সমস্ত জায়গায় খোঁজ নেওয়া সত্ত্বেও টোটোচালক স্বপনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ২৪ মার্চ তাঁর স্ত্রী শিপ্রা ভৌমিক থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। রবিবার একটি ফেসবুক পেজে স্বপনের ছবি সহ নিখোঁজের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট পেজে এক ব্যক্তি মেসেজ করে জানান, তাঁর কাছে স্বপনের খোঁজ রয়েছে। তিনি বারবার নিখোঁজের পরিবারের ফোন নম্বর চাইতে থাকেন।

হদিস নেই টোটোচালকের

তখন ওই পেজটি যিনি চালান, অর্থাৎ অ্যাডমিন শিপ্রাকে বিষয়টি জানান এবং মাম্পি ভৌমিক নামে তাঁদের এক আত্মীয়ের ফোন নম্বর ওই ব্যক্তিকে দেন। মাম্পির দাবি, ওই ব্যক্তি নিজেকে জিআরপির কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে জানান, স্বপনকে মালদার ইংরেজবাজারে পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁকে শিলিগুড়িতে পৌঁছে দিতে যাতায়াত খরচ বাবদ ১ হাজার টাকা লাগবে।

মাম্পি বলেন, 'ওই ব্যক্তিকে আমরা অনলাইনে ১ হাজার টাকা পাঠাই। তারপর ওই ফোনটি সুইচড অফ হয়ে যায়।' তবে মাম্পির দাবি, ওই ব্যক্তির টাকা চাওয়ার বিষয়টি তিনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন। এখানেই প্রশ্ন, তাহলে পুলিশ কেন নিখোঁজের পরিবারকে আগে টাকা দিতে বারণ করল না।

এদিকে, প্রতারণার পর শিপ্রা থানায় আরেকটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, 'এভাবে একজনের নিখোঁজ হওয়ার ফায়দা তুলে টাকা লুট হতে পারে তা কোনওদিন ভাবতে পারিনি। এমনিতেই আমার স্বামী নিখোঁজ। তার মধ্যে এই ঘটনা। ১ হাজার টাকার মূল্য আমাদের পরিবারের কাছে অনেক বেশি। আমরা চাই, পুলিশ প্রতারককে খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক।' ওই মোবাইল নম্বরটি ট্র্যাক করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

খেলনা যখন বরফ।। জম্মু-কাশ্মীরের সোপিয়ানে। সোমবার। - পিটিআই

পিএইচডি কেলেঙ্কারি

প্রথম পাতার পর

তাতে স্পষ্ট বলা হয়, কোর্সওয়ার্কে ভর্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার বদলে নেট-এর নম্বরকেই মান্যতা দিতে হবে। শিক্ষাবিদরা বলছেন, ওই নির্দেশিকা জারির পর আর রেট বা সেই ধরনের কোনও এন্ট্রান্স পরীক্ষার বৈধতা থাকে না। তা সত্ত্বেও চলতি বছর মার্চ মাসে রেট নেয় এনবিইউ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে ফল প্রকাশ ও ভর্তি নেওয়া হয়েছে। ফলাফলের তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে সর্বত্র। দেখা যাচ্ছে, তালিকায় ইতিহাস বিভাগে চার নম্বরে নাম রয়েছে জলপাইগুড়ি তৃণমূল যুবর সহ সভাপতি সুপ্রিয় চন্দর (আবেদন নম্বর-২৬০১০৪)। জিওলজি বিভাগের চার নম্বরে জ্বলজ্বল করছে দার্জিলিংয়ের তৃণমূল যুব সভাপতি জয়ব্রত মুখুটির নাম (আবেদন নম্বর-২৬০৯৫৫)। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের মেয়ে এবং একজন কর্মীও নিয়ম ভেঙে সুযোগ পেয়েছেন বলেই অভিযোগ। তিনি যে নেট পাশ নন সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন জয়ব্রত। তাঁর কথা, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেট নিয়েছে। আমি পরীক্ষা দিয়ে সুযোগ পেয়েছি। বাকিটা কর্তৃপক্ষ বুঝবে। বিরোধীরা অযথাই রাজনীতি করছে।' বহুবার ফোন করলেও ফোন ধরেননি সুপ্রিয়।

২০১৮ সাল থেকে কোর্সওয়ার্কের পরীক্ষা নেওয়ার কাজ করছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগ। বিস্ময়করভাবে এবছর হঠাৎ করেই পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগ নিজেদের মতো করেই প্রশ্নপত্র তৈরি এবং পরীক্ষা নিয়েছে। তৃণমূল নেতা বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সুযোগ পাইয়ে দেবার জন্যই পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগের হাত থেকে পরীক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেই অভিযোগ তুলেছেন মাটিগাড়ার বিদায়ি বিধায়ক এবং বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন। তাঁর কথা, 'কোর্সওয়ার্কের ক্ষেত্রে বড়সড়ো ষড়যন্ত্র হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠনের নেতা। তিনিই পরিকল্পনামাফিক কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার আইন ভেঙে তৃণমূলের যুব নেতাদের সুযোগ পাইয়ে দিয়েছেন। কোর্সওয়ার্কের ভর্তি বাতিল করে অপকর্মের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

স্বপনের দাবি, 'অর্থ খরচ কমাতে সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগের হাত থেকে কোর্সওয়ার্কের পরীক্ষার দায়িত্ব সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।' যদিও শংকর বলেন, 'রেজিস্ট্রার, জয়েন্ট রেজিস্ট্রার সহ কয়েকজন সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে প্রকৃত যোগ্যদের বঞ্চিত করে তৃণমূল নেতা বা তাঁদের আত্মীয়দের সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাব। বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে যারা যুক্ত প্রত্যেককে শাস্তি দিতে হবে।' সিপিএম নেতা জীবেশ সরকারের কথা, 'তৃণমূল আমলে শিক্ষা আর দুর্নীতি সমার্থক হয়ে গিয়েছে। পিএইচডি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ জরুরি।'

কোর্সওয়ার্কের অনিয়মের কথা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে শিক্ষামহলেও। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার দিলীপকুমার সরকার বলেন, 'ইউজিসি তাদের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলে দিয়েছে, রেট বা ওই ধরনের ভর্তির পরীক্ষার বদলে নেট-এর নম্বরই হবে পিএইচডি'র কোর্সওয়ার্কে ভর্তির মাপকাঠি। তারপর রেট-এর কোনও আইনি স্বীকৃতি থাকে না।' পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা, 'ইউজিসি যে নির্দেশ দিয়েছে তারপর নেট পাশ প্রার্থীদের বাদ দিয়ে কোনও অবস্থাতেই রেট-এর মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া যায় না। যদি নেট পাশ প্রার্থী না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে অন্য ভাবনাচিন্তা করার সুযোগ থাকে। এনবিইউয়ের ক্ষেত্রে সেটাও করা হয়নি।'

ধস্তাধস্তি শংকরের

প্রথম পাতার পর

অভিযোগের তদন্তে এক মহিলা বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। বিজেপির অভিযোগ, তদন্তের নামে বিজেপির কর্মীকে ধমকানো-চমকানো হচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যান শংকর। সেখানেই পুলিশের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি হয়। শংকরের বিরুদ্ধে ফাঁড়ির ওসি নির্মল দাসকে কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেখানেই তিনি ওই পুলিশ আধিকারিককে ধাক্কা দেন বলে অভিযোগ।

যদিও সাদা পোশাকে পুলিশ কীভাবে তদন্তে গেল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন শংকর। শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'মেয়রের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমাদের কার্যকর্তাদের ধমক, চমক দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ অন্যায় করলে গ্রেপ্তার করুক। কিন্তু প্রমাণ তো করতে হবে। পুলিশ সঠিক কাজ করছে না।'

শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি (সদর) তন্ময় সরকার বলেন, 'কর্তব্যরত অফিসারদের কাজে বাধা দেওয়া আইনত অপরাধ। আমরা এব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছি।' পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'কোনও মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নোটিশ দিয়ে থানায় ডাকা যায় না। তাই পুলিশ আধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে মহিলা পুলিশকর্মীরাও ছিলেন।' তবে, ডিউটিরতদের সাদা পোশাকে থাকা নিয়ে কর্তাদের কেউই মন্তব্য করতে চাননি।

তবে শংকরও এদিন বিজেপির পোস্টার ছেঁড়ার ভিডিও আপলোড করেছেন সমাজমাধ্যমে। এক তৃণমূল নেতার জামাই ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির পোস্টার ছিঁড়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। পোস্টার ছেঁড়ার ঘটনায় শংকরকে কেন এত উত্তেজিত হতে হচ্ছে, এমন প্রশ্নে পদ্মের অনেকে মনে করছেন, পুলিশ এদিন দলীয় কর্মীর বাড়িতে ধমক দিতেই গিয়েছিল। আর তার ফায়দা তুলতে প্রার্থী দেরি করেননি। বিদায়ি বিধায়কের আচরণ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

ঘটনাস্থলে শংকরকে সামনে পেয়ে বিজেপি কর্মীরা পুলিশকে ঘিরে ধরে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে পুলিশ শংকরকে থানায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে ঘটনাস্থল ছাড়ে। পরে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে শংকর থানায় পৌঁছান। সেখানেও বেশকিছু সময় ধরে বিক্ষোভ চলে।

বিজেপি কর্মী তানিয়া মোদকের দাবি, 'এদিন দুপুর ১টা নাগাদ পুলিশ বাড়িতে গিয়েছিল। আমাদের মাঝেমধ্যে থানায় হাজির হওয়ার কথা বলা হয়। আমার মনে হয় তৃণমূলের তরফে পুলিশকে পাঠানো হয়েছিল।'

এদিকে রামনবমীর সময় লাগানো গেরুয়া পতাকা খোলার অভিযোগে মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব চলার সময় পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, 'আমরা সামাজিক মাধ্যমে গৈরিক পতাকা খুলতে দেখেছি। শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে এই কাজ করা হয়েছে। এই কারণেই আমরা মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম। যেভাবে গৈরিক পতাকাকে বদনাম করা হল, তার জবাব শিলিগুড়ির মানুষ ইভিএম-এ দেবে।'

অভিষেকের

প্রথম পাতার পর

সভায় গৌতম ছাড়াও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থীও উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে তিনটি বিধানসভা ছাড়াও নিউ জলপাইগুড়ি সহ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকা থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা অংশ নিয়েছিলেন।

৩০ মিনিটের ভাষণে অভিষেক বারবার উন্নয়ন প্রসঙ্গ টেনে কখনও বলেছেন, 'আমাদের সরকার ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণার পরেই মার্চ মাসে শুধু শিলিগুড়িতে প্রায় ১৫ হাজার যুবক-যুবতীকে যুবসাথী প্রকল্পে মাসে ১৫০০ টাকা করে দিয়েছে।' আবার কখনও বলেছেন, 'শিলিগুড়ি বিধানসভায় প্রায় ৬১ হাজার মা-বোনকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হচ্ছে।' আবার কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। আক্ষেপের সুরে অভিষেক বলেছেন, 'শিলিগুড়ি তৃণমূলকে জেতায়নি। ২০১৬ সালে অশোক ভট্টাচার্য, ২০২১ সালে শংকর ঘোষ জিতেছেন। কিন্তু তারপরেও এখানকার জন্য রাজ্য সরকার এই টাকা দিচ্ছে। এটাই বিজেপির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য।' তিনি দাবি করেন, 'বিজেপি নোটবন্দি থেকে শুরু করে এসআইআর, রান্নার গ্যাসের জন্য লাইনে দাঁড় করিয়েছে।'

শিলিগুড়িতে গত ১৫ বছরের উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, 'এখানে পুলিশ কমিশনারেট হয়েছে। ৫১১ কোটি টাকায় মেগা পানীয় জলপ্রকল্প হচ্ছে। এসজেডিএ এবং পুরনিগম প্রচুর উন্নয়নের কাজ করেছে।' আগামী বছর শিলিগুড়ির পুরভোটের রাশও যে তাঁর হাতেই থাকবে সেটাও এখানকার নেতা-নেত্রীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পুরনিগমে এমন প্রতিনিধি দেব, যে উন্নয়নের কাজ করবে, পরিষেবার কাজ করবে।' কাউন্সিলার, ওয়ার্ড সভাপতিদের ওপরে তাঁর অফিস (টিম এবি) থেকে নজরদারি করবে বলেও তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। অভিষেক বলেছেন, '২০১৬-'২১ অশোক ভট্টাচার্য এখানে বিধায়ক ছিলেন। অশোকবাবু কিছুদিন আগে বলেছেন, আমাদের ভোটাররা তৃণমূলকে ঠেকাতে গিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। এটা ঠিক হয়নি।'

তাঁর দাবি, তৃণমূলকে জব্দ করতে গিয়ে বামেরা নিজেই জব্দ হয়ে গিয়েছে। অশোকের পালটা দাবি, 'অভিষেকের এটা জানা উচিত যে, ওঁর পিসি (মমতা) প্রথম এই রাজ্যে বিজেপিকে নিয়ে এসেছিলেন। কেন্দ্রে বিজেপির সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন। এখন তো এসব গালগল্প দিলে হবে না। বিজেপির কাছে বামেরাই প্রধান শত্রু, তৃণমূল নয়।' অভিষেক এদিন বক্তব্য শেষ করেই পাপিয়া ঘোষের কাছে তাঁর বাবা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন।

ভোট থেকে বঞ্চিতই

প্রথম পাতার পর

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান এই উদ্বেগজনক অবস্থা তুলে ধরে কার্যত হতাশা প্রকাশ করে বলেন, আইনি রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও এই বিপুল সংখ্যক নাম বাতিল হওয়া বিস্ময়কর। ইতিমধ্যে বাতিল প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ ট্রাইবিউনালে আপিল করেছেন।

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানান, অনেক ক্ষেত্রে অনলাইনে নথি আপলোড করা সম্ভব হয়নি এবং আবেদনকারীরা নাম বাতিলের কারণ জানতে পারছেন না। সেই প্রেক্ষিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ট্রাইবিউনাল অফলাইনে জমা দেওয়া নথিও খতিয়ে দেখতে পারবে এবং প্রয়োজনে প্রতিটি নাম বাতিলের কারণ পুনরায় পরীক্ষা করবে। জেলা শাসকের দপ্তর থেকে অফলাইনে আপিল জমার রসিদ দিতেও আদালত নির্দেশ দিয়েছে।

সোমবারের শুনানিতে বিশেষভাবে উঠে আসে শিল্পাচার্য তথা ভারতীয় সংবিধানের অলংকরণ শিল্পী নন্দলাল বসুর ৮৮ বছর বয়সি নাতি সুপ্রবুদ্ধ সেনের নাম বাদ পড়ার বিষয়টি। শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা সুপ্রবুদ্ধ ও তাঁর স্ত্রীর সমস্ত বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আমরা মুসলমান বা ঘুসপেটিয়া নই, তবে কেন নাম বাদ গেল?'

শীর্ষ আদালত তাঁকে দ্রুত ট্রাইবিউনালের দ্বারস্থ হওয়ার অনুমতি দিয়েছে এবং কমিশনকে এবিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে। ট্রাইবিউনাল পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরুর আগেই অবশ্য ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী মোহতাব শেখের নাম ভোটার তালিকায় ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই সুযোগ শিল্পাচার্যের নাতি পাবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়।

গাড়ির সামনে রাস্তায় শুয়ে পড়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

মোদিকে প্রণাম করতে গিয়ে শ্রীঘরে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৬ এপ্রিল : 'অতিভক্তি' দেখাতে গিয়ে সোজা হাজতবাস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয়ের সামনে শুয়ে পড়ে প্রণাম করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হল এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। রবিবার নির্বাচনি জনসভা করতে কোচবিহারে আসেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কনভয় যখন বিমানবন্দর থেকে রাসমেলা মাঠের দিকে যাচ্ছিল তখন পুলিশলাইন সংলগ্ন এলাকায় গাড়ির সামনে দৌড়ে চলে আসে ছেলেটি। নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে গাড়ির সামনে রাস্তায় শুয়ে প্রণাম করে নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে। সেসময় প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি কমান্ডোরা ছুটে আসতেই সে রাস্তা থেকে উঠে চলে যায়। ওই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন ছিল। তারপরেও নিরাপত্তার ফাঁক গলে কীভাবে ওই পরীক্ষার্থী মোদির গাড়ির সামনে পৌঁছে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে তড়িঘড়ি ফালাকাটার বাসিন্দা ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ন্যাশনাল স্পেশাল প্রোটেকশন অ্যাক্টে মামলা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে শুয়ে প্রণাম পরীক্ষার্থীর। - ফাইল চিত্র

মোদিকে প্রণাম করার জন্য ওই পরীক্ষার্থীর ছুটে যাওয়ার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সোমবার ধৃতকে কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে দু'দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে, ঘটনার পর পুলিশের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ধৃতের আইনজীবী প্রদীপকুমার সরকার। তিনি বলেন, 'এটি পুরোপুরি পুলিশের ব্যর্থতা। তারা যদি ঠিকমতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখত তাহলে একজন রাস্তার মাঝখানে চলে যেতে পারত না। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে সে প্রধানমন্ত্রীর অন্ধভক্ত। প্রণাম করার উদ্দেশ্যেই রাস্তার মাঝখানে চলে গিয়েছিল। পুলিশ নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে তাকে গ্রেপ্তার করেছে।' যদিও এবিষয়ে জানতে জেলা পুলিশ সুপার যশপ্রীত সিংকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী যে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে রাসমেলা মাঠ পর্যন্ত সড়কপথে যাতায়াত করবেন তা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। সেই মোতাবেক রাস্তার দু'ধারে ব্যারিকেড ও প্রচুর পরিমাণে পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রাস্তার দু'ধারে প্রচুর পুলিশকর্মী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার মাঝেই ছেলেটি ছুটে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে নরেন্দ্র মোদির গাড়ির সামনে শুয়ে প্রণাম করল। পাশে পুলিশ থাকলেও তাকে বাধা দিতে দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে গাড়ির গতি কমিয়ে দেওয়া হয়। গাড়িতে থাকা দুজন এসপিজি কমান্ডো ছুটে ছেলেটির দিকে এগোতেই সে উঠে চলে যায়। পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ধৃতের আইনজীবী জানিয়েছেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এসপিজি-র তরফে কোনও অভিযোগ করা হয়নি। তবে পুলিশই মামলা দায়ের করেছে। দুটি জামিন যোগ্য এবং দুটি জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে। এনিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন অবশ্য বলেন, 'বিষয়টি এখন পুলিশ-প্রশাসনের অধীনে রয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

লাচেনে হোটেলবন্দি পর্যটকরা

রাস্তা থেকে বরফ সরানো শুরু

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : সাতসকালে ঝলমলে রোদ। কিন্তু মেঘের আড়ালে সূর্যের ঢাকা পড়তে বেশি সময় লাগেনি। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আটকে থাকা পর্যটকদের মনও ভারী হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। তবে বৃষ্টি নয়, জিরো পয়েন্টে ভারী তুষারপাত যান চলাচলে বিপদ ডেকে আনায় সোমবারও লাচেনে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার করতে পারেনি মংগন জেলা প্রশাসন। সোমবার সেনাবাহিনী ও বিআরও'র সহযোগিতায় লাচেন-ডোংখা লা রুটে বরফ সরানোর কাজ শুরু করলেও প্রতিকূল আবহাওয়ায় কাজ সম্পূর্ণ হয়নি।

ফলে আটকে রয়েছেন পর্যটকরা। আবহাওয়ার পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত তাঁদের আটকে থাকতে হবে বলে আশঙ্কিত পর্যটকরা। তবে এদিন সেনা জওয়ানরা পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলে সাহস জুগিয়েছেন। রবিবার ভোরে চুংথাং-লাচেন রোডের তারুণ চু সেতুর মুখে বড় ধরনের ধস নামায় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে লাচেন। বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা। আটকে থাকা পর্যটকদের গ্যাংটকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে লাচেন-জিরো পয়েন্ট-ডোংখা লা-লাচুং রুটটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মংগন জেলা প্রশাসন। কিন্তু জিরো পয়েন্টের তুষারপাত ওই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে।

যদি তুষারপাতের সাক্ষী থাকা যায়, এই আশাতেই বসন্তের শেষপর্বে উত্তর সিকিমের লাচেনে বেড়াতে গিয়েছেন অনেক পর্যটক। কিন্তু তাঁদের বিপাকে পড়তে হল ধস এবং তুষারপাতের জেরে। বেলঘরিয়া থেকে লাচেনে সপরিবারে বেড়াতে এসেছেন সুব্রত দেব রায়। তিনি বলছেন, 'শুক্রবার লাচেনে পৌঁছেও বুঝতে পারিনি এমন বিপদে পড়তে হবে। বুঝতে পারছি না গ্যাংটকে কবে ফিরতে পারব। সমস্ত কিছু বুকড থাকার পরেও মনে হয় না পেলিং যাওয়া হবে।'

হঠাৎ বদলে যাওয়া আবহাওয়ায় শুক্রবারের পর শনিবার প্রবল বৃষ্টি হয় উত্তর সিকিমের বিভিন্ন এলাকায়।

ফলে আলগা হয়ে থাকা মাটি ধসে যায় তারুণ চু সেতু সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বড় একটি অংশের মাটি ধসে যাওয়ায় সেতুটিও বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। টানা কয়েকদিন যদি প্রবল বৃষ্টি হয়, তবে সেতুটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কিত অনেকে। ফলে চুংথাং-লাচেন রুটে কবে পুনরায় যান চলাচল শুরু হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

অন্যদিকে, জিরো পয়েন্ট সহ কয়েকটি এলাকায় গত কয়েকদিন ভারী তুষারপাত হয়েছে। রাস্তায় বরফের ভারী আস্তরণ থাকায় জিরো পয়েন্ট-ডোংখা লা রুটে যান চলাচল বন্ধ। বরফের চাঁই সরিয়ে সোমবার এই পথে পর্যটকদের গ্যাংটকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল মংগন জেলা প্রশাসন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

কাউন্সিলারকে গুলি, দাবি ঘিরে সন্দেহ

মাথাভাঙ্গা, ৬ এপ্রিল : তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা, তৃণমূল কাউন্সিলার উদয় চক্রবর্তীর এমন দাবি ঘিরে শোরগোল মাথাভাঙ্গায়। সোমবার রাতে মাথাভাঙ্গা শহরের ময়নাতলি মোড়ে এনিয়ে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। কাউন্সিলারের দাবি, বাড়ি ফেরার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। রাতে মাথাভাঙ্গা থানায় তিনি অভিযোগও দায়ের করতে যান। পরে পুলিশ অবশ্য দাবি করেছে, কাউন্সিলারের বয়ানে অনেক অসংগতি রয়েছে।

রাতের খবর, পুলিশ কাউন্সিলারের অভিযোগ গ্রহণই করেনি। এমনকি গুলি চালানোর দাবির কতটা সত্যতা রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে পুলিশ। বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য শেখর রায়ের কটাক্ষ, 'তৃণমূলের ওই কাউন্সিলার তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত। ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। আর নির্বাচনের আগে এই ঘটনা সাজানো চিত্রনাট্য।'

হাতিতে পিষ্ট

শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : হাতির হানায় এক ব্যক্তির প্রাণ গেল। সোমবার রোহিণী টোল প্লাজা থেকে ৭০০ মিটার আগে ঘটনাটি ঘটে। এখানে হাতি চলাচলের করিডর রয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বারভাঙ্গাটোলার বাসিন্দা মহম্মদ সাকিল আহমদ (৪২) এদিন বাড়ির এক বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করতে বাইকে করে কার্সিয়াং যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলমগির বলে একজন ছিলেন। সামনে হাতি দেখে তাঁরা বাইক ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলে হাতিটি সাকিলকে পিষে মারে। আলমগিরের পায়ে আঘাত লেগেছে।

সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা

প্রথম পাতার পর

মুখ্যসচিব ও ডিজি-র পক্ষে পেশ করা হলফনামায় অবশ্য দাবি করা হয়, সঠিক সময়ে তদন্ত করে পুলিশ মোফাক্কেরুল ইসলাম সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা ওই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড। সুপ্রিম কোর্ট তৎক্ষণাৎ ওই দুজনকে এনআইএ'র হাতে তুলে দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়।

বিচারকদের হেনস্তার ওই ঘটনায় মালদাজুড়ে তৎপরতা চলছে এনআইএ'র। যে সব বুথে সবচেয়ে বেশি মানুষ ভোটার তালিকায় বিচারাধীন, সেই এলাকার বিএলও-দের জেরা করছেন ওই সংস্থার আধিকারিকরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকার একজন বিএলও জানান, 'আমাদের কয়েকজনকে বিডিও অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এনআইএ আধিকারিকরা আমাদের আলাদা আলাদা জেরা করে নানা তথ্য নিয়েছেন।'

তাঁর কথায়, 'যেমন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমার এলাকায় কতজন ভোটার ছিলেন, কতজন ভোটারের নাম বিচারাধীন, তাঁদের মধ্যে কতজনের নাম ডিলিট হয়েছে, ১ তারিখ আমি কোথায় ছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের ফোন নম্বর ও বাড়ির ঠিকানা নিয়েছেন ওঁরা। প্রয়োজনে আবার ডাকবে বলেছেন।' সোমবার পর্যন্ত ৪০ জন বিএলও-কে ডেকে পাঠিয়ে এনআইএ ২২ জনের সঙ্গে কথা বলে।

প্রয়োজনে ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে বিএলও-দের শনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে। এনআইএ আধিকারিকরা বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে প্রধানদের সঙ্গেও কথা বলেন। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া কিছু মানুষের সঙ্গেও তাঁরা কথা বলেন। তাঁদের নথিপত্র যাচাই করেন। কয়েকজনের নথিপত্র সংগ্রহ করে নিয়েও যান।

বাঙ্গিটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাহিদুর রহমান বলেন, 'আমার এলাকায় প্রায় ৮ হাজারের বেশি ভোটার বাতিল হয়ে গিয়েছেন। এনআইএ আধিকারিকরা তাঁদের কয়েকজনকে ডাকতে বলেন। সাতজন ভোটার উপস্থিত হন। তাঁদের নথিপত্র খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।' প্রধানের দাবি, এনআইএ আধিকারিকরা বুঝতে পেরেছেন, বেশিরভাগের নাম বাতিল হওয়ার কারণ নামের মিস ম্যাচ। ওই ভোটারের সমস্ত নথিপত্র সংগ্রহ করেন তাঁরা।

একই তথ্য জানান মোথাবাড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান বাবর আলি। বিচারকদের আটকে রাখার দিন যে টোটোয় মাইক বেঁধে স্লোগান, বক্তৃতা চলছিল, তার চালক ইশা শেখের চামা প্রতাপপুরের বাড়িতেও হাজির হয় এনআইএ। ইশা বলেন, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, টোটো নিয়ে ওই জমায়েতে গিয়েছিলাম কেন। আমি বলি, আমি বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ। টোটো চালিয়ে কোনওরকমে সংসার চালাই। কেউ ভাড়া করলে আমাকে তো যেতেই হয়। তাই গিয়েছিলাম।'

ইতিমধ্যে বিচারকদের হেনস্তার অভিযোগে আরও ৯ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ফলে ওই ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪১। অন্যদিকে, ঘটনার দিন পরিস্থিতি সময়মতো না জানানোর জন্য মালদার অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদকে শোকজ করা হয়েছে। তাঁকে সাতদিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে নির্দেশ দেন মালদার জেলা শাসক রাজনভির সিং কাপুর।

(তথ্য সংগ্রহ : নবনীতা মণ্ডল, অরিন্দম বাগ ও সেনাউল হক)

অগ্নিকন্যার কঠিন অগ্নিপরীক্ষা

প্রথম পাতার পর

এমনিতেই একুশের ভোটে সরকার গড়তে না পারার আক্ষেপ এখনও যায়নি বিজেপি নেতাদের। ফলে এবার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দিল্লির নেতারা। যে কোনওভাবে বঙ্গ দখল করাই টার্গেট তাঁদের। ফলে সমীক্ষার ফল যদি বাস্তবে পরিণত হয়, তবে অন্য রাজ্যের মতো এরাজ্যেও ঘোড়া কেনাবেচা চলবে, একথা হলফ করে বলাই যায়। আর এখানেই উদ্বেগ বাড়ছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের।

দীর্ঘ পনেরো বছর একটানা ক্ষমতায় থাকার ফলে যে প্রতিষ্ঠানবিরোধী ক্ষোভ তৈরি হয়, তা সামাল দেওয়া যে কোনও শাসকদলের পক্ষেই এমনিতে পাহাড়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে বামেদের ৩৪ বছরের দুর্ভেদ্য শক্ত দুর্গে ফাটল ধরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। তখন লড়াইটা ছিল ক্ষমতা দখলের। কিন্তু ২০২৬-এর প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবার তাঁকে লড়তে হচ্ছে নিজের দলের অন্দরের কিছু ক্ষোভ, দীর্ঘদিনের শাসনে জন্ম নেওয়া প্রশাসনিক ক্লান্তি এবং বিরোধীদের অতি-আক্রমণাত্মক প্রচারের বিরুদ্ধে। শিক্ষক থেকে পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি, র‍্যাশনের মতো কেলেঙ্কারি এবং একাধিক স্থানীয় স্তরের অস্বস্তিকর ঘটনা রাজ্যের শাসকদলের প্রতি সাধারণ মানুষের একাংশের মোহভঙ্গ ঘটিয়েছে বলে দাবি বিরোধীদের। সেইসঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়ায় তৃণমূলের ঘরেই সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

সংখ্যালঘু ভোট ভাগ নিয়েও শাসক শিবিরে চিন্তার উদ্রেক রয়েছে। বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে। এতদিনে বিজেপি বিরোধী যে ভোটে তৃণমূলের একচেটিয়া অধিকার ছিল, সেটা এখন অনেকটাই স্তিমিত। কংগ্রেস, হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, ওয়াইসির মিম কিংবা আইএসএফ-এর দিকে যদি মুসলিম ভোটের সামান্য অংশও ঘুরে যায়, তাহলে তাও তৃণমূলের জয়ে বড়সড়ো বাধা তৈরি করতে পারে। মুসলিমদের অনেকেই বলছেন, এতদিন তো তৃণমূলকে ভোট দিলাম। তাতে আমাদের আর উন্নয়ন হল কোথায়! এই যে জনরোষ, সেটাও বেশ আঁচ করতে পারছেন মমতা।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবারের বঙ্গ-ভোটকে আক্ষরিক অর্থেই পাখির চোখ করেছে। প্রচারের মূল অভিমুখই হতে চলেছে 'দুর্নীতিমুক্ত বাংলা' এবং 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর সুবিধা। রাজ্যে শিল্প আনা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং মহিলাদের সার্বিক নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলিকে তুলে ধরে তাঁরা বাংলার মানুষের মন জয় করতে চাইছেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার রাজ্য বিজেপি সাংগঠনিকভাবে অনেক বেশি সতর্ক।

ফলে আপাতদৃষ্টিতে শাসকদল বাইরে থেকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী চেহারা বজায় রাখলেও, দলের অন্দরে কিন্তু এক অদ্ভুত স্নায়ুর চাপ এবং উদ্বেগের চোরাস্রোত বয়ে চলেছে। রাজনৈতিক মহলে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, মমতা কি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে কঠিন নির্বাচনের মুখোমুখি হতে চলেছেন?

চলতি মাসের এই হাই ভোল্টেজ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার গলাতেও একান্ত আলাপচারিতায় দলের চূড়ান্ত আসন সংখ্যা নিয়ে গভীর 'উদ্বেগ' ধরা পড়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শাসকদলের এক প্রার্থীর কথায়, 'দলের ভেতরে যথেষ্ট চাপ রয়েছে। এসআইআর নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। দল ২২৬টি আসনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দিলেও তা অর্জন করা বেশ কঠিন বলেই মনে হচ্ছে।'

প্রথম দফার নির্বাচনের আর মাত্র সপ্তাহ দুয়েক বাকি। ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ। কিন্তু তার আগে ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৩৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭০৪ জন ভোটারের ভবিষ্যৎ ঝুলে রয়েছে নির্বাচন কমিশনের 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বা বিচারাধীন তালিকায়। এর মধ্যে ঠিক কত শতাংশ ভোটার শেষপর্যন্ত ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন, সেই অঙ্কটি এখনও কারও কাছে স্পষ্ট নয়। এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কাই এখন শাসকদলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর বিধানসভার কথাই ধরা যাক। এই কেন্দ্রটিতে বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা ৭৮,৪৭৫। অবাক করার মতো বিষয় হল, এই সংখ্যাটি বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার মতো বড় এবং উল্লেখযোগ্য আদিবাসী জনসংখ্যা বিশিষ্ট দুটি জেলার মোট বিচারাধীন ভোটারের মিলিত সংখ্যার (৭২,৬৯৪ জন) চেয়েও বেশি। এই পরিসংখ্যানগত অসামঞ্জস্য স্বাভাবিকভাবেই শাসকদলের নেতাদের মনে গভীর সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক, যিনি ইতিমধ্যেই কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে অংশ নিয়েছেন, তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে তাঁর দল এবার কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়, বরং সরাসরি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেই লড়াই করছে।

বাংলার বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী এবার দলের জন্য ২২৬টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বারবার জোর দিয়ে বলছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস ফের ক্ষমতায় ফিরবে। কিন্তু নির্বাচনি পাটিগণিতের হিসেব বলছে অন্য কথা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এমন ৫৫টি আসন ছিল যেখানে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ছিল ১৫,০০০ ভোটের কম। এর মধ্যে ৩৯টি আসনে জয়ের ব্যবধান ছিল ১০,০০০-এরও নীচে। এই আসনগুলির যে কোনওটিতে যদি শাসকদলের বিরুদ্ধে সামান্যতম ভোটের মেরুকরণ হয়, তবে তৃণমূলের আসন সংখ্যা অনেকটাই নীচে নেমে আসতে পারে। যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, যে সমস্ত আসনে তৃণমূল ৫০,০০০ থেকে ১ লক্ষ ভোটের বিশাল ব্যবধানে জিতেছিল, সেখানে যদি ব্যাপক হারে ভোটারের নামও বাদ যায়, তাহলে হয়তো জয়ের ব্যবধান কমবে, কিন্তু তৃণমূলের জয় আটকাবে না।

গত কয়েক বছর ধরেই উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা বিজেপির অত্যন্ত উর্বর রাজনৈতিক জমি। ২০১৯-এর লোকসভা থেকে শুরু করে একুশের বিধানসভা- বারবার উত্তরবঙ্গ দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছে পদ্ম শিবিরকে। জনমত সমীক্ষা ইঙ্গিত দিচ্ছে, উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে বেশিরভাগ আসনেই বিজেপি তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসও এবার এক ইঞ্চি জমি বিনা যুদ্ধে ছাড়তে নারাজ। শাসকদল বিলক্ষণ জানে, দক্ষিণবঙ্গের আসন দিয়ে ম্যাজিক ফিগার ছুঁতে গেলে উত্তরবঙ্গের অন্তত আংশিক সমর্থন ছাড়া তা কার্যত অসম্ভব।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ম্যাট্রিজের সমীক্ষায় দেখানো ২ শতাংশের সামান্য ব্যবধানই হতে পারে এবারের নির্বাচনের আসল 'গেম চেঞ্জার'। শেষমুহূর্তের প্রচার, সামান্য সুইং ভোট বা ভোটারদের মনবদলের উপর নির্ভর করে চূড়ান্ত ফলাফল যে কোনও দিকেই ঘুরে যেতে পারে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এই সমীক্ষার ফল অবশ্য কড়া সতর্কবার্তা দিচ্ছে।

সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যে এক ঐতিহাসিক ও স্নায়ুক্ষয়ী রাজনৈতিক যুদ্ধ হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শেষপর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দুর্গ অটুট রাখতে পারবেন, নাকি বিজেপি বাংলায় নতুন সমীকরণ তৈরি করবে, তা জানার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ৪ মে পর্যন্ত। তবে এটুকু নিশ্চিত, বাংলার মানুষ এক চরম প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক দ্বৈরথের সাক্ষী হতে চলেছেন।

ক্যান্ডিডেটস দাবায় ভারতের আশা জিইয়ে রেখেছেন রমেশবাবু বৈশালী।

বৈশালীর জয়, ড্র প্রজ্ঞার

পাখোস, ৬ এপ্রিল : বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার স্বপ্ন ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের।

ক্যান্ডিডেটস দাবায় সপ্তম রাউন্ডে প্রজ্ঞানানন্দ ড্র করেন ফ্যাবিও কারুয়ানার বিরুদ্ধে। এই নিয়ে টানা চারটি রাউন্ড ড্র করেছেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। সপ্তম রাউন্ডের শেষে তার সংগ্রহ ৩.৫ পয়েন্ট। পয়েন্ট তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন তিনি। ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে জাভোখির সিন্ডারোভ। এখনও প্রতিযোগিতায় আরও সাতটি রাউন্ডের খেলা বাকি। বাকি ম্যাচগুলিতে বড় কোনও মিরাকল না করতে পারলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে প্রজ্ঞানানন্দের।

মহিলাদের বিভাগে অবশ্য আশা জাগিয়ে রেখেছেন প্রজ্ঞার দিদি রমেশবাবু বৈশালী। সপ্তম রাউন্ডে তিনি হারিয়েছেন তান ঝোংগিকে। আপাতত ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বৈশালী। আরেক ভারতীয় দিব্যা দেশমুখ ড্র করেছেন কাটেরিয়ানা লাগনোর বিরুদ্ধে। ৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনি রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে।

গিলবার্টসন সাংমা প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ এপ্রিল : ভারতীয় দলে খেলা অতীত দিনের ফুটবলার গিলবার্টসন সাংমা প্রয়াত। ৩ এপ্রিল গুয়াহাটিতে প্রয়াণ হয় এই ফরোয়ার্ডের। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ১৯৭৫ সালে তিনি ভারতের জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় পা রাখেন। জাকার্তার মারহা হালিম কাপে তাঁর প্রথম খেলা। তিনি মোট তিনটি ম্যাচ খেলেন ভারতের হয়ে। ১৯৭২ থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত তিনি অসমের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে অংশ নেন। এছাড়া ক্লাব স্তরে খেলতেন অসম পুলিশের হয়ে। ১৯৮১ সালে বরদলৈ ট্রফি জয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। ফাইনালে ডেম্পোর বিপক্ষে অসম পুলিশের জয়ের গোল তাঁর পা থেকেই আসে। এদিন তাঁর মৃত্যুতে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং শোকপ্রকাশ করা হয়।

নাম প্রত্যাহার সাতচি জুটির

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন ভারতের তারকা ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। কাঁধে চোট রয়েছে সাত্ত্বিকের। সেই কারণেই নাম প্রত্যাহার, এমনটাই জানিয়েছেন চিরাগদের কোচ তান কিম। সাতচি জুটির অনুপস্থিতিতে ভারতীয়রা তাকিয়ে থাকবেন সিঙ্গলসে দুই তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু ও লক্ষ্য সেনের দিকে। এছাড়াও আরেক তারকা এইচএস প্রণয়ও চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরছেন। ফলে সিঙ্গলস থেকে পদকের আশায় বুক বাঁধছে ব্যাডমিন্টন মহল।

সাফে অনিশ্চিত পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : মহিলাদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে গোয়াতে। দুই দেশের উত্তপ্ত সম্পর্কের জেরে আদৌ পাকিস্তান ভারতে দল পাঠাবে কি না, তা নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানায়নি তারা। যদিও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের শেষ তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে। তাই মনে করা হচ্ছে, পাকিস্তানকে ছাড়াই এবারের সাফ অনুষ্ঠিত হবে।

ছোটদের ডার্বি জিতল মোহনবাগান

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে মোহনবাগান। জয়সূচক গোলটি করে টাইসন শর্মা। এই ম্যাচ জিতে ফাইনাল রাউন্ডের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে মোহনবাগান।

সঞ্জুর প্যাশন নিয়ে প্রশ্ন চেন্নাই ভক্তদের

বেঙ্গালুরু, ৬ এপ্রিল : রাজস্থান রয়্যালস, পাঞ্জাব কিংসের পর রবিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে হেরে চলতি আইপিএলে পরাজয়ের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে ফেলেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস। মহেন্দ্র সিং ধোনির অনুপস্থিতিতে গোটা দলটা যেন অভিভাবকহীনতায় ভুগছে। তরুণদের নিয়ে স্কোয়াড তৈরির স্ট্র্যাটেজি আপাতত পুরোপুরি ফেল হলুদ ব্রিগেডের। রবিবার আরসিবি-র বিরুদ্ধে ৪৩ রানে হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন সিএসকে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে টিম ডেভিড (২৫ বলে অপরাজিত ৭০), রজত পাতিদার (১৯ বলে ৪৮) চেন্নাইয়ের বোলিংয়ের উপর বুলডোজার চালিয়ে ২৫০/৩ স্কোরে পৌঁছে যান। যা আইপিএলে সিএসকে-র বিরুদ্ধে কোনও দলের সবাধিক স্কোর। বল হাতে ম্যাট হেনরি, অনশুল কম্বোজ, নুর আহমদরা শুরুতে বেঁধে রাখলেও শেষ ৫ ওভারে বিলিয়েছেন ৯৭ রান! পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে রুতুরাজ, সঞ্জু স্যামসন, আয়ুষ মাত্রেদের ব্যর্থতায় ২০/৩ হয়ে ম্যাচ থেকেই হারিয়ে যায় চেন্নাই। যা স্বীকার করে নিয়ে রুতু বলেছেন, 'ব্যাট হাতে আমার অবদান রাখা উচিত ছিল। তাহলে ফলাফল অন্যরকম হতেও পারত। এই হারের দায় সম্পূর্ণভাবে আমার।'

ব্যাট চলছে না, এবার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের সমর্থকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে গেলেন সঞ্জু স্যামসন। কোনও স্ট্র্যাটেজি কাজ না করায় অসহায় দেখাচ্ছে রুতুরাজ গায়কোয়াড়কেও (নীচে)।

হারের দায় আমার : রুতুরাজ

এবারের আইপিএলের নিলামে সরফরাজ খানকে নিয়েছে চেন্নাই। রবিবার অর্ধশতরান করে দলের হারের ব্যবধান কমাতে তিনি অনেকটাই সাহায্য করেছেন। সরফরাজ, প্রশান্ত বীর ও জেমি ওভার্টনের লড়াইয়ের জন্যই চেন্নাই দুশোর গণ্ডি টপকাতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে রুতুর বক্তব্য, 'রানতাড়ায় জঘন্য শুরুর পরও আমরা দুশো পেরিয়েছি, যা আমাকে অবাক করেছে। সরফরাজ, প্রশান্ত, ওভার্টন, কিছুটা শিবম দুবে দুর্দান্ত লড়াই করল।'

১৮ নম্বর ওভারে অনশুল কম্বোজের বলে আউট হয়েছিলেন ডেভিড। কিন্তু নো বল হওয়ায় বেঁচে যান তিনি। এই নো বল হারের অন্যতম কারণ মানছেন রুতুরাজ। বলেছেন, 'টিম ডেভিডের উইকেট আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু নো বল হয়ে যায়। এরপর বাকি দুই ওভারে ডেভিড তাণ্ডব চালিয়েছে। এমনকি ৭ রানে থাকার সময় বিরাট কোহলির ক্যাচটা ধরতে পারলে মোমেন্টাম আমাদের সঙ্গে থাকত। ১৩-১৪ ওভার পর্যন্ত আমরা ম্যাচে ছিলাম। তারপর ম্যাচ হাত থেকে ফসকে গিয়েছে।'

সিএসকে কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংও মেনে নিয়েছেন, প্লেয়াররা নার্ভ ধরে রাখতে পারেনি। তিনি বলেছেন, 'ডেথ ওভারে ডেভিডের ব্যাটিং ফারাক গড়ে দিল। শুরুতে আমরা কিছু সুযোগ তৈরি করেছিলাম। যা কাজে লাগানো উচিত ছিল। আরসিবি ইনিংসের শেষদিকে বোলাররা নার্ভ ধরে রাখতে পারেনি। স্কোরটা ২১০-২২০ রানের মধ্যে রাখলে আমাদের জয়ের সম্ভাবনা বাড়ত।'

হারের হ্যাটট্রিকের মধ্যেও মিডল অর্ডার ব্যাটার ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে নিয়ে সুখবর দিয়েছেন ফ্লেমিং। বলেছেন, 'সব ঠিক থাকলে ব্রেভিস ১১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারে। পরের ম্যাচের আগে হাতে কয়েকদিন রয়েছে। আশা করি, সব পরিকল্পনামাফিক যাবে। ব্রেভিসের না থাকা দলের জন্য বড় ধাক্কা। ওকে মাঠে দেখার অপেক্ষায় আছি।' অন্যদিকে একটি রিপোর্টের মতে, দুইদিন পর ধোনির ফিটনেস টেস্ট হবে। পরীক্ষায় পাশ করলে, ব্রেভিসের মতো ধোনিরও ঘরের মাঠ চিপকে দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে মাঠে নামার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, চোটের জন্য এবারের আইপিএলের প্রথম ছয়টি ম্যাচ মিস করবেন ধোনি।

'নো সঞ্জু, নো প্রবলেম।'-জোড়া জয়ে ফুটতে থাকা রাজস্থান রয়্যালসের এটাই এখন অলিখিত টিম অ্যানথেম। কিন্তু সঞ্জুই কি চেন্নাই সুপার কিংসের বোঝা হতে চলেছেন? ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক হলুদ জার্সিতে এখনও সাফল্য পাননি। তিনটি ম্যাচেই দুই অঙ্কের রানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন সিএসকে-র প্রিয় 'চেট্টা।' স্বাভাবিকভাবেই সঞ্জুর অফফর্ম হতাশা বাড়াচ্ছে চেন্নাইয়ের ভক্তদের। সিএসকে-র এক সমর্থক তো দলের প্রতি সঞ্জুর প্যাশন নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'প্রিয় সঞ্জু স্যামসন, তুমি যদি মানসিকভাবে খেলার মধ্যে না থাকো তাহলে কয়েক ম্যাচে বিশ্রাম নাও, সরে দাঁড়াও। বিষয়টা শুধু রান না পাওয়া নয়। তোমার শরীরী ভাষায় উদ্দীপনা নেই। ক্যামেরা তাক করলেই বোঝা যায়, তুমি হতাশ এবং মানসিকভাবে খেলার মধ্যে নেই। সিএসকে-তে আসার পর একবারও কেউ তোমাকে হাসতে দেখেনি। প্যাশন, রানের খিদে কোথায় তোমার? দলের জন্য তুমি ভাবো, অন্তত সেটা প্রকাশ করো।'

সমস্যার পাহাড়ে থাকা চেন্নাই শিবিরে মহেন্দ্রবাবুর ছায়া সঞ্জীবনী সুধা হতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

নতুন মন্ত্র রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর

উইকেট বাঁচিয়ে আক্রমণে যাও

বেঙ্গালুরু, ৬ এপ্রিল : ১৫ ওভারে স্কোর ছিল ১৫৩। হাতে ৭ উইকেট। ফলে চেন্নাই সুপার কিংসের উপর সুনামির আশায় ছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সমর্থকরা। ঠিক সেটাই হল রবিবার। শেষ ৫ ওভারে ৯৭ রান তুলে 'হত্যালীলা' চালিয়েছিলেন টিম ডেভিড ও আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার। নিটফল, হলুদ ব্রিগেডের বিরুদ্ধে টানা চতুর্থ জয় বেঙ্গালুরুর। শুরুতে উইকেট বাঁচিয়ে ডেথ ওভারে অল আউট আক্রমণে যাওয়ার স্ট্র্যাটেজিকেই আরসিবি-র নতুন মন্ত্র বলছেন দলের অন্যতম তারকা দেবদত্ত পাডিক্কাল।

> **গত বছর বেশ কয়েকটি ম্যাচে শুরু থেকে চালাতে গিয়ে ডেথ ওভারে একাধিক উইকেট হারিয়েছি আমরা। যা নিয়ে গত মরশুমের মাঝপথ থেকেই আলোচনা হয়েছিল দলের মধ্যে। সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম, পিচের প্রকৃতি বুঝে শুরুতে উইকেট বাঁচিয়ে খেলব। যাতে বল পুরোনো হওয়ার পর অল আউট আক্রমণে যাওয়া যায়।**
>
> **-দেবদত্ত পাডিক্কাল**

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ডেভিডের তাণ্ডব শুরুর আগে ফিল সল্টকে নিয়ে দলের বড় স্কোরের ভিত গড়ার কাজটা রবিবার দেবদত্তই (২৯ বলে ৫০) করেছিলেন। বিরাট কোহলি, সল্ট, পাতিদার, ডেভিডদের মাঝে এবারের আইপিএলে আরসিবি ব্যাটিং লাইনআপে তিন নম্বরে ক্রমশ ভরসার পাত্র হয়ে উঠছেন পাডিক্কাল। রবিবারও তাঁর ব্যাট থেকে অর্ধশতরান এসেছে। দলের দ্বিতীয় জয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে পাডিক্কাল আরসিবি ব্যাটিংয়ের নতুন মন্ত্র শুনিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, 'গত বছর বেশ কয়েকটি ম্যাচে শুরু থেকে চালাতে গিয়ে ডেথ ওভারে একাধিক উইকেট হারিয়েছি আমরা। যা নিয়ে গত মরশুমের মাঝপথ থেকেই আলোচনা হয়েছিল দলের মধ্যে। সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম, পিচের প্রকৃতি বুঝে শুরুতে উইকেট বাঁচিয়ে খেলব। যাতে বল পুরোনো হওয়ার পর অল আউট আক্রমণে যাওয়া যায়। কেননা হাতে উইকেট থাকলে ডেথ ওভারে ব্যাটিং সহজ হয়ে যাবে। এবার আমাদের লক্ষ্য, প্রথম দশ ওভারে যেন ৩-৪ উইকেট চলে না যায়। এটা নিশ্চিত করতে পারলে দলের বিগহিটাররা শেষদিকে সব বলে মারার দক্ষতা রাখে। যার প্রমাণ সিএসকে ম্যাচ। এমনিতেই চিন্নাস্বামীর পিচের চরিত্র বদলে গিয়েছে। এখন আর প্রথম বল থেকেই বড় শট নেওয়া সহজ নয়।'

চলতি আইপিএলে ২ ম্যাচে ১১১ রান করে ফেলেছেন পাডিক্কাল। আসলে ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে থাকার সুফল পাচ্ছেন কর্ণাটকের এই বাঁহাতি ব্যাটার। মানসিকতা ও টেকনিকের বদলেই যে সাদা বলের ক্রিকেটে সাফল্য আসছে তা জানিয়েছেন দেবদত্ত। বলেছেন, 'নিজের উপর বিশ্বাস ও পরিশ্রমের ফল পাচ্ছি। লাল বল থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে নামা সহজ কাজ নয়। আমি যে ধরনের ক্রিকেট খেলে বড় হয়েছি এখন তাতে কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। টেকনিক ও মানসিকতার বদলেই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। আরসিবি-র সাপোর্ট স্টাফরাও আমাকে প্রচণ্ড সাহায্য করেছে।'

পাডিক্কালে মজেছেন আরসিবি-র মেন্টর দীনেশ কার্তিকও। তাঁর মতে, দেবদত্তর ভারতীয় টেস্ট সেটআপে এমনকি সাদা বলের ক্রিকেটে ফেরা সময়ের অপেক্ষা। ডিকে বলেছেন, 'পাডিক্কাল দুরন্ত ফর্মে রয়েছে। ওকে জাতীয় নির্বাচকরা বেশিদিন দলের বাইরে রাখতে পারবেন না। ও এমন একজন ব্যাটার যে টি২০ ক্রিকেটেও যথাযথ শট খেলার ক্ষমতা রাখে। এটাই ওর সবচেয়ে বড় গুণ। আমার মতে, পাডিক্কাল আগামীদিনে নির্বাচকদের কাছে সুন্দর মাথাব্যথা হতে চলেছে। ওকে নির্বাচকরা কীভাবে টেস্ট ও সাদা বলের ফর্ম্যাটে দলে ফিট করে তা দেখার অপেক্ষায় আছি।'

রবিবার আরসিবি-র ২৫০/৩ স্কোরের জবাবে চেন্নাই শিবিরের লড়াই বলতে সরফরাজ খানের অর্ধশতরান। সরফরাজ আউট হয়ে ফেরার সময় তাঁর লড়াইয়ের প্রশংসা করেন বিরাট কোহলি। সেই ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

আগ্রাসী মেজাজে চমকে দিচ্ছেন দেবদত্ত পাডিক্কাল।

তিলক ভার্মাকে ফর্মে ফেরাতে পরামর্শ সূর্যকুমার যাদবের। সোমবার।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে ফিরছেন হার্দিক

বর্ষাপাড়া, ৬ এপ্রিল : অসুস্থতার কারণে গত ম্যাচে ছিলেন না। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও হেরেছিল। জয়ের ট্র্যাকে ফেরার লড়াইয়ে মঙ্গলবার মুম্বইয়ের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। তার আগে মুম্বই শিবিরের জন্য সুখবর। আগামীকাল মাঠে নামার জন্য তৈরি তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। যা সোমবার নিশ্চিত করেছেন মুম্বইয়ের বোলিং কোচ পরস মামব্রে। বলেছেন, 'হার্দিক এদিন একাধিক নেট সেশন করেছে। ও পুরোপুরি ফিট। মাঠে নামার জন্য তৈরি।'

হার্দিক ফিরলে সম্ভবত বসতে চলেছেন পেসার দীপক চাহার। তবে হার্দিকের প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে নজরে অবশ্যই বস বেবি বৈভব সূর্যবংশী। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ১৫ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন। গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে ১৮ বলে করেন ৩১। ফলে আগামীকাল জসপ্রীত বুমরাহ বনাম বৈভবের দ্বৈরথ আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকবে। জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে নামতে চলা রাজস্থান শিবির বৈভবের থেকে ঝোড়ো শুরুর আশায় থাকবে। শুধু বৈভব নয়, যশস্বী জয়সওয়াল-রিয়ান পরাগ-ধ্রুব জুরেল-শিমরন হেটমেয়ার সমৃদ্ধ গোটা রাজস্থানের ব্যাটিংকেই থামানোর চ্যালেঞ্জ থাকবে মুম্বইয়ের। গত ম্যাচে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বাইশ গজের গতি মন্থরতায় আটকে গিয়েছিলেন রোহিত শর্মা, তিলক ভার্মারা। আগামীকাল রানে ফেরার চ্যালেঞ্জ থাকবে তিলকদের।

রাজস্থানের চোখ সেখানে জয়ের হ্যাটট্রিকে। অধিনায়ক রিয়ানকে স্বস্তি দিচ্ছে গোটা দলের ফর্মে থাকা। আগামীকাল রিয়ানের নিজের ব্যাট চললে চিন্তা বাড়বে নীতা আম্বানির ফ্র্যাঞ্চাইজির।

আইপিএলে আজ
INDIAN PREMIER LEAGUE
রাজস্থান রয়্যালস
বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বর্ষাপাড়া
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আমার পারফরমেন্স চোখে পড়ে না : সামি

হায়দরাবাদ, ৬ এপ্রিল : ২০২৫-'২৬ ঘরোয়া মরশুম দুর্দান্ত গিয়েছে তাঁর। যার সুফল এবারের আইপিএলে পাচ্ছেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য মহম্মদ সামি। রবিবার আইপিএল কেরিয়ারের কৃপণতম স্পেলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের টপ অর্ডারের নাভিশ্বাস তুলে দিয়ে লখনউ সুপার জায়েন্টসের জয়ের মঞ্চ তৈরি করেন এই তারকা পেসার। পরিণত অর্ধশতরানের জন্য অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ম্যাচের সেরা হলেও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সামির ৪-২-৯-০ স্পেলটা ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ বহুদিন মনে রাখবে। এহেন দুরন্ত পারফরমেন্সের পর সমালোচকদের ফের একহাত নিয়েছেন ৩৫ বছরের সামি।

টি২০ ক্রিকেটে টেস্ট ম্যাচসুলভ বোলিংয়ে রবিবার সামি নিজামের শহরে লখনউয়ের নবাব হয়ে উঠেছিলেন। গত বছর শুরুর কয়েকটি ম্যাচ খেলানোর পর সামিকে হায়দরাবাদ বসিয়ে দিয়েছিল। পুরোনো দলের বিরুদ্ধেই রবিবার বদলার মঞ্চে জ্বলে ওঠেন তিনি। আইপিএল শুরুর আগে গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকারদের প্রচ্ছন্ন বার্তা দিয়েছিলেন সামি। এদিন দলের প্রথম জয়ের স্বস্তি নিয়ে নাম না করে ফের একবার আগরকারদের ঠুকলেন তিনি। সামি বলেছেন, 'আমি মেশিন নই। গোটা মরশুম একই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আমার পক্ষেও কঠিন। কিন্তু গত দুই-তিন বছরে আমি ভালো পারফর্ম করেছি। তবে দুঃখের বিষয়, আমার পারফরমেন্স কারোর চোখে পড়ে না। আমি নিজের কাজ সবসময়ই করে যাচ্ছি।'

নিজের প্রথম ওভারে শেষ বলে অভিষেক শর্মাকে ফেরানোর পর দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে ট্রাভিস হেডকে স্লোয়ারে তুলে নেন সামি। হায়দরাবাদের দুই ওপেনার আউট করার সঙ্গে এদিন নিজের ৪ ওভারের স্পেলে ১৬টি ডট বল করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে সামি বলেছেন, 'ডট বল করার প্রস্তুতি নেটে নিতে হয়। মাঠে কার্যকর করতে হয়। অনেক সময় হাত থেকে বল খুব ভালো বেরোয়। ফলে লাইন ধরে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আজ আমি সেটাই করেছি। হায়দরাবাদের ব্যাটারদের বিরুদ্ধে স্লোয়ারও খুব কার্যকরী হয়েছে। নতুন বলে বোলিং আমার শক্তি। ছন্দে থাকলে আমি টি২০-তে টানা তিন ওভার করার পক্ষপাতী। তিনটি ওভার ভালো গেলে চতুর্থটি করে নেওয়াই ভালো।'

টিম ইন্ডিয়ায় ভরত অরুণের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে সামির। ভরত এখন এলএসজি-র বোলিং কোচ। এবারের আইপিএলে সাফল্যের জন্য ভরত-সামির জুটির দিকে তাকিয়ে আছে লখনউ শিবির। দুই ম্যাচে নিজের পারফরমেন্সের কৃতিত্ব ভরতকে দিয়েছেন সামি।

অধিনায়ক ঋষভ পন্থের ভরসা আদায় করে নিয়েছেন মহম্মদ সামি।

বোলিংয়ে নতুন অস্ত্র নিয়ে ভাবনা রশিদের

আহমেদাবাদ, ৬ এপ্রিল : টি২০ ক্রিকেট এবং বিশেষ করে আইপিএলে ব্যাট-বলের অসমান লড়াই নিয়ে চর্চা চলছিল বেশ কিছুদিন থেকেই। এবার তা মেনে নিলেন আফগানিস্তানের লেগস্পিনার রশিদ খানও। তিনি মানছেন, গত দুই বছরে ব্যাটাররা যেভাবে খেলায় বদল এনেছেন তা বোলারদের থেকে দেখা যায়নি। ফলে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েছেন বোলাররা। যদিও এই ছবিতে বদল চান তিনি। তাই চিন্তাভাবনা করছেন কীভাবে বোলিংয়ে নতুন অস্ত্র যোগ করা যায়।

রশিদ বলেছেন, 'নিজের বোলিং নিয়ে কাটাছেঁড়া করেছি। কথা বলেছি ভিডিও অ্যানালিস্টের সঙ্গেও। কোন বিষয়ে কাজ করা যায়- বলের গতি, রিলিজ, কীভাবে ব্যাটারদের কাজ কঠিন করা যায় এসব নিয়ে ভাবছি।'

এই ভাবনার ফসল কি দেখা যাবে এবারের আইপিএলে? রশিদের উত্তর, 'বেশ কিছু ভেরিয়েশন নিয়ে খাটছি। সেগুলো এখনও ম্যাচে দেখা যায়নি। কারণ, পুরোপুরি দখলে আসেনি। আইপিএলের মঞ্চে চাপের মুখে প্রস্তুত না হয়ে বল করা যায় না। ওডিআইয়ে ভেরিয়েশনগুলি নিয়ে কাজ করতে পারি। লম্বা স্পেলে সেই সুযোগ থাকে।'

যদিও রশিদ মানছেন বোলিংয়ের মূল বিষয় বাদ দিতে পারবেন না। তাই তাঁর লক্ষ্যে ছোট ছোট বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া। তাঁর কথায়, 'লেগস্পিনার হিসেবে আপনি লেগ স্পিন অথবা গুগলি করতে পারেন। আমি চেষ্টা করছি দুই ক্ষেত্রেই যাতে বলের গ্রিপ, বোলিং অ্যাকশন এবং রিলিজ একই থাকে। এটা নিয়েই খাটছি গত এক বছর থেকে।' গত ২ বছরে ২৭ ম্যাচে মাত্র ১৯ উইকেট নিয়েছেন রশিদ। অথচ ২০২৩ সালে মাত্র ১৭ ম্যাচে ২৭ উইকেট তুলেছিলেন। ফলে নিজের পুরোনো ফর্ম ফিরে পেতে মরিয়া টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা স্পিনার।

> **লেগস্পিনার হিসেবে আপনি লেগ স্পিন অথবা গুগলি করতে পারেন। আমি চেষ্টা করছি দুই ক্ষেত্রেই যাতে বলের গ্রিপ, বোলিং অ্যাকশন এবং রিলিজ একই থাকে।**
>
> **-রশিদ খান**

রশিদকে নিয়ে স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ এপ্রিল : মহম্মদ বশিম রশিদকে নিয়ে স্বস্তি ফিরতে চলেছে লাল-হলুদ শিবিরে। সতীর্থের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পেয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ড জেনারেল। আশঙ্কা করা হয়েছিল, তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাকে। তবে যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, চোট ততটা গুরুতর নয় বলেই শোনা যাচ্ছে। টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রের খবর, চেন্নাই ম্যাচে না পাওয়া গেলেও বেঙ্গালুরু ম্যাচ থেকেই হয়তো মাঠে দেখা যেতে পারে রশিদকে।

আইপিএলের জন্য আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নষ্ট হয়েছে : পিটারসেন

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল : ৩৩ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হওয়ার জন্য আইপিএলের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুললেন প্রাক্তন ইংরেজ তারকা কেভিন পিটারসেন।

শুরুর দিকে আইপিএলের জন্য ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড তাদের খেলোয়াড়দের ছাড়তে রাজি হয়নি। যে কারণে বোর্ডের সঙ্গে ঝামেলা হয় পিটারসেনের। ফলে তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি পড়ে যায়। সম্প্রতি এক পডকাস্টে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন প্রাক্তন ইংলিশ তারকা। তিনি বলেছেন, 'আইপিএলের জন্য আমাকে বড় ত্যাগ করতে হয়েছে। আমার কেরিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই আমি সবসময় আইপিএলের বিপক্ষে।'

পিটারসেন মনে করেন, আইপিএল না খেললে দেশের হয়ে আরও কিছুদিন খেলতে পারতেন। তাঁর কথায়, 'আমার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার ৩৩ বছর বয়সে শেষ হয়। দেশের হয়ে ১০৪টি টেস্ট খেলেছি। কিন্তু আমার ১৫০-১৬০টি টেস্ট খেলা উচিত ছিল। টেস্টে ১২ হাজার থেকে ১৩ হাজার রান করতেই পারতাম।' তবে নিজের ক্রিকেট জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অনেক ক্রিকেটারকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলেই দাবি ইংরেজ তারকার। বলেছেন, 'সম্প্রতি আমি জস বাটলারের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। জস বাটলার আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল, আমার ত্যাগের সুফল বর্তমান ক্রিকেটাররা পাচ্ছে।'

ভুলের 'ভুলভুলাইয়ায়' নাইট স্ট্র্যাটেজি

বীরজারা শোয়ে জল ঢালল বৃষ্টি

কলকাতা নাইট রাইডার্স-২৫/২ (৩.৪ ওভার) (ম্যাচ পরিত্যক্ত)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : পূর্বাভাস ছিল। আশঙ্কা শেষপর্যন্ত সত্যি। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি দিয়ে শুরু। তারপর জমিয়ে বরুণদেবের ব্যাটিং- জল ঢালল বীরজারা শোয়ে। ঝিমিয়ে পড়া দলকে উজ্জীবিত করতে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির ছিলেন শাহরুখ খান। যদিও ব্যাট-বলের টক্করের সঙ্গে কিং খানের আমেজে গা ভেজানোর বদলে বৃষ্টিতে কাকভেজা নন্দনকানন।

নাইট ইনিংসের চতুর্থ ওভারের মাথায় বৃষ্টি হাজির। সময় যত গড়িয়েছে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। নিটফল, তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেও আর ম্যাচ শুরু করা সম্ভব হয়নি। জোড়া হারের পর যার সুবাদে প্রথম পয়েন্ট প্রাপ্তি নাইটদের। ২০২৫ সালেও ইডেনে পাঞ্জাব-কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ বিরূপ আবহাওয়ার কারণে ভেস্তে গিয়েছিল। মাঝের এক বছরে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গেলেও কাকতালীয়ভাবে এদিনও সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি।

যার সুবাদে তৃতীয় ম্যাচে প্রথম পয়েন্ট প্রাপ্তি নাইটদের। সবকিছু ছাপিয়ে চর্চায় কেকেআর থিংকট্যাংকের একের পর এক চমক। টিম কম্বিনেশন থেকে টসে জিতে ব্যাটিং, প্রতিটি পদক্ষেপে চাপে থাকা আজিঙ্কা রাহানেদের সিদ্ধান্তহীনতার ছাপ। প্রথম এগারোয় নেই বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণ! ২০১৯ সালের পর প্রথমবার! টসের সময় কারণ হিসেবে চোট, অসুস্থতার কথা রাহানে বললেও যুক্তি-তর্ক-গপ্পের অবকাশ থেকেই যায়।

এদিন ম্যাচের আগে নেটে নারায়ণের বেশ কিছুক্ষণ বল করতে দেখা যায়। বরুণ অপরদিকে গতকাল ইন্ডোরে গা ঘামিয়েছিলেন। বাদ না চোট- চার দেওয়ালের মধ্যে সিদ্ধান্ত যাইহোক, রাহানের দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন অবশ্য থাকছে। একইভাবে ধোঁয়াশা শুকনো পিচের কথা বলেও রাহানেদের চার পেসার খেলানো!

বরুণ-নারায়ণের বদলে রোভমান পাওয়েলের সঙ্গে নাইট জার্সিতে অভিষেক নভদীপ সাইনির। টিম কম্বিনেশনই শুধু নয়, চমক বৃষ্টির ভ্রূকুটির মধ্যে টসে জিতে রাহানের ব্যাটিং নেওয়াতেও। শ্রেয়স আইয়ার তো বলেও দিলেন, টসে জিতলে তিনিও বোলিং নিতেন। কেন? বোঝা গেল ম্যাচ শুরু হতেই। মেঘলা আবহাওয়ায় বাড়তি সুইংয়ে ফের নাইট টপ অর্ডারকে পরীক্ষায় ফেললেন অর্শদীপ সিং, জেভিয়ার বার্টলেটরা।

অভিষেক নায়ারদের অস্বস্তি বাড়িয়ে দ্বিতীয় ওভারেই ডাগআউটে দুই 'বিগ গান' ফিন অ্যালেন (৬) ও ক্যামেরন গ্রিন (৪)। বল সামনে রেখে হালকা সুইং, তাতেই টলে যান দুইজনে। যার সুবাদে ফের ঘি ঢালল গ্রিনের ২৫.২ কোটির বিতর্কে। বোলিং করার ছাড়পত্র পাননি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার থেকে। শুধু ব্যাটার। যদিও টানা তিন ম্যাচে ব্যর্থতায় বিতর্কের নিজের নাম ও দামের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ গ্রিন।

শুরুতে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে যখন খেলা বন্ধ হয় তখন নাইটদের স্কোর ৩.৪ ওভারে ২৫/২। বার্টলেটের হালকা সুইংয়ে খোঁচা মেরে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ দিয়ে প্রথমে ফেরেন অ্যালেন (৬)। কয়েক বল বাদে প্রায় একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। ব্যাটের কানায় লাগিয়ে আউট গ্রিন (৪)। পাঞ্জাবের দুই পেসারের সামনে কোনওক্রমে উইকেট বাঁচিয়ে ক্রিজে টিকেছিলেন রাহানে (৮) ও অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (৭)।

৭টা ৪৮ নাগাদ খেলা বন্ধ হয়। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি ক্রমশ তুমুল বৃষ্টি, কালবৈশাখীর আকার নেয়। দর্শকরা মাথা বাঁচাতে শেডের নীচে আশ্রয় নিলেও খোলা আকাশের নীচে মাঠকর্মীরা! প্রেস বক্সও ঝোড়ো হাওয়ায় মাঝেমধ্যেই কেঁপে উঠছিল। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে মাঠের সাদা কভার আগলে তুমুল বৃষ্টি, ঝড়ের মধ্যে 'অন্য' লড়াই মাঠকর্মীদের।

নাইট সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন শাহরুখ খান। ছবি : ডি মণ্ডল

৪ রানে আউট হয়ে ফিরছেন ক্যামেরন গ্রিন। বোলার জেভিয়ার বার্টলেটকে ঘিরে উচ্ছ্বাস পাঞ্জাব কিংস শিবিরে। সোমবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

মেয়ে সুহানাকে নিয়ে ইডেনের স্পেশাল বক্সে তখন কার্যত 'বন্দি' শাহরুখ। সিইও ভেঙ্কি মাইসোরের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনা, দলের চলতি ব্যর্থতার প্রতিফলন পরিষ্কার কিং খানের চোখেমুখে। প্রথম দুই ম্যাচে না থাকলেও ঝিমিয়ে পড়া দলকে চাঙ্গা করতে শত ব্যস্ততার মধ্যে এদিন এসেছিলেন। যদিও সাদা কভারে ঢাকা ইডেন, অঝোর বারিধারার মধ্যে বাকিদের সঙ্গে দীর্ঘ অপেক্ষা।

বৃষ্টির জন্য গতকাল দুই দলের প্র্যাকটিসও বাতিল হয়। এদিন মাঠে ঢুকে নিজের পূর্বতন আইপিএল হোম গ্রাউন্ডে হয়তো কিছুটা নস্টালজিক ছিলেন শ্রেয়স। হালকা অনুশীলনের মাঝে ব্যাট হাতেই দৌড়োলেন পিচ দেখতে। মাঝে প্রাক্তন নাইট সতীর্থদের সঙ্গে ইতিউতি সৌজন্য বিনিময়। বৃষ্টি ব্রেকে দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে আড্ডা আর অপেক্ষা। শেষবেলায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতি, পিচ কভার তোলাকে ঘিরে আশায় বুক বেঁধে ছিল দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বসে থাকা ইডেন-জনতা। কিন্তু অপেক্ষাই সার।

ইডেনে বৃষ্টির 'খেল' দেখলেন বাজিগর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : হাইলি সাসপিশাস!

রাতের ইডেন গার্ডেন্সে জটায়ু থাকলে হয়তো এভাবেই বর্ণনা করতেন কলকাতা নাইট রাইডার্সকে।

বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল সন্ধ্যায়। খেলার বয়স যখন ৩.৪ ওভার, তখন শুরু হল বৃষ্টি। অর্ধেক পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার মাঝে কেকেআরও গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার অবস্থা তখন। দলের স্ট্র্যাটেজি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণরা প্রথম একাদশে নেই। একজন অসুস্থ, অপরজন চোটের তালিকায়। অথচ, খেলা শুরুর আগে কেকেআর নেটে বল করছিলেন নারায়ণ। কখন অসুস্থ হলেন, কে জানে? অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের অবস্থাও বেশ খারাপ। বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকার পরও কেকেআর অধিনায়ক টসে জিতে ব্যাটিং নিলেন। রাহানের সিদ্ধান্তে অবাক রবিচন্দ্রন অশ্বীনও। সমাজমাধ্যমে তিনি কেকেআরের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, 'দুর্বল বোলিং, বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকার পরও টসে জিতে নাইটদের ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত অবাক করার মতো।'

রাত আটটার সামান্য আগে যখন বৃষ্টি সবে শুরু হল, ঠিক সেই সময়ই মাঠে ঢুকলেন শাহরুখ খান। সঙ্গে কন্যা সুহানা। মাথায় বেগুনি টুপি। গায়ে সাদা গোল গলা টি-শার্ট। বুকে কেকেআরের লোগো। ডেনিম জিনস। কিং খান মাঠে ঢোকার পরই বৃষ্টির কারণে আম্পায়াররা খেলা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই যে ম্যাচ বন্ধ হল, পরে আর শুরুই হল না। রাত বাড়ল। বৃষ্টির দাপটও বাড়ল। সঙ্গে প্রবল ঝড়। পুরো মাঠ কভারে ঢাকা ছিল দীর্ঘসময়। কিন্তু তারপরও ইডেনের আউটফিল্ড সামান্য হলেও ভিজে গিয়েছিল। ফলে খেলা আর শুরু করাই গেল না। রাত ১০.৫৮ মিনিটে দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে আম্পায়াররা যখন ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে ঘোষণা করলেন, রাতের ইডেন তখন প্রবল হতাশায় ডুবে।

পিচ ঢাকার তদারকিতে কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়। -ডি মণ্ডল

ক্রিকেটের নন্দনকাননের প্রেস বক্সের ঠিক ডানদিকের হসপিটালিটি বক্সে বসে বৃষ্টির 'খেল' দেখলেন বাদশা। বৃষ্টির মাঝেই কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোরের সঙ্গেও দীর্ঘসময় কথা বলতে দেখা গিয়েছে বাজিগরকে। হয়তো দলের বেহাল দশা ও খারাপ পারফরমেন্স নিয়েই তাঁরা আলোচনা করছিলেন। হসপিটালিটি বক্সের বারান্দায় থাকা শাহরুখকে দেখে খুব একটা খুশি বলে মনে হয়নি। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমেও প্রবল জল্পনা চলছে। হয়তো আগামীদিনেও চলবে। বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর বাদশাকে ইডেনে আর দেখা যায়নি। হয়তো তিনিও হতাশার সঙ্গে একরাশ উদ্বেগ নিয়েই ইডেন ছাড়লেন।

দল নির্বাচনে নাইটদের 'ভৌতিক' স্ট্র্যাটেজি নিয়েও চলছে তুমুল সমালোচনা। দুই স্পিনারকে বসিয়ে চার পেসারে দল সাজিয়েছিলেন কেকেআর অধিনায়ক রাহানে। অথচ, টসের পর নাইট অধিনায়ক ইডেনের পিচকে 'শুকনো' আখ্যা দিয়েছিলেন। শুকনো পিচে দুই স্পিনারকে বাইরে রেখে চার পেসারে দল গড়ার স্ট্র্যাটেজি সত্যিই ভৌতিক। এমন সিদ্ধান্তের ক্রিকেটীয় ব্যাখ্যা মেলা অসম্ভব। কিং খানের সিনেমায় রি-টেকের সুযোগ থাকে। কিন্তু বাইশ গজের লড়াইয়ে রি-টেক বলে কিছু হয় না। খেলা ভেস্তে যাওয়ার কারণে রাতের সাংবাদিক সম্মেলনও হয়নি। ফলে কেকেআর অধিনায়ক রাহানে অনেক 'অপ্রিয়' প্রশ্নের মুখ থেকেও রক্ষা পেলেন আজ।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। ফিন অ্যালেন, রাহানে, ক্যামেরন গ্রিনরা বারবার অর্শদীপ সিং, জেভিয়ার বার্টলেটের সামনে সমস্যায় পড়ছিলেন। নাইটদের ফ্লপ শো-র মতোই রাতের ইডেনের গ্যালারিতেও শূন্যতা। কেকেআর বনাম পাঞ্জাব ম্যাচে গ্যালারির একটা বড় অংশ খালি ছিল আজ। উপস্থিতির হার ছিল ২৯ হাজার। শাহরুখ দর্শনেও কি ভাটার টান? কে জানে। বাস্তব যাই হোক না কেন, রাতের ইডেন ভুলে ভরা কেকেআরকে এক পয়েন্টের স্বস্তি দিয়ে গেল আজ। ঠিক তেমনই নাইটদের আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়েও তুলে দিল প্রশ্ন।

থমথমে মেজাজ

রিকভারিতে দিমি-জেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ এপ্রিল : জামশেদপুর এফসি ম্যাচের পর একটা দিন ছুটি কাটিয়ে ফের অনুশীলনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। দলের অন্দরে যে ক্ষোভ-বিক্ষোভই থাক না কেন, সব ভুলে ফের পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিল সের্জিও লোবেরার দল।

এদিন যাঁরা আগেরদিন খেলেছেন তাঁরা সকলেই রিকভারিতে ছিলেন। টম অ্যালড্রেডকেও দেখা যায় দলের সঙ্গে রিকভারি করতে। তাঁর স্ক্যান বা এমআরআই করার কোনও খবর নেই। আর যাঁরা খেলেননি সেই সাহাল আব্দুল সামাদ, কিয়ান নাসিরিরা। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করলেন তাঁরা। অনুশীলন শুরু হলেও দলের মধ্যেকার ফুরফুরে মেজাজটা উধাও। বরং বেশ থমথমে লেগেছে

দেবাশিসের চিঠি গোয়েঙ্কাকে

পরিবেশ। কোচের কার্যকলাপ ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস কি জেমি ম্যাকলারেনদের অবিশ্বাস্য সুযোগ নষ্ট নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে তো বটেই, ম্যানেজমেন্টের মধ্যেও প্রশ্ন প্রচুর। সাহালের মতো একজন বল প্লেয়ারকে কেন বসিয়ে বসিয়ে নষ্ট করা হচ্ছে, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে। বিশেষ করে জামশেদপুরের বিপক্ষে যখন দ্বিতীয় গোল আসছে না, সেই সময়ে লিস্টন কোলাসোকে বসিয়ে দীপক টাংরিকে নামিয়ে প্রতিপক্ষকে ডিফেন্সিভ হয়ে যাওয়ার বার্তা

ফেরার লড়াইয়ে দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেমি ম্যাকলারেন (নীচে)। কলকাতায় সোমবার।

দেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল কিনা প্রশ্ন সেখানেও। যদিও এসব নিয়ে এখনই ম্যানেজমেন্ট কোচের কাছে কোনও কৈফিয়ত চাইছে না। বরং প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে, আমরা তো পুরোপুরি ছিটকে যাইনি চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে।' শুধু তাই নয়, মাঠ নিয়ে ম্যাচের আগে কোচের যে ঝামেলা করা এবং খেলতে না চাওয়া তাই নিয়েও একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ম্যানেজমেন্টের তরফে। ফুটবলাররাই নাকি এসে মাঠের অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করেন। তবে এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে লোবেরার যে চুক্তির মেয়াদ আর বাড়বে না, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

মোহনবাগান ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। সমান পয়েন্টে থাকলেও গোলপার্থক্যে জামশেদপুর ও বেঙ্গালুরু এফসি-র থেকে এগিয়ে। মুম্বই সিটি এফসি ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পার্থক্য বাড়িয়ে ফেলেছে। ইস্টবেঙ্গল এক ম্যাচ কম খেলে ১১ পয়েন্টে। পরের চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ জিতলে মোহনবাগানের থেকে গোলপার্থক্যে এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে চলে যাবে ইস্টবেঙ্গলই। ফলে সবমিলিয়ে চাপ বাড়ছে লোবেরা তো বটেই, দিমি-ম্যাকলারেনদের উপরেও।

এদিকে, মোহনবাগান ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত সোমবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে চিঠি দিয়ে জামশেদপুরে ক্লাব সমর্থকদের উপর আক্রমণের ঘটনায় হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। তিনি এই চিঠিতে অনুরোধ করেন, প্রতি মরশুমেই বাগান সমর্থকদের উপর যেভাবে জামশেদপুরে আক্রমণ হচ্ছে সেই বিষয়টি যেন এআইএফএফ-কে জানানো হয়। এবং সংশ্লিষ্ট ক্লাবের বিরুদ্ধে শাস্তির আবেদন করার অনুরোধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৪ এপ্রিলের ম্যাচের পর রাকেশ রায় নামের এক মোহনবাগান সমর্থকের মাথা ফাটে জামশেদপুর এফসি-র সমর্থকদের ঢিলের আঘাতে। ২০২৩-'২৪ ও ২০২৪-'২৫ মরশুমেও এভাবেই দুইজন সমর্থক আক্রান্ত হন তার উল্লেখও এই চিঠিতে রয়েছে।

বিএসটিটিএ-র সচিব পদ থেকে ইস্তফা শর্মির

শিলিগুড়িতে তাণ্ডব করে শাস্তি পেলেন হৃষীকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : ঘটনাটা চার মাসেরও বেশি পুরোনো।

ভারতী ঘোষ মেমোরিয়াল রাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ২২ নভেম্বর অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সেমিফাইনালে শিলিগুড়ির মুখোমুখি হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে চিফ রেফারি অরুন্ধতী ব্রহ্মচারীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাঁকে ঘেরাও করে রাখেন উত্তর ২৪ পরগনার খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও অভিভাবকরা। ভাঙচুর করা হয় ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বেশ কিছু চেয়ার। যার জন্য শুরু থেকে অভিযোগ উঠেছিল উত্তর ২৪ পরগনার কোষাধ্যক্ষ হৃষীকেশ ঘোষের দিকে। রাজ্য সংস্থায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসটিটিএ) যুগ্ম সচিব রজত দাসও। এরপরই বিএসটিটিএ রেফারি রিপোর্ট ও তদন্তের ভিত্তিতে হৃষীকেশকে রাজ্য সংস্থার সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেয়। উত্তর ২৪ পরগনা টেবিল টেনিস সংস্থাকেও তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেয়। তারপরই উত্তর ২৪ পরগনার কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে হৃষীকেশকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে উত্তর ২৪ পরগনা টেবিল টেনিস সংস্থা সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব হস্তান্তরের কথাও জানিয়ে দিয়েছে।

বিএসটিটিএ-র সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত চিঠি থেকে জানা গিয়েছে, সেমিফাইনালের সময় হৃষীকেশের আচরণ ও পদক্ষেপের কারণেই খেলা বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। প্লেয়িং এরিনাতে তাঁর অনধিকার প্রবেশেরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। যা প্রতিযোগিতার কোড অফ কনডাক্টের বিরোধী।

উত্তর ২৪ পরগনার খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও অভিভাবকদের বিক্ষোভে ২২ নভেম্বর রাতে এমনই চেহারা নিয়েছিল শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়াম।

এদিকে, ৭ বছর বিএসটিটিএ-র যুগ্ম সচিবের দায়িত্বপালনের পর শর্মি সেনগুপ্ত ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। শর্মি বলেছেন, '৭ বছর যুগ্ম সচিবের দায়িত্বপালন ছাড়াও ১৩ বছর ধরে রাজ্য সংস্থার পদে আছি। মাঝের সময়টায় আমি সাধ্যমতো রাজ্যে টেবিল টেনিসের প্রসার ও উন্নতিতে কাজ করেছি। পেয়েছি সকলের সহযোগিতাও। যার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন ক্লান্ত বোধ করায় পদত্যাগ করলাম। আমার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে কমিটির তরফেও আর কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়নি।'

রাজ্য সংস্থা থেকে সরে দাঁড়ালেও টেবিল টেনিসের সঙ্গে এখনই সম্পর্ক ছিন্ন করছেন না শর্মি। বলেছেন, 'গত বছর টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কার্যনির্বাহী সমিতিতে আমাকে নেওয়া হয়েছে। সেই দায়িত্ব পালনের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট টেবিল টেনিসের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্টের কাজও চালিয়ে যাব।' যদিও শোনা যাচ্ছে স্বপন ইতিমধ্যে চিঠি দিয়ে টেবিল টেনিস ফেডারেশনে জানিয়ে দিয়েছেন, শর্মির পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। তিনি আর ফেডারেশনে বিএসটিটিএ-র প্রতিনিধিত্ব করবেন না।

বিএসটিটিএ-র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চ্যাপ্টার ওয়ান ও টু থেকে একজন করে যুগ্ম সচিব থাকবেন। চ্যাপ্টার ওয়ানের শর্মি সরে দাঁড়ানোয় বর্তমানে রজতই (চ্যাপ্টার টু) যুগ্ম সচিব থেকে গেলেন। বর্তমান কমিটির মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত থাকায় খুব শীঘ্রই হয়তো চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে নয়া যুগ্ম সচিব বেছে নেওয়া হবে।

নামধারীকে পঞ্চবাণ ডায়মন্ড হারবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ এপ্রিল : ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে দৌড়াচ্ছে ডায়মন্ড হারবার এফসি।

সোমবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর নামধারী এফসি-কে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে ডায়মন্ড হারবার। জয়ের নায়ক স্প্যানিশ মিডিও অ্যান্টোনিও মোয়ানো। এদিন ম্যাচের ২২ মিনিটেই গোলের খাতা খোলে ডায়মন্ড। অ্যান্টোনিওর ফ্রি কিক থেকে হেডে গোল করেন সানডে আফলোবি। মিনিট পাঁচেক পরে ব্যবধান বাড়ান লুকা মাজসেন। ৩০ মিনিটে নামধারীর হয়ে প্রথম গোলটি করেন ফ্রান্সিসকো আডো।

৪৭ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে দূরপাল্লার শটে বিশ্বমানের গোল করেন নামধারীর মনবীর সিং। তবে ম্যাচের শেষ ১৫ মিনিট উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। ৮২ মিনিটে ডায়মন্ডকে এগিয়ে দেন অ্যান্টোনিও মোয়ানো। তিন মিনিটের মধ্যে গোলশোধ করেন ধরমবীর সিং। ৮৭ মিনিটে রেম্থলেইর গোলে আবার লিড নেয় কিবুর দল। সংযোজিত সময়ে ডায়মন্ডের পঞ্চম গোলটি করেন হোলিচরণ নার্জারি। তবে তাঁর দুই মিনিটের মধ্যে নামধারীর হয়ে গোল করেন লামিনে মোরো। এই জয়ের সুবাদে ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে খেলা নিশ্চিত করেছে ডায়মন্ড হারবার।

ডুয়ার্স ক্রিকেট লিগের নিলাম

আলিপুরদুয়ার, ৬ এপ্রিল : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ডুয়ার্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের জন্য হয়ে গেল নিলাম। অংশ নিয়েছিলেন ১২০ জন ক্রিকেটার। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ৫টি এবং অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ৪টি দল অংশ নেবে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয় পরিমল সরকার (বাপি)
প্রয়াণ : ৩রা চৈত্র ১৪৩২
(ইং ১৮ মার্চ ২০২৬)

স্বর্গীয় পবিত্র সরকার (জেঠু)
প্রয়াণ : ১১ই চৈত্র ১৪৩২
(ইং ২৬ মার্চ ২০২৬)

গভীর শ্রদ্ধা ও বিনম্র প্রণাম জানাই পরলোকগত পিতা শ্রী পরিমল সরকার ও পরলোকগত জেঠু শ্রী পবিত্র সরকার মহাশয়কে। এই পুণ্যদিনে তাঁদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁদের স্নেহ, আদর্শ ও জীবনের মূল্যবোধ আমাদের হৃদয়ে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁদের পবিত্র আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিনীত
পুত্রদ্বয় প্রণয় সরকার, প্রলয় সরকার
এবং সরকার পরিবারবর্গ

প্রথমে ব্যাটিং না নিলেই পারত রাহানে : সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ এপ্রিল : বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে। রাতের ইডেন গার্ডেন্স তখন প্রায় ভাঙা হাট। হতাশার ছবি চারদিকে। সোমবার রাত প্রায় ১১.৫০ মিনিট নাগাদ ইডেন গার্ডেন্স থেকে বেরোনোর সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলে গেলেন, 'টসে জিতে ব্যাটিং না নিলেই পারত আজিঙ্কা রাহানে। তবে এটা হয়তো দলগত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত আমারও খুব অবাক লেগেছে।'

জোড়া হারের পর এদিন বরুণদেবতার কল্যাণে ১ পয়েন্ট এসেছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ঘরে। তবে দলের কম্বিনেশন, স্ট্র্যাটেজি নিয়ে রয়েছে একাধিক প্রশ্ন। চলতি আইপিএলে কেকেআর-কে দেখে কি নড়বড়ে লাগছে? সৌরভের উত্তর, 'লম্বা টুর্নামেন্ট। এখনও ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো জায়গায় আসেনি।'

টি২০ বিশ্বকাপ থেকেই অফফর্মে রয়েছেন কেকেআরের তারকা স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। যা আইপিএলেও জারি রয়েছে। বরুণের সমস্যা প্রসঙ্গে সৌরভের বক্তব্য, 'বরুণকে ব্যাটাররা রিড করে ফেলেছে। ওকে নতুন কিছু ভাবতে হবে। নাহলে সমস্যা বাড়বে। টি২০ বিশ্বকাপেও এই সমস্যা হয়েছিল। ব্যাটাররা ওকে সহজে খেলে দিয়েছিল। আইপিএলেও একই সমস্যা হচ্ছে। বেরিয়ে আসার রাস্তা বরুণকে খুঁজতে হবে।'

ফর্মে নেই কেকেআরের আরেক স্পিনার সুনীল নারায়ণও। তাঁকে নিয়ে সৌরভের পর্যালোচনা, 'নারায়ণ অবশ্যই কেকেআরের বড় অস্ত্র। কিন্তু ওর পারফরমেন্স নেই। ওকে পারফর্ম করতে হবে। কুড়ির ক্রিকেটে সঠিক সময়ে পারফর্ম করতে না পারলে সেটা দলের কম্বিনেশনের জন্য খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।'

বৃষ্টিভেজা ইডেন গার্ডেন্সের আউটফিল্ড দেখছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। -ডি মণ্ডল

কেভিন পিটারসেন : মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া ঝুঁকির ছিল। যা বুমেরাং হতে পারত।

অনিল কুম্বলে : বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলে ফিল্ডিংই সেরা সিদ্ধান্ত।

মহম্মদ কাইফ : অধিকাংশ অধিনায়কই এই পরিস্থিতিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতেন।

উমেশ যাদব : আমি জানি না কেকেআর কেন ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমে বোলিং করা তুলনায় ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারত।

সাবা করিম : মেঘাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে প্রথম ব্যাটিং নির্বাচন করে অহেতুক ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল।

আর্য সমিতির সভা ১২ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল : আর্য সমিতির ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। আর্য সমিতির বিদায়ি সচিব রানা দে সরকার জানিয়েছেন, আগামী রবিবার বেলা ১২টায় ক্লাব ঘরে সভা শুরু হবে। ওইদিন তিন বছরের জন্য ১৫ জনের নতুন কমিটি গঠিত হবে।

জিতল জেওয়াইএমএ

উত্তরের খেলা

জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার জেওয়াইএমএ ৯২ রানে হারিয়েছে দাদাভাই ক্লাবকে। জেওয়াইএমএ প্রথমে ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬০ রান তোলে। তাদের সর্বাধিক ৫৬ রান ম্যাচের সেরা অভিজিৎ বিশ্বাসের। আকাশ রায় ৮ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে দাদাভাই ৬৮ রানে গুটিয়ে যায়। আকাশ সরকারের সংগ্রহ ১৫ রান। সুজিত যাদব ১২ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। দাদাভাইয়ের ব্যাটিংয়ের সময় একটি আউট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় ম্যাচ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। পরে অবশ্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বনাথ পাল - কে

12.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 45D 45740 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করাটা সফল হবে এবং কোটিপতি হওয়ার সম্ভাবনা সত্যি হবে। আমি মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।